বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-৩১৬ ॥ ০৬ মার্চ ২০২৫ ॥ ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৫ রমজান ১৪৪৬ হিজিরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

ওআইসির বৈঠকে যোগ দিতে সৌদি আরব যাচ্ছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন ইসলামি সহযোগিতা সংস্থার (ওআইসি) মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিতে আজ বৃহস্পতিবার সৌদি আরব সফরে যাচ্ছেন। ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব ইস্যুতে সৌদি আরবের জেদ্দায় মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের আয়োজন করেছে ওআইসি।

শেখ হাসিনার বিচারের সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক নেই : আমীর খসরু

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ হাসিনার বিচারের সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। বুধবার (৫ মার্চ) রাজধানীর একটি হোটেলে বিএসবিআর আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ মন্তব্য করেন তিনি।

১০ মার্চের মধ্যে নতুন বই পাবে সব শিক্ষার্থী: বিদায়ী শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : ১০ মার্চের মধ্যে সারাদেশের সকল শিক্ষার্থীশিক্ষার্থীদের হাতে নতুন বই পৌছে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিদায়ী উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ । বুধবার (৫ মার্চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে বিদায় এবং সিআর আবরারের যোগদান উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে : প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরাচারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি যুক্তরাজ্যভিত্তিক স্কাই নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সরকারের এই প্রতিশ্রুতির কথা ব্যক্ত করে বলেন, 'বিচার হবে, কেবল তার নয়। তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলের-তার পরিবারের সদস্য, তার সহযোগী বা দোসরদেরও বিচারের আওতায় আনা হবে'। হাসিনার বিরুদ্ধে সরকারে থাকাকালীন জোরপূর্বক গুম ব্যবস্থা তদারকি এবং গতবছরের জুলাই ও আগস্ট মাসে বিক্ষোভকারীদের গণহত্যার অভিযোগ রয়েছে। ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে নির্বাসিত। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি গোপন বন্দিশিবির পরিচালনা করতেন, যেখানে তার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকজনকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে নির্যাতন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যা করা হতো। এসব তথাকথিত 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ'-এর নামে করা হতো। গতকাল বুধবার স্কাই নিউজে প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের পক্ষ থেকে হাসিনার বিরুদ্ধে দুটি গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস জানান, তারা ভারতের কাছে 'আনুষ্ঠানিক চিঠি' পাঠিয়েছেন, তবে এখনও 'কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া' মেলেনি। তিনি জোর দিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

দ্রুত নিবন্ধনে দৃষ্টি এনসিপির শর্ত শিথিলের ইঙ্গিত ইসির

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় নাকি স্থানীয় সরকার নির্বাচন আগে তা নিয়ে বিদ্যমান বিতর্কের মাঝেই নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজনীতির মাঠে সক্রিয় দলগুলির সরব তৎপরতা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। আলোচনা ও সমালোচনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করা জুলাই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া তরুণদের নতুন দল জাতীয় নাগরিক পার্টি বা এনসিপি দ্রুত নিবন্ধন সম্পন্ন করতে বেশ সক্রিয় হয়েছে। অন্যদিকে, রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধনে বিদ্যমান শর্ত শিথিলে সংস্কার কমিশনের সুপারিশ এবং নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছাতেও ঐক্যের আভাস মিলেছে। এনসিপি'র আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ ও কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় হওয়ার ৬ দিনের মাথায় বুধবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এসব তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধানিবেদনের পর জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় রাজনৈতিক দল হিসেবে ইসির নিবন্ধন নিতে শর্ত পূরণ করে দ্রুত নিবন্ধনের দিকে যাওয়ার কথা বলেন। পুরোনো ২-এর পাতায় দেখুন

দেশে নতুন কর্মসংস্থান কম হচ্ছে: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থায় আছে তা কিন্তু না। তবে নতুন এমপ্লয়মেন্ট (কর্মসংস্থান) কম হচ্ছে। এজন্য কিছু লোকের কষ্ট হচ্ছে, সেটা আমরা স্বীকার করছি। তবে প্রাইজের থেকে আয়ের বিষয়টা বড়। বুধবার (০৫ মার্চ) দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি ও অর্থনৈতিক বিষয়ক সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন। দেশের সার্বিক অবস্থা নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, সার্বিকভাবে অর্থনৈতিক খারাপ অবস্থায় আছে তা কিন্তু না। একটা বিষয় হয়েছে ব্যবসা-পাতিতে মন্দা। কিন্তু একেবারে ধ্বংসের পথে চলে যাওয়া থেকে তো আমরা উদ্ধার করে নিয়ে এসেছি। তিনি বলেন, মেইনলি আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিষয়টা প্রথম, আর জনগণের জীবনযাত্রার বিষয়টিও আছে। তিনি বলেন, নতুন এমপ্লয়মেন্ট (কর্মসংস্থান) কম হচ্ছে। সেটা আমরা একনেকে ২-এর পাতায় দেখুন

স্টাফ রিপোর্টার : ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি তীব্রতর হতে থাকে। ৬ মার্চ সারাদেশে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়, যা পূর্ববর্তী কয়েকদিনে ঘটে যাওয়া সামরিক হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে এক বিশাল প্রতিবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, লেখক, শিল্পী, সাংবাদিকসহ সর্বস্তরের মানুষ এদিন রাস্তায় নেমে আসে এবং একাত্মতা প্রকাশ করে। এই উত্তাল সময়ে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এক বেতার ভাষণে পরিস্থিতির জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ২-এর পাতায় দেখুন

অধিকাংশ আইটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার অবনতি

স্টাফ রিপোর্টার : পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত অধিকাংশ আইটি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। তালিকাভুক্ত ১১টি আইটি কোম্পানির মধ্যে মুনাফায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে মাত্র তিনটির। আটটি কোম্পানির মুনাফার হার কমেছে। এর মধ্যে লোকসানে পড়েছে তিনটি প্রতিষ্ঠান। মুনাফায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ার পাশাপাশি পাঁচটি কোম্পানির সম্পদেও নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। একটি কোম্পানিতে দেখা দিয়েছে নগদ অর্থের সংকট। আর যে তিনটি কোম্পানির মুনাফায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে, তাদের সম্পদের পরিমাণও বেড়েছে। মুনাফায় নেতিবাচক প্রভাব পড়ার কারণ হিসেবে খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, আমদানিতে নেতিবাচক প্রবণতা রয়েছে। আবার আমদানি ব্যয়ও বেড়ে গেছে। ফলে প্রতিষ্ঠানের খরচ বেড়েছে। এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠানের ডিপো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে মানুষ খরচ বাঁচানোর জন্য কমিয়ে দিয়েছে কেনাকাটা। এসব কিছুর কারণে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে মুনাফায়। মুনাফায় প্রবৃদ্ধি হওয়া কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, স্বাভাবিক কার্যক্রমের পাশাপাশি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান ব্যবসা সম্প্রসারণ করেছে। অফিসের পাশাপাশি কেউ কেউ বাসা-বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ দিচ্ছেন। ফলে গ্রাহকের সংখ্যা বেড়েছে। আর গ্রাহকের সংখ্যা বাড়ায় বেড়েছে মুনাফা। নিয়ম অনুযায়ী, শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোকে প্রতি তিন মাস পরপর আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে হয়। এরই আলোকে তালিকাভুক্ত ১১টি আইটি কোম্পানি চলমান হিসাব বছরের প্রথম ছয় ২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান উপদেষ্টার আরও দুই বিশেষ সহকারী নিয়োগ

স্টাফ রিপোর্টার : শেখ মইনউদ্দিন ও ফয়েজ আহমেদ তৈয়বকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নতুন বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৫ মার্চ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়। জানা গেছে, শেখ মইনউদ্দিন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং ফয়েজ আহমেদ তৈয়ব ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব সামলাবেন। দায়িত্বে থাকাকালীন তারা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা, বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা পাবেন। এর আগে, প্রতিমন্ত্রী পদমর্যাদায় নিয়োগকৃত প্রধান উপদেষ্টার তিনজন বিশেষ সহকারীকে তিনটি মন্ত্রণালয়ের ২-এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে দেশের প্রত্ন সম্পদ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে দেশের প্রত্ন সম্পদ। ফলে প্রত্নতাত্ত্বিক সাইটগুলো থেকে প্রত্নসম্পদ চুরি ও পাচারের ঝুঁকি বেড়েছে। সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় গত কয়েক মাসে মূল্যবান পাথরের মূর্তিসহ বেশকিছু প্রত্নসম্পদউদ্ধার হয়েছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে যা উদ্ধার হয়েছে, পাচার হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষ করে আগস্টে বিগত সরকারের পতনের পর সীমান্ত কয়েকদিন পুরোপুরি অরক্ষিত থাকাকালে বাংলাদেশ থেকে প্রচুর প্রত্ন ও শিল্পসম্পদ পাচার হয়ে গেছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং প্রত্নতত্ত্ববিদদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দেশ থেকে প্রত্নসম্পদের পাশাপাশি দেশের মূল্যবান শিল্পসম্পদও পাচারের ঝুঁকিতে রয়েছে। বিগত সরকারঘনিষ্ঠ অভিজাতদের অনেকের বাড়ি থেকে প্রচুর শিল্পসম্পদ লুট হয়েছে। নানা হাত ঘুরে সেগুলো দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আর দুর্লভ ওসব প্রত্ন ও শিল্পসম্পদ একবার দেশের বাইরে চলে গেলে তা ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা নেই। সূত্র জানায়, গত আগস্ট থেকে পরের পাঁচ মাসে সীমান্তে অন্তত নয়টি মূল্যবান পাথরের মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে আগস্টে দুটি, সেপ্টেম্বরে একটি, অক্টোবরে চারটি, নভেম্বরে একটি ও ডিসেম্বরে একটি মূর্তি পাচারের সময় উদ্ধার করেছে বিজিবি। ওসব মূর্তির অধিকাংশই বেনাপোল, নওগাঁ ও পঞ্চগড় সীমান্ত সংলগ্ন এলাকা থেকে উদ্ধার হয়েছে। সর্বশেষ গত ৭ জানুয়ারি টাস্কফোর্সের অভিযানে পঞ্চগড়ের মীরগড়ের ডোকরাপাড়া থেকে সাড়ে ২৪ কেজি ওজনের মূল্যবান একটি কালো পাথর উদ্ধার করা হয়। তাছাড়া সম্প্রতি র‌্যাবের নীলফামারীর একটি আভিযানিক দল দিনাজপুরের বীরগঞ্জ থেকে একটি মূল্যবান পাথরের বিষ্ণুমূর্তি ২-এর পাতায় দেখুন

তারাবির নামাজে তাড়াহুড়ো করার বিধান কি ?

তারাবির নামাজ আদায়ে অতি মাত্রায় তাড়াহুড়ো করা এবং তারাবির নামাজ আদায়ে অবহেলা করা একটি শরিয়ত পরিপন্থী কাজ। যেমন, মুরগির ঠোকর দেয়ার মত করে নামাজ আদায় করা এবং তারাবির নামাজে কোরান খতম করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি কিরাত পড়া। শেখ জামাল উদ্দিন আল কাসেমি রহ. বলেন, মনে রাখতে হবে, তারাবির নামাজ রমজান মাসে অবশ্যই সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, অধিকাংশ মসজিদের ইমামদের ২-এর পাতায় দেখুন

রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী দুদিন রাতের তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। গতকাল বুধবার এমন পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আবহাওয়াবিদ ড. মুহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানিয়েছেন, মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারাদেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে ২-এর পাতায় দেখুন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারে অবৈধ-বেআইনী লেনদেন ও অনিয়মের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার বিক্ষোভ

মোঃ দুলাল আলী, ক্রাইম রিপোর্টার চাঁপাইনবাবগঞ্জঃ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারে বিভিন্ন অনিয়ম, দুর্নীতি, অবৈধ-বেআইনী লেনদেনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে ছাত্র-জনতা। বুধবার দুপুর ১২টার দিকে জেলা কারাগারের সামনে সাধারণ ছাত্র জনতার ব্যানারে এই বিক্ষোভ সমাবেশ ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তারা বলেন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারে জেল সুপার ও জেলারের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে একটি সিন্ডিকেট। কারাগারে সিট বানিজ্যসহ বিভিন্ন বন্দিদের কাছে আইনের দোহাই দিয়ে টাকা আদায় করা হচ্ছে। এর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কারা কর্তৃপক্ষের পকেটে যায়। অবিলম্বে এসব অবৈধ কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে। আগামী সাত দিনের মধ্যে সকল অনিয়ম-দুর্নীতি ও অবৈধ অর্থ লেনদেনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে কঠোর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারি দেন বক্তারা। বিক্ষোভ ও অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক আহমেদ ইমতিয়াজ পারভেজ, সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক নূরে আশিক তানভির, সদস্য সচিব মো. পারভেজ, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা মোতাসিন বিশ্বাস, নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের নেতা সাদ হোসেন মুজাহিদসহ অন্যরা।

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন-নিরাপদ করতে বিশেষ সভা রোববার

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল ফিতর উদযাপন উপলক্ষে সড়ক ও রেলপথে যাতায়াত নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্যে রোববার (৯ মার্চ) দুপুর ২টায় বিশেষ সভা ডাকা হয়েছে। বুধবার (৫ মার্চ) সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের বিআরটিএ সংস্থাপন শাখার সচিব মো. জসিম উদ্দিনের সই করা এক চিঠিতে বিষয়টি জানানো হয়। এতে বলা হয়, ঢাকার বিদ্যুৎ ভবনের বিজয় হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান সভাপতিত্ব করবেন। সভায় আরও উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী (প্রতিরক্ষা ও জাতীয় সংহতি উন্নয়ন বিষয়ক) লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) আব্দুল হাফিজ এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মো. খোদা বখস চৌধুরী। এছাড়া স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ২-এর পাতায় দেখুন

আজও শুকায়নি বন্যার ক্ষত

পুঁজি হারিয়ে ঋণে জর্জরিত দিশাহারা মাছচাষিরা

স্টাফ রিপোর্টার : স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার শত শত মৎস্যচাষি এখনো ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি। পুঁজি হারিয়ে তারা দিশাহারা। ২০২৪ সালের আগস্ট মাসে বন্যা কবলিত হওয়ার সাত মাস পার হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত সরকারি কোনো সহযোগিতা পাননি তারা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মিরসরাইয়ে গত বছরের আগস্ট মাসের ভয়াবহ বন্যায় মৎস্য খাতে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়। কিন্তু ওই ক্ষতি পুষিয়ে এখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেননি তারা। তাই অনেক মৎস্য চাষি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়েছেন। একদিকে বন্যায় ক্ষতি, অন্যদিকে ব্যাংকের ঋণের টাকা পরিশোধ করতে গিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়েছেন মাছচাষিরা। এমন বিপদে ব্যাংক সুদের টাকা মওকুফ না করায় মৎস্য চাষিরা আরও বেশি সমস্যায় পড়েছেন। মিরসরাই উপজেলার ওসমানপুর ইউনিয়নের মরগাং এলাকার মৎস্যচাষি মো. সেলিম। ২০০৭ সালে ব্যাংকে সাড়ে ৬ একর জমি জামানত দিয়ে ৭ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে মাছ চাষ শুরু করেন। শুরুতে ৩ একর প্রকল্প থাকলেও গত আগস্টের বন্যার আগে তার প্রকল্প গিয়ে ঠেকে ১১টিতে। ১৮০ একরের ১১টি মৎস্য প্রকল্পে প্রায় ৩০ কোটি টাকার বিক্রয়যোগ্য রুই, কাতল, তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, শিং, কালবাউসসহ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ছিল। কিন্তু বন্যায় ১২৫ একর প্রকল্পের মাছ পানিতে ভেসে গেছে। এতে তার ক্ষতি হয়েছে ২৫ কোটি ৫৫ লাখ টাকা। সেলিম উদ্দিন বলেন, মিরসরাইয়ের মুহুরী প্রজেক্টসহ এর আশপাশের এলাকায় শত শত মৎস্যচাষি রয়েছেন। মাছচাষের ওপর নির্ভর করে কয়েক হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে এই এলাকায়। আমার প্রকল্পে দিনে ও রাতে স্থায়ীভাবে কাজ করে ৪০ জন। যাদের প্রত্যেকের মাসিক ২-এর পাতায় দেখুন

ভারতে শেখ হাসিনার ৭ মাস, যেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসার ঠিক সাত মাস পূর্ণ হচ্ছে আজ। গত বছরের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একটি উড়োজাহাজে তাকে (ও তার বোন শেখ রেহানাকে) নিয়ে দিল্লির কাছে হিন্ডন বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। সে দিন থেকে বুধবার (৫ আগস্ট) পর্যন্ত তিনি একটানা ভারতেই রয়েছেন। মাঝে তার তৃতীয় কোনও দেশে যাওয়ার জল্পনা শোনা গেলেও তা আদৌ বাস্তবায়িত হয়নি এবং ২-এর পাতায় দেখুন

শিগগিরই আসছে ভ্যাট সংগ্রহের স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতি, রাজস্ব বাড়বে এক-চতুর্থাংশ

স্টাফ রিপোর্টার : মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট দেওয়ার যোগ্য, কিন্তু দেন না। কোনো না কোনো উপায় বের করে রাজস্ব দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। এমন ব্যবসায়ীদের ভ্যাট-জালের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। পাশাপাশি ভ্যাট আদায়ে ফাঁকি রোধে অটোমেশনে জোর দিয়েছে রাষ্ট্রীয় এ প্রতিষ্ঠান। এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন হলে আগামী বছর থেকেই ভ্যাট এক-চতুর্থাংশ বেড়ে যাবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা। এনবিআর সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বার্ষিক ৩০ লাখ টাকা টার্নওভার বা লেনদেন আছে, এমন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ইউনিটকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে চায় রাজস্ব আহরণের এ প্রতিষ্ঠান। গত ডিসেম্বর পর্যন্ত পাঁচ লাখের কিছু বেশি বিজনেস আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (বিন) ছিল। যার মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশই ভ্যাট আদায়সহ রিটার্ন দাখিল করে আসছে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্বে আসার পর ভ্যাট আদায় বাড়াতে নতুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে জোরদার কার্যক্রম শুরু করে। এরই মধ্যে বিন ছয় লাখে পৌঁছে গিয়েছে। মার্চ নাগাদ এ সংখ্যা আট লাখে পৌঁছে যাবে বলে আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা। সক্ষম ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধনের আওতায় আনার এ উদ্যোগকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ডিসিসিআই) সাবেক সভাপতি আশরাফ আহমেদ। তিনি বলেন, রাজস্ব বৃদ্ধিতে এনবিআরের ভালো উদ্যোগ এটি। ব্যবসা করতে হলে ব্যবসা রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠান করযোগ্য তারা কর দেবে, যারা করযোগ্য না তারা দেবে না। এদিকে ভ্যাট আদায়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অটোমেশনে জোর দিয়েছেন কর পেশাদাররা। তারা বলছেন, ভ্যাট আদায়ে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলো পেশাদারিত্বের সঙ্গে করতে হবে। তা না হলে উদ্যোগ উদ্যোগই থেকে যাবে, সরকারের ঘরে রাজস্ব উঠবে না। এজন্য পেশাদারিত্বের পাশাপাশি কার্যকর অটোমেশন করতে হবে। এ বিষয়ে এসএমএসি অ্যাডভাইজারি সার্ভিসেস লিমিটেডের পরিচালক স্নেহাশীষ বড়ুয়া বলেন, এনবিআরের নিবন্ধন কার্যক্রমের ফলে নিবন্ধিত ভ্যাট প্রদানকারীর সংখ্যা বাড়বে। কিন্তু ভ্যাট আদায় কি ২-এর পাতায় দেখুন

মোহাম্মদপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টে গ্রেপ্তার ১২

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মোহাম্মদপুরে অপারেশন ডেভিল হান্টের অংশ হিসেবে অভিযান চালিয়ে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ। মঙ্গলবার (৪ মার্চ) দিনব্যাপী অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। বুধবার (৫ মার্চ) দুপুরে মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) এ কে এম মেহেদী হাসান এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, মঙ্গলবার দিনব্যাপী মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ১২ জনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তারকৃতরা হলো, সজিব (২০), ইমরান (১৯), বিজয় (২০), নাদিম (২০), আহাদ (২২), রবিউল (২১), হৃদয় (১৯), সোহান (২৪), সাগর (১৯), আবদুল হাকিম (২২), মোরসালিন ২-এর পাতায় দেখুন

চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় 'অস্থির' লেবুর বাজার

স্টাফ রিপোর্টার : গত কয়েকদিনে অস্থির হয়ে উঠেছে লেবুর বাজার। পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ এই ফলের চাহিদা বেড়েছে। তবে চাহিদার তুলনায় বাজারে সরবরাহ কম। এতে অস্থিরতা বিরাজ করছে কাঁচাপণ্যের বাজারে। চায়ের পর লেবুর জন্য বিখ্যাত শ্রীমঙ্গল। রাজধানী ঢাকার কয়েকটি কাঁচাবাজারসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীমঙ্গলের লেবু সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে বেশি দাম দিয়েও পাওয়া যাচ্ছে না কাঙ্ক্ষিত লেবু। সোমবার দুপুরে শ্রীমঙ্গলের কাঁচাবাজার ঘুরে দেখা যায়, লেবুর সরবরাহ কম। খুচরা বিক্রেতারা শুধু সবুজ রঙের লেবুই নয়, আধাপাকা হলুদ রঙের লেবু নিয়েও বসেছেন। আর সেগুলো বিক্রি হয়ে যাচ্ছে স্বাভাবিকভাবেই। কোনো লেবুই আটকে থাকছে না। খুচরা বিক্রেতা লিটন মিয়া জানান, আমি আড়ত থেকে ৮০০ পিস লেবু কিনেছি সাত হাজার ২০০ টাকায়। প্রতি পিস লেবুর দাম পড়েছে নয় টাকা। তবে সব লেবু সমান নয়। উপরে যে আকারের লেবু আছে, নিচে এই আকারের লেবু নেই। উপরে মাঝারি আকারের, আর নিচে ছোট। ছোটটাও ১০ টাকায় বিক্রি করতে হবে। মাঝারি আকারের নয় টাকা দিয়ে কেনা লেবুও ১৫ ২-এর পাতায় দেখুন

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ৩৯ ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার পরিবারের নামে থাকা ৩৯টি ব্যাংক হিসাব ফ্রিজের (অবরুদ্ধ) আদেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার (০৫ মার্চ) দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন (গালিব) এ আদেশ দেন। এসব ব্যাংক হিসাবে ৫ কোটি ২৬ লাখ ৮৩ হাজার টাকা জমা রয়েছে বলে দুদকের প্রসিকিউশন শাখা সূত্রে জানা গেছে। দুদকের আবেদনে বলা হয়, সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগ ২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ০৬ মার্চ ২০২৫ ॥ ২১ ফাল্গুন ১৪৩১ বাংলা

বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের সম্ভাবনার বিষয়ে আশার সঞ্চার

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের জন্য সম্ভাবনার বিষয়ে আশার সঞ্চার হয়েছে। পোষাক তৈরির কাজের অর্ডার বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা ২০২৫ সালে প্রবৃদ্ধির গতি বজায় রাখবে। ক্রেতারা আস্থা ফিরে পাওয়ার প্রেক্ষিতে এবং দেশে তাদের সোর্সিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের সাথে সাথে প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত থাকবে বলে শিল্প সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। সরকারি তথ্য অনুসারে, ইইউ পোশাক আমদানি (জানুয়ারী-ডিসেম্বর ২০২৪) ১.৫৩% বৃদ্ধি (৳৯২.৫৬ বিলিয়ন) পেয়েছে। মোট আমদানির পরিমাণ ৮.৯৮% বৃদ্ধির ফলে গড় ইউনিট মূল্য ৬.৮৩% হ্রাস পেয়েছে। এই নিম্নগামী মূল্য বাংলাদেশ সহ প্রধান সোর্সিং দেশগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করেছে। বিগত ক্যালেন্ডার বছরের জানুয়ারি-ডিসেম্বর সময়কালে বাংলাদেশ থেকে ইইউতে পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ১৯.৭৭ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩ সালে ছিল ১৮.৮৫ বিলিয়ন ডলার। ইউরোস্ট্যাটের তথ্য অনুসারে, ইউরোপীয় ইউনিয়নে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি ২০২৪ সালে ৪.৮৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। রপ্তানির পরিমাণ ১০.১৮% বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পূর্ববর্তী অবস্থা থেকে উল্লেখযোগ্য পুনরুদ্ধারের প্রবণতা লক্ষ্যণীয়। তবে, ইউনিট মূল্যে ৪.৮৪% হ্রাস পেলেও পতনশীল মূল্যের কারণে লাভ বজায় রাখার চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। মূল্য সংযোজন পোশাকের উৎপাদন, শুল্কমুক্ত বাজারে প্রবেশাধিকার, কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা মান মেনে চলা এবং উৎপাদনকারী ও শ্রমিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা সহ রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য বৃদ্ধির ধারা বজায় রাখতে অবদান রেখেছে। এতে ক্রেতাদের আস্থা জোরদার হয়েছে, ব্যবসায়িক পরিবেশ উন্নত হয়েছে এবং রপ্তানি বাজারে একটি গুরুত্বপূর্ণ পক্ষ হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করেছে। সারা বছর ধরে ওঠানামা সত্ত্বেও, ২০২৪ সালের শেষ প্রান্তিকে ধীরগতিতে শুরু হওয়ার পর, বাংলাদেশ গত অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বরে উল্লেখযোগ্যভাবে বছর-ভিত্তিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। রপ্তানি বৃদ্ধি ও এই ইতিবাচক প্রবণতা বর্তমান প্রবৃদ্ধির গতিপথকে আরও শক্তিশালী করেছে। লক্ষ্যণীয় ৭-এর পাতায় দেখুন

ঢাবি থেকে নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ দেওয়ায় রাবি শিক্ষার্থীদের রেলপথ অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় ও প্রতিষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিয়োগ দেওয়া এবং দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বঞ্চিত করার প্রতিবাদে ও বিকেন্দ্রীকরণের দাবিতে রেলপথ অবরোধ করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ধূমকেতু ট্রেনটি সঠিক সময়ে রাজশাহীতে পৌঁছাতে পারবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে রেল কর্তৃপক্ষ। গতকাল বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেশন বাজার সংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী রেললাইন অবরোধ করেন তারা। এর আগে শিক্ষার্থীরা জোহা চত্বর থেকে মিছিল নিয়ে স্টেশন বাজারে আসেন। এ সময় শিক্ষার্থীরা 'ছাত্র-শিক্ষক এক হও, ঢাবি সিন্ডিকেট ভেঙে দাও, বিকেন্দ্রীকরণ বাংলাদেশ গড়ো', 'পেতে চাইলে মুক্তি, ছাড়ো ঢাবি ভক্তি', 'ঢাবিবাদ নিপাত যাক, বাংলাদেশ মুক্তি পাক', 'সিন্ডিকেট না মুক্তি? মুক্তি মুক্তি', 'ঢাকা না বাংলাদেশ? বাংলাদেশ, বাংলাদেশ' ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী ইউসুফ বলেন, 'রাষ্ট্রের উপদেষ্টা থেকে শুরু করে প্রশাসনের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরগুলোতে ঢাবিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। গতকাল? (গত মঙ্গলবার) দেখলাম অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সম্ভাব্য শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে প্রথমে রাবির ড. এম আমিনুল ইসলাম স্যারকে নিয়ে সংবাদ হলো। কিন্তু আবার কিছুক্ষণ পর দেখলাম সংবাদ পরিবর্তন হয়ে গেছে। রাবির স্থলে ঢাবির এক স্যারকে নিয়োগ দেওয়ার সংবাদ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ৭-এর পাতায় দেখুন

দেশ থেকেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি : শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব নিয়ে অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার) বলেন, আমি এমন শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি, যেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দেশের ভেতরেই তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে। এবং বাংলাদেশ থেকেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে। বুধবার (৫ মার্চ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদকে বিদায় এবং সিআর আবরারের যোগদান উপলক্ষে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। সি আর আবরার বলেন, আমি জীবনে কোনোদিন এ ধরনের পরিসরে এসে বসে... এই দিকে বসবো, এটা কিন্তু কখনোই ভাবা হয়নি। বিভিন্ন সময় আইন-নীতি পরিবর্তন করার বিষয়ে মন্ত্রী-সচিবদের সঙ্গে বসেছি। আমি শিক্ষকতার পাশাপাশি শ্রম অভিবাসন, শরণার্থী, বাস্তুচ্যুত মানুষ, ক্যাম্পে উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী- এ বিষয়গুলো নিয়ে মোটামুটি সক্রিয় নাগরিক হিসেবে কাজ করেছি। তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি, নিয়ম-কানুন মেনে, নৈতিকতা মেইনটেইন করে, জ্ঞাতসারে ক্লাস মিস করিনি। পরীক্ষার খাতা মোটামুটি সময়মতো জমা দিয়েছি। শিক্ষক হিসেবে যেসব প্রশাসনিক দায়িত্ব এসেছে সেগুলো পালনের চেষ্টা করেছি। 'আমি মনে করেছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে যে সুযোগ-সুবিধা আমি পেয়েছি, আমি সবসময় সে বিষয়ে সচেতন থাকার চেষ্টা করেছি। সেই দায়িত্ববোধ থেকে আমি বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি। সমাজ আমাকে দিয়েছে, এখন আমার সময় এসেছে যতটুকু সম্ভব সমাজকে দেওয়ার।' নতুন উপদেষ্টা আরও বলেন, এ ধরনের দায়িত্ব যে আমাকে নিতে হবে সেটা আমি বুঝিনি। গত চার-পাঁচ দিন আগে প্রধান উপদেষ্টা আমাকে ডেকে পাঠালেন, অন্য অনেক কথার পর উনি যখন বললেন, স্যার (ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ) এ দায়িত্ব আর পালন করতে চাচ্ছেন না। প্রধান উপদেষ্টা বললেন, আমি যেন এ দায়িত্বটা গ্রহণ করি। এতে আমি রীতিমতো অবাক হয়েছি। 'আমি বললাম, আমার তো এ ধরনের অভিজ্ঞতা নেই। তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) বললেন, ইউ কমিট ইয়োরসেলফ, তাহলে তুমি এটা পারবে। আমি মনে করি, এটা আমার জন্য একটা চমৎকার সুযোগ যে, এ ধরনের আস্থা তিনি আমার ওপরে রাখছেন।' তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন ধরনের নাজুক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। বড় ধরনের একটা পরিবর্তন হয়েছে। আমরা কিন্তু কখনোই ভাবিনি, আমাদের জীবদ্দশায় মুক্তভাবে কথা বলতে পারবো। কর্মকর্তাদের উদ্দেশে নতুন উপদেষ্টা বলেন, সমস্যা আছে সমস্যা থাকবে। আমি মনে করি আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের যে গুরু দায়িত্ব সেটা পালন করবো। আমরা জনগণের টাকায় বড় হয়েছি, সে কারণেই তাদের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ববোধ আছে। সেই দায়িত্ব আমাদের যোগ্যতা, নিষ্ঠা ও ইনটিগ্রিটি নিয়ে পালন করতে হবে। 'আমি মনে করি শিক্ষা হচ্ছে বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। আমি এমন এক শিক্ষাব্যবস্থার ৭-এর পাতায় দেখুন

লিগ্যাল এইড-এর হটলাইন কলসেন্টারে ১৮৩৭৩৬ জন বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান সংস্থার (লিগ্যাল এইড) নির্ধারিত হটলাইন কলসেন্টার ১৬৪৩০ নম্বরে (টোল ফ্রি) ১ লাখ ৮৩ হাজার ৭৩৬ জন বিনামূল্যে আইনি সহায়তা পেয়েছেন। জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে ২০২৫ সালের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত লিগ্যাল এইড-এর মাধ্যমে আইনি সহায়তার বিস্তারিত তথ্য এ প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এতে আরো বলা হয়, জাতীয় হেল্পলাইন সৃষ্টির আগে হটলাইনের মাধ্যমে ১৭ হাজার ৩২৮ জনকে সরকারি ৭-এর পাতায় দেখুন

এইচএসসির ফরম পূরণ

১৫ লাখ পরীক্ষার্থীকে জিম্মি করে ৬ মাসের অগ্রিম বেতন আদায়

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু হবে আগামী ২৬ জুন। পরীক্ষায় অংশ নিতে নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এখন ফরম পূরণে ব্যস্ত। কিন্তু শিক্ষাবোর্ডের 'দায়সারা' বিজ্ঞপ্তিকে ঢাল বানিয়ে তাদের কাছ থেকে সাত মাসের বেতনের টাকা একসঙ্গে আদায় করা হচ্ছে। অল্প সময়ে অনেকে একসঙ্গে এত টাকা জোগাড় করতেও চরম বিপাকে পড়েছেন। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারগুলো সন্তানের ফরম পূরণের সঙ্গে অগ্রিম বেতন পরিশোধে হিমশিম খাচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষের এমন আবদারে ক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। তারা বলছেন, এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর পরও কলেজ থেকে কেন মাসিক বেতন চাওয়া হচ্ছে, তার কারণ বুঝতে পারছেন না তারা। সেটাও একমাসের নয়, তিন মাসের বাড়তি বেতন নেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সাত মাসের বেতনের টাকা একসঙ্গে অগ্রিম আদায় করা হচ্ছে। অগ্রিম বেতন পরিশোধ না করলে আটকে দেওয়া হচ্ছে ফরম পূরণ। এতে চরম আর্থিক চাপে পড়েছেন তারা। ফরম পূরণে বাড়তি ও অগ্রিম বেতনের টাকা নেওয়া বন্ধে সরকার তথা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদক্ষেপ চান শিক্ষার্থী-অভিভাবকরা। ২০২৩ সালে এসএসসি পরীক্ষায় পাস করেন প্রায় সাড়ে ১৬ লাখ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে প্রায় ১৬ লাখ শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হন। সব শিক্ষাবর্ষে কিছু শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। সেসব বাদ দিয়ে প্রায় ১৫ লাখ শিক্ষার্থী এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেন বলে জানিয়েছে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি। ফলে ১৫ লাখ এইচএসসি পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে ফরম পূরণের সময় আদায় করা হচ্ছে অগ্রিম বেতন। জানা যায়, ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষে একাদশে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীরাই এবার ৭-এর পাতায় দেখুন

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার আনিসুল-শাজাহানসহ ১৬ জন

স্টাফ রিপোর্টার : বিভিন্ন হত্যা মামলায় সাবেক আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, সাবেক নৌমন্ত্রী শাজাহান খান, সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী তাজুল ইসলামসহ ১৬ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার (৫ মার্চ) ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত এসব আদেশ দেন। গতকাল বুধবার সকালে তাদের কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। পরে পুলিশের পক্ষ থেকে শাজাহানসহ অন্যদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। আদালত তাদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। তাদের কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। কারাগারে পাঠানো অপর আসামিরা হলেনড়পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আলমামুন, সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহম্মেদ ৭-এর পাতায় দেখুন

শিক্ষকদের অভুক্ত রেখে নতুন বাংলাদেশ সম্ভব নয়: রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ বলেছেন, শিক্ষক-কর্মচারীরা এ রমজান মাসে রাজপথে থেকে বেতন-ভাতার জন্য আন্দোলন করবে এটা আমরা প্রধান উপদেষ্টা ও শিক্ষা উপদেষ্টার কাছে আশা করি না। জাতি গড়ার কারিগর শিক্ষক সমাজকে অভুক্ত রেখে, অবহেলা করে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। বুধবার (৫ মার্চ) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এমপিওভুক্তির দাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের অবস্থান কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।এ সময় তিনি বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পাওয়ার ২০-২৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে ননএমপিও থাকবে, প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত হবে না, শিক্ষক-কর্মচারীরা সরকারি বেতন-ভাতা পাবেন না তা হতে পারে না। এ অবস্থান কর্মসূচি থেকে আমি বিএনপির পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টা এবং শিক্ষা উপদেষ্টাকে অনুরোধ করছি অনতিবিলম্বে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব ননএমপিও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। আমি শিক্ষকদের যৌক্তিক দাবির প্রতি সংহতি প্রকাশ করছি।

নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতেই হবে: এ্যানি

লক্ষ্মীপুর প্রতিনিধি : বিএনপির যুগ্ম-মহাসচিব শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেছেন, আওয়ামী লীগের আমলের অবৈধ অস্ত্র আর ৫ আগস্ট থানা থেকে লুট হওয়া সব অস্ত্র এখন সন্ত্রাসীদের কাছে। ওই আওয়ামী দোসর ও তাদের সঙ্গীরা এই অস্ত্র নিয়ে এখন সমাজে অপকর্ম করছে। সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে অস্ত্র উদ্ধার করে সমাজের অস্থিরতা দূর করতে হবে। তিনি বলেন, সংস্কার চলবে, নির্বাচনও হবে। অস্ত্র উদ্ধার তার আগেই করতে হবে। এই অস্ত্র দিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

৫ মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বহুলাংশে কমেছে

স্টাফ রিপোর্টার : পাঁচ মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বহুলাংশে কমেছে বলে জানিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং/ফাইল ছবি গত পাঁচ মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বহুলাংশে কমেছে। একইভাবে গত বছরের রমজানের তুলনায় এ বছর বেশির ভাগ পণ্যের দাম কমেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের তালিকায় রয়েছে চাল, গম, ডাল, মুরগি, ডিম, মাছ, সয়াবিন, পামওয়েল, চিনি, লবণ, আলু, টমেটো, মরিচ, পেঁয়াজ, আদা, রসুন ও হলুদ। প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সচিব জানান, ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত মুদি দোকান ও মুরগির মার্কেট থেকে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) সংগ্রহীত তথ্যে এ পরিসংখ্যান উঠে এসেছে। পরিসংখ্যান তুলে ধরে তিনি জানান, গত বছরের নভেম্বরের তুলনায় মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন প্রকার চাল (নাজিরশাইল, মিনিকেট, ৭-এর পাতায় দেখুন

ধান রোপণের জন্য চাষ দেওয়া জমিতে পানি দেওয়ায় পর পোকামাকড় ভেসে উঠেছে। সেগুলো খেতে জড়ো হয়েছে একঝাঁক সাদা বক। হাজার বিঘা, চর মাধবদিয়া, ফরিদপুর।

রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টা ৩৬ মিনিট ২৯ সেকেন্ডে এই কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫ দশমিক ৬। তবে, উৎপত্তিস্থল মিয়ানমার ও ভারতের সীমান্তবর্তী এলাকায় হওয়ায় বাংলাদেশে কম্পনের মাত্রা কম অনুভূত হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। আবহাওয়া অধিদপ্তরের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণাকেন্দ্রের এক কর্মকর্তা বলেন, এটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প ছিল। বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে ৪৪৯ কিলোমিটার দূরে ভারত ও মিয়ানমার সীমান্তে এর উৎসস্থল। তাৎক্ষণিকভাবে দেশের কোথাও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি এ ভূমিকম্পে। তবে, আশঙ্কাজনক ব্যাপার, এ নিয়ে গত ১০ দিনে চারবার দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হলো।

শিবগঞ্জে সড়ক দুর্ঘটনায় লাইফ ইন্সুইরেন্স কর্মী নিহত

মোঃ শহিদুল ইসলাম রনি ষ্ট্যাফ রিপোর্টার : চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জে ট্রলি চাপায় মাসুদ রানা (২৮) নামে এক লাইফ ইন্সুরেন্স কর্মী নিহত হয়েছে। নিহত ব্যক্তি উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের রানীনগর গ্রামের মৃত আয়নাল হকের ছেলে। বুধবার সকালে উপজেলার মনাকষা ইউনিয়নের বনকুল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

শিবগঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, সকাল ১০টার দিকে মোটরসাইকেলযোগে মনাকষা থেকে শিবগঞ্জ বাজার যাচ্ছিলেন মাসুদ রানা। এ সময় বনকুল মোড়ে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রলি তাকে চাপা দেয়। এতে গুরুত্বর আহত হন তিনি। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। শিবগঞ্জ থানার ওসি গোলাম কিবরিয়া জানান, খবর পেয়ে পুলিশ নিহতের মরদেহ উদ্ধার করেছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

তল্লাশির নামে গুলশানে বাসায় ভাঙচুর-লুটপাটের চেষ্টা, আটক ৩

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমামের ছেলে তানভীর ইমামের সাবেক স্ত্রীর গুলশানের বাসায় তল্লাশির নামে তছনছ, ভাঙচুর ও লুটপাটের চেষ্টার ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। আটকরা হলেন, শাকিল খন্দকার (২৪), জুয়েল খন্দকার (৪৮) এবং শাকিল আহমেদ (২৮)। এদের মধ্যে জুয়েল খন্দকার ও শাকিল খন্দকার সম্পর্কে পিতা-পুত্র। বুধবার (৫ মার্চ) পুলিশের বরাত দিয়ে প্রধান উপদেষ্টার ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, গুলশানের ওই বাসায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ অর্থ, অস্ত্র ও আওয়ামী লীগের দোসরদের লুকিয়ে রাখা হয়েছে- এমন তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার মধ্যরাতে দরজা ভেঙে তল্লাশির নামে ২০-২৫ জন ব্যক্তি ঢুকে পড়েন। তারা তল্লাশির ৭-এর পাতায় দেখুন

সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্রের আবেদন না নেওয়ায় বিএমইটিতে হট্টগোল

স্টাফ রিপোর্টার : সৌদি আরবসহ বিভিন্ন দেশের বহির্গমন ছাড়পত্রের আবেদন সরাসরি না নেওয়ায় জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো বিএমইটিতে আন্দোলন করেছে রিক্রুটিং এজেন্সিদের সংগঠন বায়রার সদস্যরা। এ সময় বিএমইটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের হট্টগোল, বাকবিতণ্ডা ও ধাক্কাধাক্কি হয়। গতকাল বুধবার কাকরাইলের বিএমইটির প্রধান কার্যালয়ের নিচে এই ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলামের নেতৃত্বে এজেন্সির প্রায় ৩০ জন সদস্য বিএমইটি মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফরের দফতরে আলোচনায় বসেছেন। এ সময় বায়রার সাবেক যুগ্ম মহাসচিব ফখরুল ইসলাম বলেন, বিএমইটি ক্লিয়ারেন্সে নিয়ে বারবার সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আজও কোনো ফাইল জমা নেয়নি। হঠাৎ করে সব ফাইল অনলাইনে জমা দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে, ম্যানুয়ালি ৭-এর পাতায় দেখুন

২১ এপ্রিল থেকে ঢাকা-রিয়াদ রুটে ইউএস-বাংলার ফ্লাইট

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের উড়োজাহাজ সেবা সংস্থা ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে সরাসরি ফ্লাইট শুরু করতে যাচ্ছে। আগামী ২১ এপ্রিল থেকে সপ্তাহে ৫ দিন ঢাকা থেকে রিয়াদে যাবে ইউএস-বাংলার ফ্লাইট। ৪৩৬ আসনের এয়ারবাস এ৩৩০-৩০০ উড়োজাহাজ দিয়ে এই রুটে সেবা দেবে এ কোম্পানি। বুধবার (৫ মার্চ) থেকে এই রুটের টিকেট বিক্রিও শুরু হয়েছে বলে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে এয়ারলাইন্সটি। ঢাকা থেকে সোম, মঙ্গল, বুধ, শুক্র ও রোববার দুপুর ১টা ৩৫ মিনিটে রিয়াদের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাবে ইউএস-বাংলার ফ্লাইট। রিয়াদে পৌঁছাবে স্থানীয় সময় বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে। আর রিয়াদ থেকে সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাবে পরদিন ভোর ৪টায়। ঢাকা থেকে রিয়াদের নূন্যতম ভাড়া ট্যাক্স ও সারচার্জসহ ওয়ানওয়ে ৫৪ হাজার ৬৫ টাকা এবং রিটার্ন ভাড়া ৮১ হাজার ৯৯৮ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া রিয়াদ থেকে ঢাকায় ওয়ানওয়ে নূন্যতম ভাড়া ৮৪৬ সৌদি রিয়েল এবং রিটার্ন ভাড়া ১ হাজার ৪৫৮ সৌদি রিয়েল। ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স বলছে, দীর্ঘ প্রতিক্ষার অবসান ঘটিয়ে সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রত্যাশাকে পূর্ণতা দিতেই ঢাকা থেকে রিয়াদে সরাসরি ফ্লাইট শুরু করতে যাচ্ছে তারা। এছাড়া রেমিট্যান্স যোদ্ধারা যেন সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যে কোনো গন্তব্যে স্বল্প সময়ে যেতে পারেন, সে ব্যাপারে ৭-এর পাতায় দেখুন

সাবেক বিচারপতি মানিক আবারও রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে রাজধানীর গুলশান থানধীন শিক্ষার্থী হত্যা মামলায় সাবেক বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিকের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এর আগে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার ৭ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী রিমান্ড বাতিল চেয়ে আবেদন করে। রাষ্ট্রপক্ষ রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করে। শুনানি শেষে বিচারক ২ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। গত বছরের ২৪ আগস্ট সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে পালানোর সময় বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে বিভিন্ন হত্যা মামলায় বিভিন্ন মেয়াদে রিমান্ড ভোগ করেন তিনি। মামলার সূত্রে জানা যায়, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন চলাকালে ৭-এর পাতায় দেখুন

স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড প্রতি ভরি ১৫১৯০০ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : স্বর্ণের দামে আবার নতুন রেকর্ড। স্থানীয় বাজারে তেজাবী স্বর্ণের (পাকা স্বর্ণ) দাম বাড়ায় চারদিনের ব্যবধানে আবার স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়েছে? সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের এক ভরি (১১.৬৬৪ গ্রাম) স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ৫৫৭ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৫১ হাজার ৯০০ টাকা। যা দেশের ইতিহাসে নতুন রেকর্ড করেছে। বুধবার (০৫ মার্চ) থেকে নতুন দাম কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাজুস)। এর আগে টানা গত ২৪, ২৮ ফেব্রুয়ারি ও ০২ মার্চ তিনবার স্বর্ণের দাম কমানো হয়। তার আগে টানা ৮ বার গত ২, ৬, ১১, ১৮ ও ২১ ফেব্রুয়ারি এবং ১৬, ২৩ ও ৩০ জানুয়ারি স্বর্ণের দাম বাড়ানো হয়। এখন পর্যন্ত ভালো মানের ১ ভরি স্বর্ণের সর্বোচ্চ দাম ছিল ১ লাখ ৫০ হাজার ৯৬৭ টাকা। আজ সেই রেকর্ড ভেঙে নতুন রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে, নতুন করে দাম বাড়ানোর ফলে স্বর্ণের প্রতিভরির দাম ১ লাখ ৫১ হাজার ৯০০ টাকা হয়েছে। মঙ্গলবার (০৪ মার্চ) বাজুস স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটি বৈঠক করে এ দাম নির্ধারণ করেছে। পরে স্ট্যান্ডিং কমিটি অন প্রাইসিং অ্যান্ড প্রাইস মনিটরিং কমিটির চেয়ারম্যান মাসুদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। নতুন দাম অনুযায়ী, সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ৫৫৭ টাকা বাড়িয়ে নির্ধারণ করা হয়েছে ১ লাখ ৫১ হাজার ৯০০ টাকা। ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ৩৯৪ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৯৯৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৯০৫ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ২৪ হাজার ২৮০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৪৮৫ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ২ হাজার ৩৭৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এদিকে স্বর্ণের দাম বাড়ানো হলেও অপরিবর্তিত রয়েছে রুপার দাম। ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৫৭৮ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ২ হাজার ৪৪৯ টাকা, ১৮ ৭-এর পাতায় দেখুন

যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো উপায়ে গ্রিনল্যান্ড দখল করবে: ট্রাম্প

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো উপায়ে ডেনমার্কের অধীনে থাকা গ্রিনল্যান্ড দখল করবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। স্থানীয় সময় মঙ্গলবার (৪ মার্চ) মার্কিন কংগ্রেসের একটি যৌথ অধিবেশনে এ ঘোষণা দেন তিনি। খবর রয়টার্সের। কংগ্রেসে যৌথ অধিবেশনের ওই ভাষণে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা, এমনকি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার জন্য আমাদের গ্রিনল্যান্ড প্রয়োজন। ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

রাতের তাপমাত্রা কমতে পারে

পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। শুক্রবার সকাল থেকে শনিবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে। বর্ধিত পাঁচ দিনের আবহাওয়ায় দিন ও রাতের তাপমাত্রা তাপমাত্রা আরও বাড়তে পারে।

ভারতে শেখ হাসিনার ৭ মাস, যেসব

গত সাত মাস ধরে ভারতই এখন তার ঠিকানা। শেখ হাসিনাকে ভারত সরকার যেরকম কঠোর গোপনীয়তা ও সুরক্ষা বলয়ে ঘিরে রেখেছে, তা প্রায় নজিরবিহীন। লক্ষণীয় হলো, তিনি ঠিক কোথায় আছেন বা কীভাবে আছেন, তা নিয়ে দিল্লির পক্ষ থেকে এখনও একটি শব্দও জানানো হয়নি। দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যমে এর মাঝে নানা জল্পনার খবর প্রকাশিত হলেও তার একটিও কিন্তু নিশ্চিত করা যায়নি। ফলে ভারতে শেখ হাসিনার অবস্থানকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে একটা তীব্র রহস্যের ঘেরাটোপ। এদিকে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনাকে ঘিরে বাংলাদেশে যেমন, তেমনই তার আশ্রয়দাতা দেশ ভারতেও আগ্রহ কিন্তু তুঙ্গে। বাংলাদেশে তো বটেই, ভারতেও গত বেশ কয়েক মাস ধরেই 'শেখ হাসিনা' নিয়মিতভাবে গুগলের টপ সার্চগুলোতে বা সোশ্যাল মিডিয়ার টপ ট্রেন্ডিংয়ে জায়গা করে নিচ্ছেন। শেখ হাসিনার খবর জানার জন্য ঔৎসুক্যে এখনও এতটুকুও ভাটা পড়েনি।
এরই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ হাসিনাকে ঘিরে এই মুহূর্তে যেসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, তার কতটুকু উত্তর আমাদের জানা এই প্রতিবেদনে সে দিকেই নজর দেওয়া হয়েছে। শেখ হাসিনার ছবি বা ভিডিও কেন দেখতে পাওয়া যাবে?
সাত মাস আগে ভারতে পা দেওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত শেখ হাসিনার কোনও ছবি বা ভিডিও প্রকাশ্যে আসেনি। সরকারিভাবে তো নয়ই, এমনকি সোশ্যাল মিডিয়াতেও নয়। অর্থাৎ সাংবাদিক বা ভারতের সাধারণ নাগরিক, কেউই এক ঝলকের জন্যও তার নাগাল পাননি। তবে এর মাঝে তিনি বেশ কয়েকবার ফেসবুকে এসে দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশে লাইভ ভাষণ দিয়েছেন এবং সেগুলো রীতিমতো আগেভাগে ঘোষণা করেই করা হয়েছে।
তবে এসব ভাষণই ছিল অডিও আকারে, ফেসবুকে কোনও লাইভ ভিডিও তিনি এখনও দেননি। এছাড়া তার বহু কল রেকর্ডের অডিও-ও ফাঁস হয়েছে।
যদিও এসব ভাষণের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই বলে ভারত সরকার দাবি করেছে। দিল্লিতে পর্যবেক্ষকরা সবাই একমত যে, ভারত 'অনুমতি' দিয়েছে বলেই তার পক্ষে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এসব ভাষণ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। হোস্ট কান্ট্রি ভারত না চাইলে শেখ হাসিনা কখনোই এভাবে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারতেন না। এরকমই একজন বিশ্লেষক বলছিলেন, 'ভারতে বসেও যে তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় আছেন এবং দলের কর্মী-সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এই বার্তাটা দিতেই শেখ হাসিনার স্পিচ বা টেলিফোন কলগুলো অ্যালাউ করা হচ্ছে। তবে ভারত মনে করছে এর জন্য আপাতত লাইভ অডিওটুকুই যথেষ্ট, ছবি বা ভিডিও-র কোনও প্রয়োজন নেই।' 'তবে কিছুদিন বাদে যদি ভারত মনে করে, তিনি লাইভ ভিডিওতে ভাষণ দিলেও কোনও অসুবিধা নেই এবং তাকে সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে সরাসরি দেখতে পাই, তাহলে আমি অন্তত অবাক হবো না', বলছিলেন তিনি। শেখ হাসিনাকে ভারতে ঠিক কোথায় রাখা হয়েছে? ভারতে শেখ হাসিনার 'লোকেশন' কী, তা নিয়ে গুজব ও জল্পনার যেন কোনও শেষ নেই। হিন্ডন বিমান ঘাঁটিতে এসে নামার পর তাকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে ভারতের কোনও আধাসামরিক বাহিনীর 'সেফ হাউস' বা গোপন অতিথি নিবাসে রাখা হয় বলে জানা গিয়েছিল। এরপর বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে তার অবস্থান নিয়ে নানা রকম রিপোর্ট বেরিয়েছে। ভারতের 'দ্য প্রিন্ট' পোর্টাল যেমন জানিয়েছে, রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র ল্যুটিয়েন্স দিল্লির কোনও বাংলোতেই কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে তার থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কোথাও আবার লেখা হয়েছে তিনি রয়েছেন মীরাট ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে কোনও অতিথি নিবাসে। শেখ হাসিনার মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল যেহেতু বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (হু) আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দিল্লিতেই কর্মরত, একটা সময় এমনও জল্পনা তৈরি হয়েছিল যে, মা ও মেয়ে বোধহয় এক শহরে এক সঙ্গেই রয়েছেন। তবে এই পরিস্থিতিতে সেটা সম্ভব নয় একাধিক কারণে। ভারত সরকার তাদের অতিথির 'লোকেশন' নিয়ে আজ পর্যন্ত সরকারিভাবে কিছুই জানায়নি। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন শীর্ষ কর্মকর্তা অবশ্য বাংলা ট্রিবিউনকে বলেছেন, 'ওনার সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে যে জায়গাটি উপযুক্ত মনে করা হচ্ছে, সেখানেই তাকে রাখা হচ্ছে।' 'হতে পারে তাকে বেশিদিন এক জায়গায় রাখা হচ্ছে না, আবার হতে পারে প্রথম থেকেই তিনি একটি ঠিকানাতেই আছেন। কিন্তু এর চেয়ে বেশি কিছু বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় সঙ্গ কারণেই', জানান তিনি।
শেখ হাসিনাকে কি ভারত রাজনৈতিক আশ্রয় দেবে? অতীতে ভারত তিব্বতি ধর্মগুরু দালাই লামা কিংবা আফগান প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাজিবুল্লার পরিবারের সদস্যরা-সহ বিদেশের অনেককেই রাজনৈতিক আশ্রয় (পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম) দিয়েছে এবং তারা বছরের পর বছর ধরে ভারতেই রয়ে গেছেন। শেখ হাসিনাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়ার প্রশ্নে যদিও এদেশে একটা সার্বিক রাজনৈতিক ঐকমত্য আছে, অর্থাৎ শাসক ও বিরোধীপক্ষ উভয়েই এই প্রশ্নে সহমত। তারপরেও কিন্তু তাকে এখনই রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়ার কথা ভাবা হয়নি। এর সহজ কারণ, ভারত মনে করছে তাকে এখনই অ্যাসাইলাম দেওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়েনি। সাউথ ব্লকের একটি সূত্রের কথায়, 'তিনি ভারতের সম্মানিত অতিথি হিসেবে এ দেশে আছেন এবং সেভাবেই তিনি যতদিন খুশি এদেশে থেকে যেতে পারেন, তাতে অসুবিধার বিন্দুমাত্র কিছু নেই। তা ছাড়া তিনি কিন্তু অ্যাসাইলামের জন্য কোনও আবেদনও করেননি।' ভারতে বিশ্লেষকরা কেউ কেউ মনে করছেন, ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে 'পলিটিক্যাল অ্যাসাইলাম' দিলে এমন একটা ধারণা তৈরি হতে পারে যে, শেখ হাসিনা হয়তো বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নিয়ে পাকাপাকিভাবে ভারতেই থিতু হচ্ছেন। এমন কোনও ধারণা ভারত তৈরি করতে চায় না বলেই সম্ভবত অ্যাসাইলাম দেওয়ার কথা এখন ভাবাও হচ্ছে না। তবে পরে পরিস্থিতিতে কোনও পরিবর্তন হলে অ্যাসাইলাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে এক মুহূর্তও দেরি লাগবে না, সেটাও তারা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধে ভারত কী সাড়া দেবে? এই জটিল প্রশ্নটির এক কথায় খুব সহজ ও সংক্ষিপ্ত উত্তর হল না। শেখ হাসিনাকে বিচারের জন্য যাতে বাংলাদেশের হাতে তুলে দেওয়া হয়, সেই অনুরোধ একটি নোট ভার্বালের আকারে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল প্রায় আড়াই মাস আগে। সেই চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা হলেও ভারত কিন্তু আজ পর্যন্ত তার কোনও জবাব দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করেনি। ভারতের সাবেক কূটনীতিকদের কারও কারও মতে, বাংলাদেশের অনুরোধে 'সিরিয়াসনেস'এর বেশ অভাব আছে। মানে তারা বলতে চাইছেন, যথেষ্ট আঁটঘাট বেঁধে ও সদিচ্ছা নিয়ে অনুরোধটি জানানো হয়নি। ভারতের কর্মকর্তারা অনানুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন, যেসব অভিযোগ বা মামলার ভিত্তিতে শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশ ফেরত চাইছে, সেগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। তা ছাড়া শেখ হাসিনাকে যদি বিচারের জন্য ফেরত পাঠানো হয়, তাহলে তিনি সে দেশে সুষ্ঠু ও ন্যায় বিচার পাবেন, এটাও বাংলাদেশ নিশ্চিত করতে পারেনি বলে ভারত মনে করছে। ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তিতে এমন বেশ কিছু বিধান আছে, যেগুলোর ভিত্তিতে উপরোক্ত যুক্তিগুলোর আলোকে কাউকে ফেরানোর অনুরোধ অনায়াসে নাকচ করা যেতে পারে। শেখ হাসিনার ক্ষেত্রেও ভারত একই পথে হাঁটবে বলেই স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অথবা নানা অজুহাতে দিনের পর দিন বাংলাদেশের অনুরোধ ফেলে রাখা হবে, কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হবে না! এই দফায় ভারতে কিভাবে দিন কাটছে শেখ হাসিনার? ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর তার কন্যা শেখ হাসিনাকে যখন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লিতে সপরিবার আশ্রয় দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে এবারের পরিস্থিতির কিন্তু অনেক ফারাক আছে। সেবার '৭৫ থেকে '৮১ প্রায় সাড়ে ৫ বছর ভারতে কাটিয়েছিলেন শেখ হাসিনা ও তার পরিবার। কিন্তু তার গতিবিধির ওপর তখন তেমন কোনও বিধিনিষেধ ছিল না, এমনকি সে সময় শেখ হাসিনা দিল্লিতে ভারতের রাষ্ট্রীয় রেডিও সংস্থা 'আকাশবাণী'র বাংলা বিভাগে কাজও করতেন। তার স্বামী বিজ্ঞানী ওয়াজেদ মিয়াও সাময়িকভাবে যুক্ত ছিলেন ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনে। তবে সে সময় তিনি ছিলেন শুধুই শেখ মুজিবের কন্যা আর এখন তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী, তাও প্রায় দীর্ঘ ২১ বছরের। তিনি শুধু ভিভিআইপি-ই নন, তার জীবনের ওপরও ঝুঁকি থাকতে পারে বলে ভারত মনে করছে। ফলে তার এবারের ভারতবাস নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তায় মুড়ে রাখা হয়েছে, প্রতিটি পদক্ষেপ ঘিরে থাকছে চরম গোপনীয়তা। বাইরে স্বাভাবিকভাবে বেরোনো বা সামাজিক মেলামেশার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। এছাড়া ভারতে কোনও বিদেশি নেতানেত্রী অতিথি হয়ে থাকতে এলে তাদের জন্য যে রকম 'ডিব্রিফিং সেসন' করা হয়, শেখ হাসিনাকেও সেরকম রুটিনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। এরকম কয়েকটি সেসনে ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল নিজে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন বলেও নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা যাচ্ছে। এছাড়া তিনি দিল্লিতে আগে থেকে চিনতেন বা যাদের সঙ্গে পারিবারিক বন্ধুত্ব আছে, এমন হাতেগোনা কারও কারও সঙ্গেও তার দেখা করিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে বাংলা ট্রিবিউন জানতে পেরেছে। এটার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, যাতে বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসেও তিনি মানসিকভাবে চাঙ্গা থাকতে পারেন এবং স্বাভাবিক কথাবার্তা বলে হালকা হতে পারেন।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর

উদ্ধার করে আর ১৩ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁওয়ের রাণীশংকৈল উপজেলায় উদ্ধার হয় মূল্যবান কালো পাথরের আরেকটি বিষ্ণুমূর্তি। সূত্র আরো জানায়, প্রত্নসম্পদ পাচারের ঘটনাগুলো এ মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে সবচেয়ে বেশি ঘটছে। বিশেষ করে দিনাজপুর ও আশপাশের জেলাগুলোর সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে প্রচুর প্রত্নসম্পদ পাচার হচ্ছে। ওই অঞ্চলের কয়েকটি জেলায় প্রাচীন আমলে বিভিন্ন সময়ে নানা জনপদ গড়ে উঠেছে। ওসব এলাকা প্রত্নসম্পদেও বেশ সমৃদ্ধ। আবার জেলাগুলোর সঙ্গে ভারতের বিস্তৃত সীমান্ত এলাকার বড় একটি অংশ অরক্ষিত। যে কারণে প্রত্নবস্তু পাচারকারীরা ওই অঞ্চলে এখন বেশি সক্রিয়। সেখান দিয়ে পাচার হওয়া প্রত্ন নিদর্শনগুলো সীমান্তের ওপারে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট এলাকায় গিয়ে জমা হয়। ওই এলাকাটিও প্রাচীন নিদর্শনের জন্য বিখ্যাত। সেখানে বেশকিছু বিহার রয়েছে। ফলে সেখান দিয়ে পাচার করা তুলনামূলক সহজ। এদিকে প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের মতে, আইন যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত না হওয়া দেশের প্রত্নসম্পদ সুরক্ষার পথে বড় বাধা। বর্তমান পরিস্থিতিতে ওই ঝুঁকি অনেকখানি বেড়ে গেছে। এদেশে দুইভাবে প্রত্নসম্পদ বা নিদর্শন সংরক্ষণ করা হয়। সরকারিভাবে ও কমিউনিটি ভিত্তিতে। সরকারি তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন জাদুঘর, বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ট্রেজারিগুলোতে বিভিন্ন প্রত্ননিদর্শন সংরক্ষিত ও সুরক্ষিত থাকে। আর কিছু নিদর্শন ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে যেমন বিভিন্ন উপাসনালয়, জমিদারবাড়ি, গ্রন্থাগার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এর অনেক নিদর্শনই নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়েছে। আবার প্রত্নসম্পদ নিদর্শন সংরক্ষণে যে আইন করা হয়েছে, সেখানেও এগুলোর সুরক্ষায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ভূমিকাকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত বা সুস্পষ্ট করা হয়নি। প্রত্নসম্পদ নিদর্শন সংরক্ষণ আইনের যুগোপযোগী পরিবর্তন-পরিবর্ধন না হওয়ার কারণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী অনেক সময় ওসব বিষয়ে উদাসীন হয়ে থাকেন। বিভিন্ন প্রাচীন স্থাপনা, শিল্পকলা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মুদ্রা, শিলালিপি, তাম্রশাসন, মৃৎপাত্র, পাথরের গুটিকা থালা, পোড়ামাটির ফলক, প্যানেল ও মূর্তি আমাদের জাতীয় পরিচিতির নিদর্শন। এগুলো আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সাক্ষী। অন্যদিকে এ বিষয়ে বিজিবির উপমহাপরিচালক (মিডিয়া) কর্নেল মোহাম্মদ শরীফুল ইসলাম জানান, সীমান্তে সব ধরনের চোরাচালান রোধে বিজিবি বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত এলাকাগুলোয় নিয়মিত টহল কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমেও পাচার হতে যাওয়া প্রত্নসম্পদ উদ্ধার করা হয়। আর যারা ওসব মূল্যবান সম্পদ পাচার প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ বিষয়ে পুলিশ সদর দপ্তরের মুখপাত্র এআইজি ইনামুল হক সাগর জানান, প্রত্নসম্পদ ও শিল্পকর্ম দেশের ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ। এ ধরনের সম্পদ রক্ষায় পুলিশ সব সময়ই সচেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্নসম্পদের নিরাপত্তা রক্ষায় জেলা ও মেট্রোপলিটন পুলিশের সদস্যরা সচেষ্ট রয়েছেন।

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের ৩৯

অনুসন্ধানের জন্য তদন্ত টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে তিনি এসব অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করতে পারেন। তাই ন্যায় বিচারের স্বার্থে তার এসব সম্পত্তি ফ্রিজ হওয়ার আদেশ দান একান্ত প্রয়োজন। শুনানি শেষে বিচারক তার এসব ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেন।এর আগে গত ৭ অক্টোবর সাবেক মন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তার স্ত্রী রুকমীলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

পুঁজি হারিয়ে ঋণে জর্জরিত দিশাহারা

বেতন ২০ হাজার টাকা। এছাড়া মাছ বিক্রি ও পরিবহনের সময় প্রায় ২০০ মানুষ কাজ করে। ভেবেছিলাম এমন বিপদে সরকার ও ব্যাংক আমাদের পাশে দাঁড়াবে। কিন্তু কিছুই পেলাম না। নতুন করে ব্যক্তি ঋণ নিয়ে প্রকল্পগুলো সংস্কার করেছি। সরকার যদি আমাদের সহযোগিতা না করে কিছুতেই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। বর্তমানে আমার ১১টি মৎস্য প্রকল্পে দৈনিক ১০ টন খাদ্য দিতে হয়। যার মূল্য সাড়ে ৭ লাখ টাকা। আমি অর্থের অভাবে খাবারের যোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছি। বেতন দিতে পারছি না কর্মচারীদের। ফারহা অ্যাগ্রোর স্বত্বাধিকারী মো. কামরুল হোসেন বলেন, প্রায় ২২ বছর ধরে মাছচাষ করে আসছি। কখনো এত বড় লোকসানের মুখে পড়তে হয়নি। আমার প্রায় ২০ কোটি টাকার মাছ বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। আমার ভাই কাউছার হোসেনের প্রায় ৭ কোটি, আরেক ভাই জারা অ্যাগ্রোর মালিক আব্দুল্লাহ আল মামুনের ৫ কোটি টাকার মাছ ভেসে গেছে। আমাদের পরিবারের ক্ষতি হয়েছে ৩২ কোটি টাকা। এভাবে শত শত মৎস্যচাষি ক্ষতির সম্মুক্ষীণ হয়েছেন। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারি কোনো সহযোগিতা পাইনি। ধুম ইউনিয়নের মৎস্যচাষি আলী হায়দার টিপু বলেন, আমার জীবনের সব সঞ্চয় শেষ। গেলো বছরের বন্যায় আমার ১০ কোটি টাকার বেশি মাছ ভেসে গেছে। পানি কমে যাওয়ার পর প্রকল্পে গিয়ে দু'চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। কীভাবে নতুন করে ব্যবসা শুরু করবো বুঝতে পারছি না। উপজেলা মৎস্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, মিরসরাইয়ে ৭ হাজার হেক্টর ছোট বড় মৎস্য খামার রয়েছে। এসব খামারে বছরে প্রায় ৫০ হাজার মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন হয়। এসব মাছ নিজ উপজেলার চাহিদা মিঠিয়ে চট্টগ্রামের ৭০ শতাংশ মাছের চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু গত বছরের আগস্ট মাসের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় চট্টগ্রামের মৎস্য জোন খ্যাত মিরসরাইয়ের মুহুরী প্রজেক্টে ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যার পানিতে ২ হাজার ২৯ হেক্টর আয়তনের খামারের ১৯ হাজার ২০ মেট্রিক টন মাছ ভেসে গেছে। যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। অন্যদিকে বন্যার পানিতে ভেসে গেছে ৪৬ লাখ ৪০ হাজার বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা। সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আরিফুর রহমান বলেন, মিরসরাইয়ে সাম্প্রতিক বন্যায় মৎস্য খাতে আমাদের উপজেলায় বেশি ক্ষতি হয়েছে। কিছু প্রান্তিক চাষিকে পোনা দিয়ে সহায়তা করা হয়েছে। জানতে চাইলে চট্টগ্রাম জেলা মৎস্য কর্মকর্তা শ্রীবাস চন্দ্র চন্দ বলেন, চট্টগ্রাম জেলায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষিদের প্রায় ৪৯ লাখ টাকার পোনা সহায়তা দেওয়া হয়েছে। আমরা সব সময় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্য চাষিদের পাশে রয়েছি।

শিগগিরই আসছে ভ্যাট সংগ্রহের

উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে? অধিকাংশ ব্যবসায়ী নগদে লেনদেন করেন, যা সহজে যাচাই-বাছাই করা যায় না। যে সমস্ত খুচরা দোকানদার ভ্যাট পরিশোধ করতেন না, এখন যদি নতুন নিয়মে তাদের ভ্যাট ও অন্যান্য খরচ দিতে হয় তাহলে তারা পরিবেশকদের নিকট হতে আরও অধিক কমিশন দাবি করবেন। তখন এসব পণ্যের উৎপাদনকারী বা আমদানিকারক পণ্যের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে। সেজন্য এনবিআরের উদ্যোগকে সফল করতে অটোমেশনে জোর দেন এই ভ্যাট প্র্যাকটিশনার। তিনি বলেন, ক্যাশলেস সিস্টেম চালু করা গেলে লেনদেন শনাক্ত করা যেতো। তখন একজন ব্যবসায়ী ভ্যাটের সীমা অতিক্রম করলে সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে শনাক্ত হতো এবং নিকটস্থ ভ্যাট অফিসকে নোটিফিকেশন পাঠাতো। নিবন্ধিত ব্যক্তির নিকট থেকে ঝামেলাহীনভাবে সঠিক ভ্যাট আদায় হতো এবং অনৈতিক লেনদেনে জড়ানোর পরিবেশ তৈরি হতো না। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, দেশে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা এক কোটি ১৮ লাখ ৭৭ হাজার ৩৬৪টি। ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ৭৮ লাখ ১৮ হাজার ৫৬৫টি। এ হিসাবে ১০ বছরে অর্থনৈতিক ইউনিটের সংখ্যা ৪০ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৯টি বা ৫১.৯১ শতাংশ বেড়েছে। এসব অর্থনৈতিক ইউনিটের কথা মাথায় রেখে নিবন্ধন কার্যক্রমে এগোচ্ছে এনবিআর।
ব্যবসায়ী সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, ভ্যাট দিতে সক্ষম ব্যবসায়ীর সংখ্যা ৬০ লাখের ওপরে রয়েছে। অবশ্য যে ব্যবসায়ীরা গত কয়েক বছরে ধরে ভালো করছেন তারা এনবিআরের নিবন্ধনের আওতায় আসছেন এবং বিন পাচ্ছেন। যদিও বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আগে থেকেই নিবন্ধিত এবং নিয়মিত ভ্যাট দেয়। গত জুলাই-আগস্টে অভ্যুত্থানের সময় কিছু ব্যবসায়ী ভ্যাট দেওয়ার সক্ষমতা হারান। এর মধ্যে আবার নতুন করে কিছু ব্যবসায়ী সক্ষম হয়েছেন। ফলে এনবিআরের রাজস্ব আদায় বাড়বে। এনবিআর সূত্রের তথ্য মতে, সংস্থাটি যে রাজস্ব আদায় করেড়আয়কর, আমদানি-রপ্তানি শুল্ক ও ভ্যাটড়এর মধ্যে তুলনামূলক ভ্যাট বেশি। যদিও চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বরে অর্থাৎ ছয় মাসে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা তেমন পূরণ হয়নি। মোট রাজস্বে ভ্যাটের হারও কিছুটা কমেছে। উল্লিখিত ছয় মাসে ভ্যাট আদায়ের পরিমাণ ছিল ৫৫ হাজার ১৮১ কোটি টাকা, যা মোট রাজস্বের ৩৫ দশমিক ২৭ শতাংশ। আগের বছরগুলোতে এ হার ছিল যথাক্রমে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৭ দশমিক ৫০ শতাংশ; ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩৬ দশমিক ১১ শতাংশ; ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩৭ দশমিক ৫৬ শতাংশ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৬ শতাংশ। বছর হিসাবে ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে ২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত আট বছরে ভ্যাট আহরণ ছিল যথাক্রমে ৬৩ হাজার ৫৬২ কোটি; ৭৮ হাজার ৬৯৪ কোটি; ৮৭ হাজার ১৭৯ কোটি; ৮৪ হাজার ৪৬৭ কোটি; ৯৭ হাজার ৫০৭ কোটি; এক লাখ ৮ হাজার ৪১৮ কোটি; এক লাখ ২৫ হাজার ৪২৩ কোটি এবং এক লাখ ৫০ হাজার ৭৫৭ কোটি টাকা। এনবিআর সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ব্যবসায়ীদের নিবন্ধনের পাশাপাশি আদায় প্রক্রিয়াও অটোমেশনের আওতায় আসছে। এ লক্ষ্যে ব্যবসায়ীদের জন্য এরই মধ্যে ইলেকট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) চালু করেছে এনবিআর। ঢাকা ও চট্টগ্রামে নয় হাজার ইএফডি মেশিন দেয় এনবিআর। এসব মেশিনের ছয় হাজার কার্যকর আছে, বাকি তিন হাজার পড়েছিল। এগুলো জুয়েলারি খাতের ব্যবসায়ীদের দেওয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রেও এটা সরবরাহ হচ্ছে। ইতোমধ্যে জরিপ শুরু হয়েছে। জরিপ শেষ হলে পর্যায়ক্রমে নতুন-পুরনো নিবন্ধিত ব্যবসায়ীদের ইএফডি দেওয়া হবে। অটোমেশন প্রক্রিয়ায় ই-ইনভয়েস সিস্টেমও চালু হচ্ছে। ক্রেতা কোনো পণ্য কেনার সঙ্গে সঙ্গে সেটা চলে যাবে এনবিআরের সংশ্লিষ্ট সিস্টেমে। প্রথমে এ ই-ইনভয়েস সিস্টেমে যাবেন বড় ব্যবসায়ীরা, এরপর যাবেন তুলনামূলক মাঝারি ও ছোট্ট ব্যবসায়ীরা। এনবিআর কর্মকর্তারা জানান, ই-ইনভয়েস চালুর জন্য টেন্ডারিংয়ের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। দ্রুতই অপারেশনে যাবে ই-ইনভয়েস।

মোহাম্মদপুরে অপারেশন ডেভিল

(২৪), মনির হোসেন (১৯)। তিনি আরও বলেন, গ্রেপ্তার আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম

টাকায় বিক্রি করতে হবে। আরেক খুচরা বিক্রেতা সালমান মিয়া বলেন, লেবুর বাজার এখন অতিরিক্ত গরম। আমি ছোট আকারের লেবু ৪০ টাকা হালি বিক্রি করছি। তবে পাকা লেবু ৮০ টাকা হালি বিক্রি করছি। পাকা লেবুর চাহিদা বেশি। লেবুর আড়তদার রাজিব বলেন, প্রকৃতিগত কারণেই লেবুর উৎপাদন বর্তমানে কম। কিন্তু সেই তুলনায় চাহিদা খুব বেশি। নাটোরেও লেবু আছে। বীজবিহীন বা সিডলেস লেবু যেটাকে বলে, ওই লেবুরও একই অবস্থা। অস্বাভাবিক দাম। শুধু নাটোর নয়, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের লেবুর দামও বাড়তি। তিনি বলেন, আমাদের শ্রীমঙ্গলের কাগজি লেবুর ডিমান্ড (চাহিদা) তুলনামূলকভাবে বেশি। আমাদের লেবুটা যায় ঢাকার কারওয়ান বাজার, রায়ের বাজার, শ্যাম বাজার ও যাত্রাবাড়ী বাজারে। বলা যায় আমাদের লেবু ঢাকামুখী। এ ছাড়া মৌলভীবাজার, কুলাউড়া, বিয়ানীবাজার, বড়লেখা ও সিলেটের বাজারও আমাদের দখলে। রোববার আমি প্রায় ছয় লাখ টাকার লেবু বিক্রি করেছি। দৈনিক গড়ে শ্রীমঙ্গলে ৩৫ থেকে ৪০ লাখ টাকার লেবু বিক্রি হয়। এই আড়তদার বলেন, দুই হাজার লেবু বর্তমানে ৩০ হাজার থেকে ৩৫ হাজার টাকায় এখন বিক্রি হচ্ছে। এই লেবুই প্রায় তিন মাস আগে ছিল সাত হাজার থেকে আট হাজার টাকা। সোমবার সকালে চার হাজার লেবু বিক্রি করেছি ৬৪ হাজার টাকায়। রোববার সাত হাজার ৪২০ পিস লেবু এক লাখ ২২ হাজার ৫০০ টাকায় বিক্রি করেছিলাম। প্রতি পিস গড়ে প্রায় ১৫ টাকা। তিনি বলেন, এই চালান যাবে রায়েরবাজারে। গাড়ির খরচ আছে, শ্রমিকের খরচ আছে। এই লেবু প্রতিটি ২০ টাকায় বিক্রি করলে লাভ থাকবে। গত শনিবার সাত হাজার ৪০০ পিস লেবু এক লাখ আট হাজার ৫০০ টাকা করেছিলাম। এই আড়তদার বলেন, চাহিদার তুলনায় লেবুর সরবরাহ অনেক কম। কারো টার্গেট পূরণ হয় না। সারা দিন যখন বৃষ্টি বেশি হয় বা অন্যান্য জায়গায় লেবু বেশি থাকে, তখন চাহিদা কম থাকে। তবে কোনো লেবুই ফেলে দেওয়া হয় না। রোজার মাসে তো টার্গেট একটু বেশি থাকে। যেমন আমাকে ঢাকা থেকে অর্ডার দিয়েছে ২০ হাজার লেবু পাঠানোর জন্য। কিন্তু সারাদিনেও আমি ২০ হাজার লেবু মেলাতে পারব না। ১০ হাজার লেবু মেলাতেই অবস্থা কাহিল হবে। তিনি বলেন, আমি প্রায় ১৩ বছর যাবত আড়তদারি করি, আমি কখনো ২৫ টাকা পিস লেবু বিক্রি হতে দেখিনি। তিনটি আকারের লেবু আছে। বড়, মাঝারি ও ছোট। তাহলে ২৫ টাকায় কেনা বড় আকারের লেবু ৩৫ থেকে ৪০ টাকায়, মাঝারি ৩০ টাকা এবং ছোট লেবু ২৫ টাকা বিক্রি করতে হবে। বাগানে চাহিদামতো লেবু নেই। বাগান মালিক আতর আলী বলেন, আমার ২৫ কিয়ার (বিঘা) লেবু বাগান রয়েছে। প্রতিদিন ঠেলাগাড়ি করে ৮০০ পিস লেবু পাইকারি বাজারে পৌঁছে দিই। বর্তমানে বড় আকারের ৮০০ লেবুর আড়ত-দাম ১৭ হাজার থেকে ১৮ হাজার। আর মাঝারি আকারের লেবুর দাম ১০ হাজার ১৫ হাজার। আর ছোটগুলোর দাম পাঁচ হাজার থেকে সাত হাজার টাকা। এখন আমাদের বাগানের গাছে পর্যাপ্ত লেবু নেই। কিন্তু হঠাৎ করে চাহিদা বেড়ে গেছে। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের পর থেকে লেবুর দাম কমতে থাকবে। তখন প্রতি পিস লেবু এক টাকা থেকে দুই টাকায় চলে আসবে। লেবুর ফলন নিয়ে তিনি বলেন, পৌষ মাসে কুয়াশা ছিল। কুয়াশার কারণে গাছে লেবু থাকে না। হঠাৎ কুয়াশা পড়ার সঙ্গে সূর্যের তাপ পর্যাপ্ত না থাকায় গাছ পুষ্টি পায় না। লেবুগুলো লাল হয়ে পড়ে যায়। শীত মৌসুমে অনেক লেবু আমাদের নষ্ট হয়। তখন প্রতি পিস তিন থেকে চার টাকা বিক্রি হয়। তিনি আরও বলেন, এখন ফাল্গুন মাস চলছে। গত দুই-তিন মাস আমরা গাছে লেবু ধরাতে পারিনি। পর্যাপ্ত সেচের ব্যবস্থাও নেই। আমাদের পুরো বাগানে একটি মোটর চলে এবং মাত্র দুই-তিন কিয়ার (বিঘা) জায়গার মধ্যে পানি দেওয়া যায়, বাকি জায়গাগুলোতে পানি দেওয়া যায় না। ঘুরিয়ে দিতে দিতে আবার এদিকে মাটি শুকিয়ে যায়। পর্যাপ্ত পানির অভাবে লেবুগুলো ম্যাচিউর (পরিণত) হয় না। সেগুলোর ভেতরে রস থাকে না। লেবুর ভরা মৌসুমের নিজের ক্ষতি কথা উল্লেখ করে এই চাষি বলেন, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে লেবু বিক্রি করে তেমন দাম পাই না। কিন্তু গাছে পর্যাপ্ত লেবু থাকে। কিন্তু কেউ কিনতে চায় না। যেমন আমি গত জ্যৈষ্ঠ মাসে জিপ গাড়িতে করে পাঁচ হাজার লেবু বিক্রি করেছিলাম, তখন আড়তের দাম ছিল মাত্র তিন হাজার ৬০০ টাকা। জিপগাড়ি ভাড়া এক হাজার ২০০ টাকা, পাঁচ হাজার লেবু গাছ থেকে তুলতে অন্তত দুই হাজার টাকা চলে যায়। সব মিলিয়ে লাভ তখন থাকে না। এই বছরে ৮০০ পিস লেবুর বিপরীতে শ্রমিক খরচ, গাড়িতে করে লেবু বাজারে নেওয়া, আড়তখরচ বাবদ প্রায় দুই হাজার টাকা খরচ পড়ছে বলে জানান আতর আলী।
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজারের উপ-পরিচালক সামছুদ্দিন আহমদ বলেন, এখন তো লেবু ধরার কথা নয়। লেবুর সময় তো হলো বর্ষাকাল। চাহিদার তুলনায় যোগান কম, সেজন্যই দাম খুব বেশি। সম্প্রতি আমি এক হালি লেবু ৬০ টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছি। যে লেবু বাগানগুলোতে লেবু ধরেছে, সেসব বাগানের লেবুচাষিরা লাভবান হচ্ছেন। হিমাগারে লেবু সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, লেবুর জন্য জেলায় একটি অত্যাধুনিক কোল্ডস্টোরেজের (হিমাগার) দাবি আমাদের রয়েছে। তাতে করে কৃষকেরা এক-দুই মাসের জন্য লেবুগুলো সংরক্ষণ করে হিমায়িত রাখতে পারবেন। সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত ডিসি সম্মেলনে আমাদের মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক কোল্ডস্টোরেজের প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছেন।

ঈদযাত্রা নির্বিঘ্ন-নিরাপদ করতে

সচিব, ডিএমপি কমিশনার, হাইওয়ে পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপিসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন।

তারাবির নামাজে তাড়াহুড়ো করার

দেখা যায়, তারা তাদের মসজিদ সমূহে তারাবির নামাজ তাড়াহুড়ো করে তারাবির নামাজ আদায় করতে অভ্যস্ত। ফলে তারা নামাজের আরকান সুন্নাত ইত্যাদি আদায়ে অবহেলা করে। নামাজ তাড়াহুড়ো করে শেষ করার প্রবণতায় তারা রুকু সেজদা আদায়ে ধীরস্থিরতা ছেড়ে দেয়, কিরাত পড়তে তাড়াহুড়ো করে এবং কোরানের আয়াতের শব্দগুলোকে পরিবর্তন করে ফেলে। এ ধরনের নামাজ এবং নেক আমল দ্বারা শয়তান ঈমানদারদের ধোঁকা দেয়া ও তাদের বোকা বানানোর চক্রান্ত। শয়তান তাদের আমল করা সত্ত্বেও আমলটিকে নষ্ট করে দেয় এবং যারা এ ধরনের তাড়াহুড়োর অনুকরণ করে, তাদের নামাজ অনেক সময় ইবাদতের পরিবর্তে তা হাসি ঠাট্টায় পরিণত হয়। তাই আমরা বলি, একজন মুসলির উপর কর্তব্য হল, সে তার নামাজের বাহ্যিক যেমন: কিরাত, দাঁড়ানো, রুকু-সেজদা ইত্যাদি এবং আধ্যাত্মিক যেমন: একাগ্রতা, অন্তরের উপস্থিতি, পরিপূর্ণ ইখলাস, কিরাত এবং নামাজের তাসবিহ ইত্যাদির অর্থের মধ্যে চিন্তা ফিকির করা। নামাজের বাহ্যিক সৌন্দর্য হল, মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত আর নামাজের বাতিনি সৌন্দর্য, সৌন্দর্য নামাজির অন্তর বা আত্মার সাথে সম্পৃক্ত।
ইমাম গাজালি রহ. বলেন, যে ব্যক্তি নামাজের বাহ্যিক দিকটি লক্ষ্য রাখেন কিন্তু আধ্যাত্মিকতার প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেন না, তার একটি দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির মত যে কোন একজন বাদশাকে একটি মৃত ছাগলের বাচ্চা উপহার দিল আর যে ব্যক্তি নামাজের জাহেরি কাজ গুলোতে শৈথিল্য প্রদর্শন করে তার দৃষ্টান্ত ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে, কোন বাদশাকে একটি কান কাটা, উভয় চক্ষু নষ্ট এমন একটি জন্তু হাদিয়া দিলেন। মনে রাখতে হবে, এখানে এ দুই জন লোকই একজন বাদশা মানহানি করেছে এবং বাদশার মর্যাদাকে খাট করেছে। তবে উভয় ব্যক্তির অপরাধ অবশ্যই এক রকম নয়, ফলে তাদের উভয়ের শাস্তি ও এক রকম হবে না। তার পর ইমাম গাজ্জালি রহ. বলেন নিশ্চয় তুমি তোমার প্রভুকে তোমার নামাজ হাদিয়া দিচ্ছ, তোমাকে অবশ্যই এ ধরনের নামাজ হা দিয়া দেয়ার থেকে বিরত থাকতে হবে, যে নামাজ দ্বারা তোমাকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। শেখ উসাইমিন রহ. রাসূল সা. এর কিয়ামুলাইল এবং তার সাহাবিদের কিয়ামুলাইলের আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় বলেন : বর্তমানে অধিকাংশ মানুষ যেভাবে তারাবির নামাজ আদায় করেন তা সম্পূর্ণ শরিয়তের পরিপন্থী, তারা তারাবির নামাজ এত দ্রুত আদায় করে, নামাজের ওয়াজিব, নামাজে ধীরস্থিরতা এবং শান্তি সৃষ্ট তা বজায় ইত্যাদিতর প্রতি কোন গুরুত্ব প্রদান তারা করে না, অথচ এ গুলো নামাজের রুকন,যে গুলো আদায় ব্যতীত নামাজ শুদ্ধই হয় না। তারা তাদের পিছনের নামাজি– অসুস্থ, রুগি, দুর্বল এবং বৃদ্ধদের শুধু শুধু কষ্ট দেয় এবং তারা নিজেদের উপর অত্যাচার করে এবং অন্যদের উপরও অত্যাচার করে। বিজ্ঞ আলেমগন বলেন, একজন ইমামের জন্য এত তাড়াহুড়ো করা, যাতে তার পিছনে নামাজিরা সুন্নাত আদায় করতে পারে না, তাহলে তার নামাজ অবশ্যই মাকরূহ হবে। আর যদি ইমাম এমন তাড়াহুড়ো করে যার ফলে নামাজিরা তার পিছনে ফরজ আদায় করতেও সক্ষম হয় না, তার পরিণতি কি হতে পারে ? আলাহ আমাদের ক্ষমা করুন। শেখ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব রহ. কে তারাবির নামাজে তাড়াহুড়ো প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন, তোমার কথা ইমাম তাড়াতাড়ি করলে তার পিছনে অনেক মানুষ নামাজ আদায় করবে আর যখন সে ধীরস্থির ভাবে নামাজ আদায় করে তখন তার পিছনে নামাজির সংখ্যা কমে যাবে- এর আলোকে আমি বলব, শয়তানের উদ্দেশ্য হল মানুষকে নেক আমল হতে বিরত রাখা, আর শয়তান যখন তা করতে সক্ষম হয়ে উঠে না, তখন তার জীবন মরণ চেষ্টা থাকে মানুষের আমলকে নষ্ট করা। দু:খের বিষয় হল, আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমামরা তারাবির নামাজে এমন সব কাজ করে যা অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। তারা অর্থহীন নামাজ আদায় করে, তারা ঠিক মত রুকু করে না এবং ঠিক মত সেজদা করে না। অথচ ঠিক মত রুকু-সেজদা না করলে নামাজই শুদ্ধ হয় না। মনে রাখতে হবে, মূলত: নামাজের উদ্দেশ্যই হল একাগ্রচিত্তে আল-াহর সম্মুখে বিনয় ও নম্রতার সাথে দণ্ডায়মান হওয়া এবং কোরান তেলাওয়াতে চলাকালে তা হতে উপদেশ গ্রহণ করা। কিন্তু নামাজের এ মহৎ উদ্দেশ্য তাড়াহুড়ো করে নামাজ আদায় করলে তা পূরণ হয় না। সুতরাং ইমামের সাথে তাড়াহুড়ো করে বিশ রাকাত আদায় করার চেয়ে ধীরস্থির খুশু ও বিনয়ের সাথে ইমামের পিছনে দশ রাকাত পড়াই উত্তম। রাকাতের আধিক্যের চেয়ে সুন্দরভাবে নামাজ আদায়ের প্রতি যত্নবান হও;আর ইহাই তোমার জন্য উপকারী ও সর্বোত্তম। আমরা যে কথাগুলো আলোচনা করলাম, এর উপরই আমল করা উচিত। আর যদি ইমাম ও মোক্তাদির মাঝে এ নিয়ে মতভেদ দেখা দেয় এবং মোক্তাদিরা তাড়াহুড়ো নামাজে অভ্যস্ত এবং তারা যদি ইমাম এর সাথে সুন্নাত অনুযায়ী নামাজ আদায় করতে অসম্মতি জানান তখনও ইমামের জন্য করণীয় হল, সে ধীরস্থির নামাজ আদায়ে উৎসাহী হবে এবং কোন ভাবেই নামাজে এমন তাড়াহুড়ো করবে না যাতে ধীরস্থিরতার বিঘ্ন হয়। এ সকল ক্ষেত্রে ইমাম সাহেবের জন্য নামাজে পূর্ণ রুকু সেজদা এবং ধীরস্থিরতা বজায় রেখে তাড়া হুড়া করে দীর্ঘ লম্বা কিরাত পড়ার চেয়ে ছোট কিরাত পড়া উত্তম। অনুরূপ ভাবে দীর্ঘ কিরাত এবং রুকু সেজদায় ধীরস্থিরতা বজায় রেখে, দশ রাকাত নামাজ আদায় করা তাড়াহুড়ো করে বিশ রাকাত নামাজ আদায় করার তুলনায় উত্তম। কারণ, নামাজের আসল এবং চালিকা শক্তিই হল মানুষের মন আলাহর দিক ধাবিত হওয়া। অনেক সময় আছে তখন কম বেশির চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। কিতাবুস্‌সুনান ওয়াল মুবতাদিয়াত গ্রন্থকার বলেন, অনেক ইমামের নামাজ পাগলের নামাজের সাদৃশ্য। বিশেষ করে তারাবির নামাজ তিনি বলেন তাদের দেখা যায় তারা বিশ মিনিটে তেইশ রাকাত নামাজ আদায় করেন এবং প্রত্যেক রাকাতে তা সুরা আলা, দোহা এবং সুরা রহমানের এক চতুর্থাংশ পড়ে নামাজ শেষ করেন। এ ধরনের নামাজ সকলের ঐক্য মতের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ বাতিল, কারণ তাদের নামাজ হল মুনাফেকদের নামাজ সমতুল্য। আলাহ মুনাফেকদের নামাজ সম্পর্ক বলেন, এবং যখন তারা নামাজে দণ্ডায়মান হয় তখন তারা অলসতা করে । তারা লোক দেখানো নামাজ আদায় করে। এবং তারা খুব কমই আলাহকে স্মরণ করে। তাদের নামাজ সফল মুমিনরেদর নামাজের মত নয় যাদের নামাজ সম্পর্কে আলাহ বলেন, অবশ্যই ঐ সকল ঈমানদাররা সফল কাম যার তাদের নামাজে বিনয়ী। এবং তাদের নামাজ রাসূল সা. যে ধরনের নামাজ আদায় হতে বারণ এবং নিন্দা করেছেন -কাকের ঠোকর, নামাজে চুরি ইত্যাদি-সে নামাজের মতই নয়। আলামা দারমি আবুল আলিয়া হতে বর্ণনা করেন, আমরা বিভিন্ন লোকের নিকট হতে ইলম অর্জন করার জন্য উপস্থিত হতাম, তখন আমরা তার নামাজের প্রতি লক্ষ্য করতাম, যখন দেখতাম তার নামাজ সুন্দর, আমরা বলতাম তার অন্য সব কিছুই সুন্দর। আর যখন দেখতে পেতাম তার নামাজ অসুন্দর, আমরা তার থেকে দুরে সরে যেতাম এবং বলতাম তার অন্য সব কিছুই এর চেয়েও বেশি অসুন্দর।

প্রধান উপদেষ্টার আরও দুই বিশেষ

দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার পাঁচজন বিশেষ সহকারী প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় পাঁচটি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন।

অগ্নিঝরা মার্চ

বাংলার জনগণকে দায়ী করার অপচেষ্টা চালান। তবে জনগণ তাঁর এ ধরনের বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে এবং স্বাধীনতার লক্ষ্যে আরও সুসংগঠিত হয়। ৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে অনুষ্ঠিত গোপন বৈঠকের প্রতিফলন দেখা যায় ইয়াহিয়ার ভাষণে, যা বাঙালিদের আন্দোলন দমন করার একটি কৌশল হিসেবে গণ্য হয়। ৬ মার্চ ঢাকাসহ সারাদেশে পালিত হরতালে আন্দোলন আরও বেগবান হয়। এই দিন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দরজা ভেঙে ৩৪১ জন বন্দী পালানোর চেষ্টা করলে পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত এবং ৩০ জন আহত হয়। এদিকে, এদিন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ও সামরিক শাসক লে. জেনারেল সাহেবজাদা ইয়াকুব খানকে সরিয়ে তার স্থলে লে. জেনারেল টিক্কা খানকে নিয়োগ করা হয়। টিক্কা খানকে 'বেলুচিস্তানের কসাই' হিসেবে অভিহিত করা হতো। তার নিয়োগ বাংলার মানুষের মনে আতঙ্ক ও ক্ষোভের সৃষ্টি করে। এয়ার মার্শাল আসগর খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেন, "পরিস্থিতি রক্ষা করার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। বাকি বিষয় আগামীকাল (৭ মার্চ) শেখ মুজিবের বক্তৃতায় জানতে পারবেন।"

দেশে নতুন কর্মসংস্থান কম

বলেছি...। আর ব্যবসা- বাণিজ্য আমরা চেষ্টা করছি। কারণ ব্যবসা-বাণিজ্য সব থেকে বেশি (জরুরি)। রিসেন্টলি এসএমই সেক্টরের ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককে বলা হয়েছে। তবে কিছু লোকের কষ্ট হচ্ছে, সেটা আমরা স্বীকার করছি। বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে করা এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাজার ব্যবস্থা নিয়ে আমি সন্তুষ্ট। আরেকটু বেটার হলে ভালো হতো। গত বছরের তুলনায় অনেক পণ্যের দাম এখন কম। গার্মেন্টস সেক্টর নিয়ে করা এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, গার্মেন্টসে আমরা ক্যাশ ইনসানটিভ দিচ্ছি। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান আছে তাদের ম্যানেজমেন্টের দোষ আছে, কিছু আছে প্রোডাক্টের ডিমান্ড তেমন নাই। সেটার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আগের সরকারের অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এ নিয়ে করা এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থউপদেষ্টা বলেন, বেক্সিমকোটা ইউনিক চ্যালেঞ্জ। ওদের দোষে, করাপশনের দোষ, আর ম্যানেজমেন্টের দোষ। প্রাইভেট লাইব্রেরিটি সরকারের গড়ে দেওয়া ঠিক না। সরকারের টাকা মানে তো জনগণের টাকা। ওটা তো অন্য কাজে ব্যয় করতে হয় আমাদের। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সামাজিক বিষয় আছে। তাদের প্রতি আমাদের নজর আছে। আমরা চেষ্টা করছি। বিডার সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। এক্সপোর্ট প্রসেসিংজোনের সঙ্গে কথা হয়েছে। যদি রিলোকেট করা যায়। সামনে গরম আসছে, এলএনজি সংকট হওয়ার কোনো সম্ভাবনা আছে কি? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের উত্তরে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, এলএনজি সংকটের কোনো সম্ভাবনা নেই। দুইটা লটে আজকে আমরা এলএনজি আমদানি করতে বলেছি। কন্টিনিউয়াসলি আমরা বলছি কস্ট বেশি হয় বা না হোক আমরা এনসিওর করব সাপ্লাইটা।

দ্রুত নিবন্ধনে দৃষ্টি এনসিপির

সংবিধান ও শাসন কাঠামো রেখে নতুন বাংলাদেশ গঠন সম্ভব নয় জানিয়ে দলটির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, গণপরিষদ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রকৃত গণতন্ত্রের ধারায় ফিরতে পারে বাংলাদেশ। নাহিদ ইসলাম বলেন, এই মুহূর্তে এনসিপির প্রথম লক্ষ্য সাংগঠনিকভাবে তার কার্যক্রম বিস্তৃত করা। নিবন্ধন নিতে যে ধরনের শর্তাবলি পূরণ করা প্রয়োজন, সেগুলো দ্রুত পূরণ করে আমরা নিবন্ধনের দিকে এগোব। এ মাসের মধ্যে গঠনতন্ত্রের কাজ শুরু করব। নতুন প্রজাতন্ত্র ও নতুন সংবিধান এবং গণপরিষদের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে নাহিদ বলেন, 'আমরা সেকেন্ড রিপাবলিক-এর কথা বলেছি। সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছি। পুরোনো সংবিধান এবং শাসনকাঠামো রেখে নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব নয়। কেবল সরকার পরিবর্তন করে জনগণের কল্যাণ ও প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব নয়।' অন্যদিকে, এবারের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে সময় স্বল্পতায় নির্বাচন কমিশন (ইসি) দল নিবন্ধনের জন্য সময়সীমা উল্লেখ করে আবেদন আহ্বান নাও করতে পারে। ইসির পক্ষে বলা হচ্ছে, গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে আবেদন আহ্বানের বিষয়টি আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক নয়। এরই মধ্যে অনেক দলের আবেদন জমা হয়েছে। গত বছর আগের ইসির কাছে আবেদন করে যেসব দল নিবন্ধন পায়নি সেসব দলের অনেকে তাদের আবেদন পুনর্মূল্যায়নের অনুরোধ জানিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলিকে বর্তমান ইসি জানিয়েছে, নিবন্ধন চাইলে নতুন করে আবেদন করতে হবে। অন্তত ২৯টি দল নতুন করে আবেদনের প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। নতুন ১৩টি দল আবেদন করেছে এবং আরো বেশ কয়েকটি দল ইসির সংশ্লিষ্ট শাখায় যোগাযোগ করেছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন অপেক্ষা করছে আইন সংস্কারের। আইন সংস্কার না হলে এবং দল নিবন্ধনের শর্তে কোনো পরিবর্তন না হলে বিদ্যমান আইনেই এ কাজ সম্পন্ন করা হবে। জামায়াতে ইসলামীসহ কয়েকটি দল ভোটের জন্য দল নিবন্ধনের প্রয়োজন নেই বলেও মনে করে। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'আমরা মনে করি, আগে (২০০৮ সালের আগে) যেভাবে দল নিবন্ধন ছাড়াই নির্বাচন হতো সেভাবেই নির্বাচন হোক।' তবে নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কারে গঠিত কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের শর্ত শিথিলের যে সুপারিশ করেছে নির্বাচন কমিশনের তা অনুসরণের সম্ভাবনাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অধিকাংশ আইটি কোম্পানির

মাসের (২০২৪ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত) প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর এই প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে দেখা যায়, চলতি হিসাব বছরের প্রথম ছয় মাসে এডিএন টেলিকম, অগ্নি সিস্টেম এবং আইটি কনসালট্যান্টস- এই তিনটি কোম্পানির মুনাফা আগের বছরের তুলনায় বেড়েছে। এর মধ্যে মুনাফায় সবচেয়ে বেশি প্রবৃদ্ধি হয়েছে অগ্নি সিস্টেমের। কোম্পানিটির মুনাফা আগের বছরের তুলনায় বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা করেছে ৯২ পয়সা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে এই মুনাফা ছিল ৫৮ পয়সা। অর্থাৎ, শেয়ারপ্রতি মুনাফা বেড়েছে ৩৪ পয়সা বা ৫৯ শতাংশ। মুনাফার পাশাপাশি কোম্পানিটির সম্পদের পরিমাণও বেড়েছে। একই সঙ্গে ভালো অবস্থানে রয়েছে ক্যাশ ফ্লো। প্রতিষ্ঠানটির শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য ১৬ টাকা ৬২ পয়সা থেকে বেড়ে ১৭ টাকা ৫৪ পয়সা হয়েছে। শেয়ারপ্রতি অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ১ টাকা ৬ পয়সা।
চলতি হিসাব বছরের প্রথম ছয় মাসে শেয়ারপ্রতি সবচেয়ে বেশি মুনাফা করেছে আইটি কনসালট্যান্টস। কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি মুনাফা করেছে ১ টাকা ৯৩ পয়সা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয় ১ টাকা ৪২ পয়সা। অর্থাৎ, শেয়ারপ্রতি মুনাফা বেড়েছে ৫৩ পয়সা বা ৩৭ শতাংশ। আর শেয়ারপ্রতি সম্পদের পরিমাণ ২০ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ২১ টাকা ৫৭ পয়সা। মুনাফায় প্রবৃদ্ধি হওয়া আরেক প্রতিষ্ঠান এডিএন টেলিকম চলতি হিসাব বছরের প্রথম ছয় মাসে শেয়ারপ্রতি মুনাফা করেছে ১ টাকা ৫৮ পয়সা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয় ১ টাকা ২৯ পয়সা। অর্থাৎ, শেয়ারপ্রতি মুনাফা বেড়েছে ২৯ পয়সা বা ১৮ শতাংশ। আর শেয়ারপ্রতি সম্পদ ৩১ টাকা ৩৫ পয়সা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩১ টাকা ৯৩ পয়সা। লোকসানে তিন প্রতিষ্ঠান : চলতি হিসাব বছরের প্রথম ছয় মাসে তিনটি কোম্পানি লোকসান করেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি লোকসান করেছে আমরা টেকনোলজি। ছয় মাসের ব্যবসায় কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি ৬৪ পয়সা লোকসান করেছে। আগের হিসাব বছরে শেয়ারপ্রতি ২৩ পয়সা মুনাফ হয়। লোকসানের পাশাপাশি কোম্পানিটির সম্পদের পরিমাণও কমে গেছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ২০ টাকা ৯৯ পয়সা, যা ছয় মাস আগে অর্থাৎ, ২০২৪ সালের জুনে ছিল ২১ টাকা ৭৩ পয়সা। মুনাফা থেকে লোকসানের মধ্যে পড়েছে তালিকাভুক্ত আরেক আইটি প্রতিষ্ঠান ইনটেক লিমিটেড। কোম্পানিটি চলমান হিসাব বছরের প্রথম ছয় মাসের ব্যবসায় শেয়ারপ্রতি লোকসান করেছে ১৯ পয়সা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয় ৩৪ পয়সা। লোকসানের পাশাপাশি কোম্পানিটির সম্পদের পরিমাণ ঋণাত্মক হয়ে পড়েছে। একই সঙ্গে ক্যাশ ফ্লো ঋণাত্মক অবস্থায় রয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বর শেষে শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক ২৬ পয়সা। ছয় মাস আগে শেয়ারপ্রতি সম্পদমূল্য ছিল ঋণাত্মক ৫ পয়সা। অন্যদিকে, শেয়ারপ্রতি অপারিটিং ক্যাশ ফ্লো দাঁড়িয়েছে ঋণাত্মক ৪ পয়সা। লোকসানে পড়া আরেকটি প্রতিষ্ঠান ইনফরমেশন সার্ভিস নেটওয়ার্ক। চলমান হিসাব বছরের প্রথম ছয় মাসে কোম্পানিটি শেয়ারপ্রতি লোকসান করেছে ৮ পয়সা। আগের হিসাব বছরের একই সময়ে শেয়ারপ্রতি মুনাফা হয় ১৮ পয়সা।

মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য

বলেন, হাসিনা বাংলাদেশে শারীরিকভাবে উপস্থিত থাকুক কিংবা ভারতে পালিয়ে থাকুক তাকে অবশ্যই বিচারের মুখোমুখি হতে হবে। অধ্যাপক ইউনূস সম্প্রতি কুখ্যাত একটি গোপন বন্দিশিবির পরিদর্শন করেন, যা 'আয়নাঘর' নামে পরিচিত। অর্থনীতিবিদ ও 'গরিবের ব্যাংকার' হিসেবে পরিচিত এই নোবেল বিজয়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা, সেখানে তিনি যা দেখেছেন তাতে চরম মর্মাহত হয়েছেন। তিনি বলেন, 'এটা এতটাই ভয়ংকর যে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না'। হাসিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে, তিনি তার নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশকে ব্যবহার করে শত শত বিরোধী রাজনৈতিকদলের কর্মীকে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে হাসিনা এসব অভিযোগ অস্বীকার এবং দাবি করেছেন যে, তিনি রাজনৈতিক প্রতিহিংসার শিকার। হাসিনা, তার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং তার সরকারের অধীনে থাকা ৮শ'টিরও বেশি গোপন বন্দিশালা পরিচালনার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এসব মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে কিছুটা সময় লাগছে। তিনি বলেন, 'এতে সবাই জড়িত ছিল। পুরো সরকারই এর অংশ ছিল। তাই কে এটা স্বেচ্ছায় করেছে, কে আদেশ অনুযায়ী করেছে এবং কে বাধ্য হয়ে করেছে তা আলাদা করা কঠিন।' জাতিসংঘের মতে, ২০২৪ সালের জুলাই ও আগস্ট মাসে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমন করতে গিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও পুলিশের অভিযানে প্রায় ১ হাজার ৪শ' জন নিহত হন, এর কিছুদিন পরই শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালান।

নতুন মামলায় গ্রেপ্তার আনিসুল

মজুমদার, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম, সাবেক সংসদ সদস্য সোলায়মান সেলিম, একাত্তর টিভির সাবেক সাংবাদিক শাকিল আহম্মেদ ও তার স্ত্রী ফারজানা রুপা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকত, ছাত্রলীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মুজাহিদ ইসলাম, চকবাজার থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাজী সিরাজুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল হাসান, আওয়ামী লীগ সদস্য রাতুল ও লালবাগ থানা আওয়ামী লীগ নেতা ওয়ালিউল্লাহ ও শেখ মোহাম্মদ আলী আড্ডু। আইনজীবী ও আদালত সূত্রে জানা যায়, যাত্রাবাড়ী থানার মামলায় আনিসুল হক, শাজাহান খান, চৌধুরী আবদুল্লাহ আলমামুন, আবুল হাসান, ফারজানা রুপা, শাকিল আহম্মেদ, মুজাহিদ ইসলাম, তানভীর হাসান সৈকত ও আতিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। মিরপুর থানার মামলায় কামাল আহম্মেদ মজুমদার, খিলগাঁও থানার মামলায় তাজুল ইসলাম, লালবাগ থানার মামলায় সোলায়মান সেলিম, হাজী সিরাজুল ইসলাম, ওয়ালিউল্লাহ ও রাতুলকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। পল্লবী থানার মামলায় শেখ মোহাম্মদ আলী লাড্ডুকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ১৩ আগস্ট গ্রেপ্তার হন আনিসুল হক। এরপর বাকিরা গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। প্রত্যেকের বিরুদ্ধে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানায় একাধিক হত্যা মামলা রয়েছে।

নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার

আবারও সেই ভোটকেন্দ্র দখলে যাবে, এই সুযোগ বাংলাদেশের মাটিতে দেওয়া হবে না। নির্বাচনের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করতেই হবে। এটা সরকারের দায়িত্ব। বুধবার (৫ মার্চ) দুপুরে লক্ষ্মীপুর জেলা শহরের পুরাতন গো হাটা রোড এলাকার বশির ভিলা মিলনায়তনে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ঢেউটিন বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ্যানি এসব কথা বলেন। জেলা বিএনপির ব্যানারে এ আয়োজন করা হয়। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ১ হাজার পরিবারের মাঝে পর্যায়ক্রমে ঢেউটিন বিতরণ করা হবে। এ্যানি আরও বলেন, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সারাদেশে আমাদের মাঝে একটি ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই সুদৃঢ় ঐক্যের কারণেই শেষ পর্যন্ত ফ্যাসিবাদ পালিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা পালিয়েছে, তার দোসররা পালায়নি। ৫ আগস্টের পর বিভিন্ন থানা লুট হয়েছে, আগুন দিয়েছে। লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার হয়নি। এতে আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, চুরি-ডাকাতি করছে। সমাজকে একটি অস্থিতিশীলতায় নিয়ে গেছে। এজন্য এ অন্তর্বরতী সরকারকে বলছি, আইনশৃঙ্খলার উন্নয়নের স্বার্থে আপনাদের আরও বেশি সোচ্চার হতে হবে। খুব সহসাই সরকার-স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে কর্মসূচি দিয়ে অস্ত্র যদি উদ্ধার না করা হয়, তাহলে দেশে হানাহানি বাড়বে। অস্থিরতা বাড়বে, আইনশৃঙ্খলার আরও অবনতি হবে। আমরা সরকারকে সহযোগিতা করছি, অস্ত্র উদ্ধারেও সহযোগিতা করব। জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাব উদ্দিন সাবুর সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাছিবুর রহমান। এ সময় লক্ষ্মীপুর জজ আদালতের সরকারি কৌঁসুলি (পিপি) আহমেদ ফেরদৌস মানিক, বিএনপি নেতা শাহ মোহাম্মদ এমরান, বেলাল হোসেন, লক্ষ্মীপুর পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মুনছুর আহমেদ, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি হাসান মাহমুদ ইব্রাহিম ও সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

৫ মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের

বিআর২৮, গুটি ও পাইজাম) এবং গমের (লুজ আটা, প্যাকেটজাত আটা, লুজ ময়দা ও প্যাকেটজাত ময়দা) দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। যদিও গত বছরের রমজানের তুলনায় চালের দাম কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও গমের দাম (আটা ও ময়দা লুজ প্যাকেটজাত) কমেছে।

যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো উপায়ে গ্রিনল্যান্ড

তাই আমরা এটি দখলের জন্য জড়িত সকলের সঙ্গে কাজ করছি। বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য আমাদের এটি সত্যিই প্রয়োজন। আমি মনে করি, আমরা এটি কোনও না কোনোভাবে পেতে যাচ্ছি। আমরা এটি অর্জন করতে যাচ্ছি। এ সময় ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডের জনগণের উদ্দেশে ট্রাম্প বলেন, আমরা আপনাদের ভবিষ্যত নির্ধারণের অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করি। আপনারা যদি চান, আমরা আপনাকে যুক্তরাষ্ট্রে স্বাগত জানাই। আমরা আপনাদের ধনী বানিয়ে দিব। উল্লেখ্য, ১৯৭৯ সাল থেকে ডেনমার্কের একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গ্রিনল্যান্ড। আর্কটিক এবং আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত বিশ্বের বৃহত্তম এ দ্বীপটি খনিজ সম্পদে ভরপুর এবং কৌশলগতভাবে আর্কটিকের মধ্যে অবস্থিত। বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ এবং অবস্থানের কারণে দ্বীপটির দিকে বিশেষ নজর পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। অবশ্য, ডেনমার্ক এবং গ্রিনল্যান্ড উভয়ই এই দ্বীপটি বিক্রির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। ডেনিশ সরকার দ্বীপের ওপর তাদের অব্যাহত সার্বভৌমত্ব দাবি করে আসছে। জানুয়ারিতে পরিচালিত একটি জরিপ অনুযায়ী, গ্রিনল্যান্ডের ৮৫ শতাংশ জনসংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার বিরোধিতা করেছেন।

সরাসরি বহির্গমন ছাড়পত্রের আবেদন

কোনো ফাইল আজ গ্রহণ করেনি। যেকোনো নির্দেশনা বাস্তবায়ন করতে ন্যূনতম কিছু দিন সময় দিতে হয়। কিন্তু কিছু কর্মকর্তা তা না করে কৃত্রিম সংকট তৈরি করছে। রিক্রুটিং এজেন্সির প্রতিনিধিরা বলেন, বিএমইটি হঠাৎ করে সৌদি ভিসার ক্ষেত্রে সত্যায়ন চায়। কিন্ত এটা এক মাস আগে জানালে হতো। গত মঙ্গলবার থেকে হঠাৎ তারা অনলাইনে একটা করে আবেদন জমা নিচ্ছে। আগে প্রতিদিন ৪০ থেকে ৫০টা আবেদন করা যেত। আজ থেকে মাত্র একটি করে আবেদন নিচ্ছে। ব্রাদার্স ম্যানপাওয়ার সার্ভিস নামে এক এজেন্সি কর্মী দেলোয়ার হোসেন জানান, গত মঙ্গলবার থেকে বিএমইটি ক্লিয়ারেন্সের আবেদন ম্যানুয়ালি নিচ্ছে না। গতকাল বুধবার থেকে অনলাইনে জমা নিচ্ছে। কিন্ত অনলাইনে দিনে একটার বেশি আবেদন দেওয়া যায় না। এই মুহূর্তে আমাদের এজেন্সির এত আবেদন কীভাবে করবো। তিনি বলেন, আমাদের অনেক কর্মীর টিকিট কাটা হয়ে গেছে। এখন ক্লিয়ারেন্স কার্ড নিতে না পারলে তাদের ফ্লাইট মিস হয়ে যাবে। তারা হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অন্তত এক মাস আগে থেকে জানালে ওভাবে প্রস্তুতি নিতাম। এ বিষয়ে বিএমইটি অতিরিক্ত মহাপরিচালক (কর্মসংস্থান) মোহাম্মদ আব্দুল হাই বলেন, আমরা এই বিষয়ে বায়রার নেতাদের সঙ্গে বসছি। আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

সাবেক বিচারপতি মানিক আবারও

গত বছরের ১৯ জুলাই গুলশান থানাধীন প্রগতি সরণি এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন আবু যর শেখ। এদিন আসামিদের ছোঁড়া গুলিতে আহত হন শিক্ষার্থী মো. আবু যর শেখ। পরে রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ২৭ জুলাই মৃত্যুবরণ করেন। এঘটনায় আবু যরের মা মোসা. ছবি গত ১৬ নভেম্বর রাজধানীর গুলশান থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

স্বর্ণের দামে নতুন রেকর্ড

ক্যারেটের প্রতি ভরি রুপার দাম ২ হাজার ১১১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি রুপার দাম ১ হাজার ৫৮৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এর আগে গত ০২ মার্চ সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৬২৪ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩৪৩ টাকা, ২১ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৪৯৬ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৪১ হাজার ৬০১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ১৩৬ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ২১ হাজার ৩৩৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৮৩২ টাকা কমিয়ে ৯৯ হাজার ৮৯০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তার আগে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ৪০৩ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৫০ হাজার ৯৬৭ টাকা, ২১ ক্যারেটের ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ২৯৮ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৯৭ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৯৭০ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ২৩ হাজার ৫১১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৬৭৯ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ১ হাজার ৭২২ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তার আগে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ১৫৫ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৫৩ হাজার ৩৭০ টাকা, ২১ ক্যারেটের ১ ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ১০৮ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৪৬ হাজার ৩৯৫ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৯৪৫ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ২৫ হাজার ৪৮১ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৮০৫ টাকা কমিয়ে ১ লাখ ৩ হাজার ৪০১ টাকা নির্ধারণ করা হয়। গত ২১ ফেব্রুয়ারি সব থেকে ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ৩ হাজার ২৪৩ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৫২৫ টাকা, ২১ ক্যারেটের দাম ৩ হাজার ১০৩ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪৭ হাজার ৫০৩ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ২ হাজার ৬৫৯ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ২৬ হাজার ৪২৬ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ২ হাজার ২৭৪ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪ হাজার ২০৬ টাকা নির্ধারণ করা হয়। তার আগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৪৭০ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৫১ হাজার ২৮২ টাকা, ২১ ক্যারেটের দাম ১ হাজার ৩৯৯ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৪০০ টাকা, ১৮ ক্যারেটের দাম ১ হাজার ১৯০ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ২৩ হাজার ৭৬৭ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ১৫ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ১ হাজার ৯৩২ টাকা নির্ধারণ করা হয়। গত ১১ ফেব্রুয়ারি সব থেকে ভালো মানের বা ২২ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৯৯৪ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৮১২ টাকা, ২১ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৯০২ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৪৩ হাজার ১ টাকা, ১৮ ক্যারেটের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৬৩৩ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ২২ হাজার ৫৭৭ টাকা এবং সনাতন পদ্ধতির প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম ১ হাজার ৩৮৮ টাকা বাড়িয়ে ১ লাখ ৯১৭ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

২১ এপ্রিল থেকে ঢাকা-রিয়াদ

যত্নশীল থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ইউএস-বাংলা।

তল্লাশির নামে গুলশানে বাসায়

অজুহাতে সেখানে প্রবেশ করে বাসাটি তছনছ, ভাঙচুর ও লুটপাটের চেষ্টা করেন। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ এর মাধ্যমে খবর পেয়ে রাত সাড়ে ১২টায় ঘটনাস্থলে যান গুলশান জোনের ডিসি, গুলশান থানার ওসিসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা। সেখান থেকে তিনজনকে আটক করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে গুলশান থানায় মামলা প্রক্রিয়াধীন। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, শাকিল আহমেদ একসময় ওই বাসায় কেয়ারটেকারের কাজ করতেন। তিনিই মূলত ২০০ থেকে ৩০০ কোটি টাকা পাওয়া যেতে পারে- এমন তথ্য দিয়ে ওই বাসায় তল্লাশি চালাতে উসকানি দেন। এর আগেও, গত সোমবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে একই অজুহাতে একদল জনতা ওই বাসায় প্রবেশের চেষ্টা করে। পরে পুলিশ এসে তাদের বুঝিয়ে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

কিছুতেই শৃঙ্খলায় আসছে না

বিক্রি করে যাত্রী পরিবহণ করছিল। এতে যাত্রীরা গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফেরার আশার আলো দেখেছিল। কিন্তু সপ্তাহ পার হতে না হতেই চালক ও শ্রমিকদের আপত্তি তোলে। পরবর্তীতে কোম্পানিগুলো লস হচ্ছে জানিয়ে কাউন্টার ব্যবস্থা বন্ধ করে দেয়। এমন অধিকাংশ বাস আগের মতোই চলাচল করছে, যেখানে-সেখানে যাত্রীদের রাস্তা থেকে উঠানো হচ্ছে এবং নগদ টাকা আদায় করা হচ্ছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যাত্রীরা নির্দিষ্ট কাউন্টার থেকে টিকিট কেটে বাসে ওঠেন, ফলে বাস স্টাফদের হাতে ভাড়া তোলার সুযোগ থাকছে না। বরং ট্রিপপ্রতি বাস চালক ও হেল্পারের জন্য কোম্পানি ভেদে ৩০০ থেকে ৬০০ টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়। কিন্তু বাস স্টাফদের দাবি, এতে তাদের আয়ে বড় ধরনের ধস নেমেছে। আগে বিশৃঙ্খলভাবে চললেও দৈনিক তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত উপার্জন সম্ভব হতো, কিন্তু এখন দিনে হাজার টাকাও থাকছে না। তাই নতুন ব্যবস্থায় আসতে রাজি না তারা। পরিবহণ শ্রমিকদের ভাষ্য, ঢাকায় অধিকাংশ বাস চুক্তিভিত্তিতে পরিচালিত হয়, যেখানে চালক ও শ্রমিকরা দৈনিক জমা ও তেলের খরচ পরিশোধের পর বাকি অর্থ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন। এতে কোম্পানি ভেদে বাস মালিকরা তিন থেকে পাঁচ হাজার টাকা পান, আর বাস স্টাফরা পান চার থেকে পাঁচ হাজার। আর এ কারণেই তারা প্রতিযোগিতা করে বেশি ট্রিপ দিতে চান, যত্রতত্র যাত্রী তোলেন। এতে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে, যাত্রীদের হয়রানির শিকার হতে হয়। একাধিক কোম্পানির চালকরা জানান, পরিবহণ সেক্টরে চালকরা একদিন বিরতি দিয়ে গাড়ি চালান। তাই বর্তমানে নতুন ব্যবস্থায় ড্রাইভার ও স্টাফ মিলিয়ে দিনে দুই তিন ট্রিপে দুই হাজার-পঁচিশ শত টাকা পাওয়া যায়। এর মধ্যে দুপুরের খাবারের খরচ নিজেদের। ওই খরচ বাদ দিলে থাকে ১২শ-১৫শ টাকা। দুই দিনের হিসাবে তা আরও কম আসে। তাই তারা কাউন্টার ব্যবস্থায় অনাগ্রহী। এদিকে নতুন ব্যবস্থায় কিছু কিছু বাস কোম্পানির আপত্তি রয়েছে। কোম্পানিগুলো থেকে জানায়, কাউন্টার ব্যবস্থায় বাসগুলো যত্রতত্র লোক উঠানো বন্ধ করছে না। ফলে সব ভাড়া কাউন্টারে জমা পড়ছে না। এতে দিনশেষে কোম্পানির মোট আয় অনেক কম দেখায়। এই আয় থেকে বাস স্টাফদের খরচ বাদ দিলে বাস মালিকদের দেওয়ার মতো কিছু থাকে না। আগে বাস মালিকরা গড়ে তিন থেকে চার হাজার টাকা আয় করতে পারলেও নতুন ব্যবস্থায় তাদের ভাগে এক হাজার টাকা করে পড়ে। তবে অভিযোগ রয়েছে, কাউন্টার ও ই-টিকিটিং ব্যবস্থার কারণে কোম্পানির পরিচালকদের নিয়মবহির্ভূত আয়ের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। কোম্পানির নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি বাস মালিকদের থেকে কোম্পানি পরিচালনার জন্য দৈনিক ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা জমা নেয়। এতে কোম্পানি পরিচালনা খরচ উঠেও বাড়তি অনেক টাকা থাকে যা পরিচালনা পর্ষদ নিজেরা ভাগাভাগি করে নেয়। এছাড়াও ওয়েবিল চেকারদের কাছ থেকে দৈনিক গড়ে ১৫ হাজার টাকার মতো নিয়ে থাকে কোম্পানির লোকেরা। যা তাদের নিজেরা রেখে দেয়। কোম্পানি পরিচালনার সঙ্গে এই আয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। কিন্তু কাউন্টার পদ্ধতিতে কোম্পানির জন্য নির্দিষ্ট খরচ রাখা বাদে বাকি টাকা বাস মালিকদের কাছে যাবার কথা। এদিকে কাউন্টার পদ্ধতিতে পরিবহণ খাতের চাঁদাবাজরাও নাখোশ। ই-টিকিটিংয়ের কারণে যাত্রীদের ভাড়ার টাকা বাস স্টাফদের হাতে থাকে না। আর এই কারণে ফেরিঘাট মোড়ে মোড়ে চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন বাস স্টাফরা। আর অভিযোগ রয়েছে এই চাঁদাবাজদের সঙ্গে কোম্পানি ও পরিবহণ মালিক সমিতির সুবিধাভোগী লোকেরাও জড়িত। তাই সবাই যোগসাজশে কাউন্টার ব্যবস্থার বিরোধিতা করে তা উঠিয়ে দিতে কাজ করে যাচ্ছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গণপরিবহণে শৃঙ্খলা ফেরাতে সরকারকে উদ্যোগী হতে হবে। যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মো. হাদিউজ্জামান বলেন, সরকার যদি নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গণপরিবহণ চালু করে, তাহলে এ সমস্যা সমাধান হতে পারে। সরকারের পক্ষ হতে কোম্পানিভিত্তিক একটা বিজনেস মোডিউল তৈরি করতে হবে, যেখানে বাস মালিকরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হবে। বিদ্যমান ব্যবস্থা জিইয়ে রেখে শৃঙ্খলা আনা সম্ভব হবে না। তিনি বলেন, এর জন্য প্রয়োজন অন্তত ৪ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প। এই টাকায় ঢাকার যত বাস আছে, সব কিনে নিয়ে ভালোগুলো রেখে বাকিগুলো স্ক্র্যাপ করে ফেলা এবং কোম্পানিতে দক্ষ জনবল নিয়োগ করা। ঢাকায় ২০ শতাংশ যাত্রী বহনের জন্য যদি ৩০ হাজার কোটি টাকা দিয়ে একটি মেট্রোরেলের লাইন তৈরি করা যায়, তাহলে বাকি যাত্রীদের সুবিধার্থে ৪ হাজার কোটি টাকা বেশি নয়। ঢাকা সড়ক পরিবহণ মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. সাইফুল আলম বলেন, গোলাপি বাসে পুরোপুরি সমস্যার সমাধান হয়েছে তা বলা যাবে না। কেননা এতে কিছুটা সময় লাগবে। দ্রুত সময়ের মধ্যে গাড়ি রং করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাথমিকভাবে আমরা জোর দিয়েছে নির্দিষ্ট স্থান থেকে যাত্রী বাসে ওঠানো বা টিকিট বিক্রি নিয়ে। তিনি বলেন, সিটি করপোরেশন তো কোনো দায়িত্বই নিচ্ছে না। এখন আমরা নিজেরা যদি বাস স্টপেজের সাইন লাগাতে যাই, সেখানেও কিন্তু সিটি করপোরেশনের অনুমতি আর অনুমোদন লাগবে। তার পরও আমরা সিটি করপোরেশনকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছি।

১৫ লাখ পরীক্ষার্থীকে জিম্মি করে

এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছেন। ২০২৩ সালের জুন মাসে তাদের শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ভর্তি করা হয়েছিল ওই বছরের সেপ্টেম্বরে। আর ক্লাস শুরু হয়েছিল অক্টোবরে। সেসময় তাদের অক্টোবর মাস (২০২৩) থেকে বেতন নেওয়া হয়। একাদশ থেকে দ্বাদশ, সবশেষ নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তারা এখন এইচএসসির চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ৯টি শিক্ষা বোর্ড এইচএসসির ভর্তি ফরম পূরণের নির্দেশিকা জারি করে। তাতে বলা হয়, ২ মার্চ থেকে ১০ মার্চ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করতে হবে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ ফি দিতে হবে ২ হাজার ৭৮৫ টাকা। মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার পরীক্ষার্থীদের ফি দিতে হবে ২ হাজার ২২৫ টাকা। তবে ফরম পূরণের ফির সঙ্গে আগামী সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অগ্রিম বেতন আদায় করছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। কর্তৃপক্ষের দাবি, শিক্ষা বোর্ডের নির্দেশনা মেনেই তারা মোট ২৪ মাসের (একাদশ-দ্বাদশ) বেতন নিচ্ছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, রাজধানীসহ সারা দেশের প্রায় সব কলেজ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত অগ্রিম বেতন আদায় করছে। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, হামদর্দ কলেজসহ বেশ কয়েকটি সরকারি-বেসরকারি কলেজের বিজ্ঞপ্তি হাতে এসেছে। সেখানে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেতন পরিশোধের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বেতন পরিশোধ না করা পর্যন্ত এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ করতে দেওয়া হচ্ছে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের বিজ্ঞপ্তি বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ১৭ মাস বেতন আদায় করা হয়েছে। বাকি সাত মাসের (মার্চ-সেপ্টেম্বর) বেতনের টাকা ফরম পূরণের সময় একসঙ্গে দিতে হবে। সম্পূর্ণ ফি পরিশোধ না করলে পরীক্ষার্থীর ফরম পূরণ করতে দেওয়া হবে না।

ভিকারুননিসার মূল শাখায় এইচএসসি পরীক্ষার্থী এক ছাত্রীর মা তাহেরা আক্তার রুপা বলেন, 'শিক্ষাবর্ষ দেরিতে শুরু করার দায় পেছনে তো আমাদের দায় নেই। তারা দেরিতে একাদশে ভর্তি করিয়েছেন। এখন ১৫-১৬ মাস ক্লাস করিয়ে পরীক্ষা নিচ্ছেন। কিন্তু ২৪ মাসেরই বেতন দিতে হবে। তার মধ্যে ৬-৭ মাসের বেতন অগ্রিম নেওয়া হচ্ছে। ভিকারুননিসায় ৭ মাসের বেতন বাবদ আমাদের একসঙ্গে ১৪ হাজার ৭০০ টাকা দিতে হচ্ছে। তার সঙ্গে ফরম পূরণ ফি ২ হাজার ৭৮৫ টাকা। সবমিলিয়ে প্রায় সাড়ে ১৭ হাজার টাকা লাগবে। এটা দুই-তিনদিনের মধ্যে পরিশোধ করতে চাপ দেওয়া হচ্ছে। এটা তো এখন বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের জন্য।'

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অভিভাবক সাব্বির হায়দার বলেন, 'মেয়ের ফরম পূরণ করতে গিয়ে দেখি সাত মাসের বেতন আগাম চাইছে। বললাম হঠাৎ এত টাকা আমরা দেবো কীভাবে? শিক্ষকরা উল্টো রাগ দেখিয়ে বললেন, তাহলে এ কলেজে ভর্তি করেছেন কেন?'

ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'দেখুন, আমাদের মতো যাদের আয়, তাদের পক্ষে মাসে মাসে দুই হাজার টাকা বেতন দেওয়া হয়তো সম্ভব। কিন্তু একসঙ্গে ৭ মাসের বেতনের ১৪ হাজার টাকা এবং ফরম ফিলআপের ফি পরিশোধ করতে গেলে তো ধারদেনা করা ছাড়া উপায় নেই। রমজান মাস, সামনে ঈদ। আবার ফরম পূরণ না করলে তো মেয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে না। বাধ্য হয়ে সব টাকা দিয়েছি। এটা তো একরকম জিম্মি করা। এত আয়োজন, বৈষম্য নিয়ে কথা; তারপরও দেশে সেই শিক্ষার বাণিজ্য তো চলছেই।'

ফরম পূরণে অগ্রিম ৭ মাসের বেতন আদায়কে শিক্ষার নীতিহীন ব্যবসা বলে মনে করেন অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মীর মুজিবুলহক জিয়াউল কবির দুলু। তিনি বলেন, 'কলেজের শিক্ষাবর্ষ শেষ হয় ৩০ জুন। এবার পরীক্ষা শুরু হবে ২৬ জুন। তাহলে পরীক্ষার পর কলেজে কি ক্লাস চলবে? যদি ক্লাস না চলে তাহলে শিক্ষার্থীরা বেতন কেন দেবে? স্কুল-কলেজের এ ব্যবস্থা আর কতদিন এ দেশে চলবে? বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পরও এমন শিক্ষার বাণিজ্য কেন? আমরা পরীক্ষা শুরুর পর বেতন আদায়ের অন্যায় আবদারের প্রতিকার চাই। অবিলম্বে শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষাপ্রশাসন এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেবে বলে আশা করছি।'

'কলেজগুলোর তো আয় দরকার'

ভর্তি নির্দেশিকায় থাকা নির্দেশনা মেনে বেতন আদায় করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন কলেজের অধ্যক্ষরা। আর শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা বলছেন, একাদশ-দ্বাদশ দুই বছর মিলিয়ে ২৪ মাসের বেতন তারা নিতে পারবে। সেই হিসাবে ২৪ মাসের বেতনের টাকা না পেলে কলেজগুলো বিপদে পড়বে। তাদের ভাষ্য, 'কলেজগুলোরও তো আয়ের দরকার আছে।'

জানতে চাইলে ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাজেদা আক্তার বলেন, 'ঢাকা বোর্ডের নির্দেশিকা মেনেই আমরা ২৪ মাসের বেতন নিতে বলেছি। আমরা নিয়মের বাইরে কিছু করছি না।'

একসঙ্গে অগ্রিম ৭ মাসের বেতন আদায়ের বিষয়ে তিনি বলেন, 'ফরম পূরণের পর শিক্ষার্থীরা আর কলেজে আসে না। এখন বেতন না নিয়ে নিলে সেটা তোলা কষ্টকর। সেজন্য ফরম পূরণের সঙ্গে সব নিয়ে রাখা হচ্ছে।'

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটির সভাপতি ও ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার বলেন, 'একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি দুই বছরের। সেজন্য ২৪ মাসের বেতন নিতে বলা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব জায়গায়ই তো এমন হয়। শিক্ষার্থীরা ক্লাস করেছে এবং পরীক্ষা দিয়েছে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। তাহলে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেতন আদায়ের যৌক্তিকতা কী এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, 'এটা তো আগের নিয়ম। বরাবরই ২৪ মাসের বেতন নেওয়া হয়। কলেজগুলো শিক্ষার্থীদের বেতনের টাকায় চলে। তাদেরও আয়ের প্রয়োজন আছে। তাদের তো বছরের ১২ মাসই শিক্ষকদের বেতন দিতে হয়। সেজন্য শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও পুরো দুই বছরের (১২+১২ মাস) বেতনের টাকা নেওয়ার অনুমতি দিয়েছি আমরা।' ক্লাস বন্ধ এবং পরীক্ষার পরও বেতন আদায়ে শিক্ষা বোর্ডের এমন অবস্থান নিয়ে জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব সিদ্দিক জোবায়ের বলেন, 'শিক্ষা বোর্ড যে নির্দেশনা দিয়েছে, তাতে কিছুটা কনসিডার (ছাড়) দেওয়ার সুযোগ আছে কি না, তা কথা বলে দেখবো। সুযোগ থাকলে সেটা করা হবে। শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সবার আগে বিবেচনায় নিতে হবে।'

দেশ থেকেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেওয়ার

কথা ভাবি, যা হবে ব্যক্তির কর্মদক্ষতা অর্জন, তার আত্মোন্নয়নের উপযুক্ত পথ; যা হবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক উৎকর্ষের সহায়ক এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক তৈরির উপায়।' 'আমি এমন শিক্ষাব্যবস্থার স্বপ্ন দেখি, যেখানে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা দেশের ভেতরেই তাদের ভবিষ্যৎ দেখতে পাবে। এবং বাংলাদেশ থেকেই বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।' এ প্রসঙ্গে সি আর আবরার আরও বলেন, তা হয়তো এক বছরে হবে না, পাঁচ বছরে হবে না। কিন্তু এজন্য যে ভিত্তি তৈরি করে দেওয়া, এজন্য অনেকগুলো উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আমরা মনে করি অনেক কিছু আছে। ৮-১০ মাসের মধ্যে এ সরকারের মেয়াদকালীন বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে সেগুলো সমাধানে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তিনি বলেন, আমরা স্বল্পমেয়াদি বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করবো। সেগুলোর ব্যাপারে কাজ শুরু করবো। দীর্ঘমেয়াদি যে ইস্যুগুলো আছে, এগুলো সমাধান করতে হবে বলে আমরা যদি মনে করি, তবে অংশীজনদের সঙ্গে সেগুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করবো। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন যত প্রতিষ্ঠান রয়েছে, আশা করি আমরা একই সঙ্গে এগিয়ে যেতে পারবো। স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা হচ্ছে জনগণের বড় রকমের অধিকার। এই ফাউন্ডেশনাল খাত নিয়ে যে দায়িত্ব আমাদের ওপর অর্পিত হয়েছে, আশা করি সেই দায়িত্ব আমরা যৌথভাবে পালন করবো। সহযাত্রী হিসেবে আমরা সবাই থাকবো।

লিগ্যাল এইড-এর হটলাইন

খরচায় আইনি সেবা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়, সংস্থার অধীনে সরকারি খরচায় এই সময়ের মধ্যে ১১ লাখ ৬৮ হাজার ৯৪৭ জনকে আইনি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১ লাখ ২৪ হাজার ৮০৮ জন কারাবন্দিকে সরকারি খরচায় আইনি সহায়তা দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, এর মধ্যে ৪ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩৪ টি আইনি পরামর্শ সেবা দেয়া হয়। সেবা গ্রহণকারীদের মধ্যে সুপ্রিমকোর্ট লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ২৮ হাজার ৬১১ জন, দেশের ৬৪ জেলার লিগ্যাল এইড অফিসের মাধ্যমে ৯ লাখ ২৭ হাজার ৫২৫ জন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম শ্রমিক আইনি সহায়তা সেলের মাধ্যমে ২৯ হাজার ৭৫ জন। দেশে আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল, অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনি সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে 'আইনগত সহায়তা প্রদান আইনের' অধীনে সরকারি খরচায় এ সেবা দেয়া হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের অধিনে জাতীয় আইনগত সহায়তা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

ঢাবি থেকে নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ

প্রচারিত হচ্ছে। এই ঘটনা সত্যিই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য অপমানজনক। এ অবস্থায় ছাত্রদের পাশে শিক্ষকদের দাঁড়ানো উচিত বলে আমার মনে হয়। সবার উদ্দেশে বলবো আসুন ঢাবি সিন্ডিকেট ভেঙে দিয়ে একটি বিকেন্দ্রীকরণ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। এ সময় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাউদ্দিন আম্মার বলেন, এই নতুন বাংলাদেশে আবার যদি বৈষম্যের সৃষ্টি করা হয় তাহলে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে এই বাংলাদেশের মানুষ আবার সেই ফ্যাসিস্ট আচরণকে সমূলে উৎপাটন করবো। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপককে শিক্ষা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে এমন একটি খবর ভেসে এসেছিল। তার কিছুক্ষণ পর আমরা জানতে পারি অন্য কেউ হচ্ছেন শিক্ষা উপদেষ্টা। রাবি শিক্ষককে সরিয়ে ঢাবি থেকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। জুলাইয়ের আগে প্রতিটি ক্যাম্পাস ছিল ফ্যাসিবাদ নির্মূলের আঁতুড়ঘর- কিন্তু জুলাইয়ের পর দেখছি প্রেক্ষাপট ভিন্ন। আর কোনো ক্যাম্পাসে কি যোগ্য মানুষ নেই? অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, পিএসসি, ইউজিসিসহ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় একমাত্র যোগ্য ব্যক্তিরা হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকমণ্ডলী, যা বৈষম্য ছাড়া কিছুই না। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। আমরা চাই সরকার ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করুক। এখন সময় এসেছে বিপ্লবের হিস্যা সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়ার। রেলপথ অবরোধের বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, অধিকার আদায় বা সংস্কারে সাময়িক অসুবিধা হবেই। আমাদের আর ঢাবির মধ্যে পার্থক্যটা এটাই। ঢাবি অধিকার আদায়ের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা শাহবাগের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ব্লকেড করে দেয়, রাজুর মতো জায়গা আটকে দেয়। আর আমরা রেল ব্লকেড দিতেই একদল ভোগান্তির কথা চিন্তা করছেন। জুলাইয়ের পর উত্তরবঙ্গ নিয়ে চিন্তা না থাকলে ঢাকা থেকে উত্তরবঙ্গকে আলাদা করে দিই দেখি ঢাকার এই উত্তরবঙ্গ লাগে কি না। যারা রেল ব্লকেড করবে তারাও রোজাদার। আপনাদের এই সহনশীল আচরণ এবং মানবিক মূল্যবোধ অবশ্যই পজিটিভ কিন্তু দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সাময়িক রাষ্ট্র অচল করে দিয়ে নিজেদের মূল্য সরকারকে বোঝানো গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ট্রেন আটকে আছে কিনা জানতে চাইলে রাজশাহী রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলের মহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার তালুকদার বলেন, আপাতত কোনো ট্রেন আটকে নেই। তবে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা রাজশাহীগামী ধূমকেতু ট্রেনটির শিডিউল বিপর্যয় হবে। একদিন শিডিউল বিপর্যয়ের কারণে আগামী সাত দিন ট্রেনের শিডিউল ঠিক থাকবে না। তাই আমি সবাইকে বলবো আমাদের প্রতিবাদের ভাষা এভাবে ভোগান্তি সৃষ্টি না করে অন্যভাবেও করা যায়। এর আগে গত মঙ্গলবার রাতে সালাউদ্দিন আম্মার এক ফেসবুক পোস্টের মাধ্যমে রেলপথ অবরোধের ঘোষণা দেন। প্রথমে সকাল ৯টার কথা বলা হলেও পরে বেলা ১১টায় শিক্ষার্থীদের জোহা চত্বরে উপস্থিত হওয়ার কথা জানান তিনি।

বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি পোশাকের

যে, ২০২৪ সালে ২০২৩ সালের তুলনায় উন্নতি দেখা গেলেও, ২০২২ সালে অর্জিত স্তরের তুলনায় আয় এখনও কম।বাংলাদেশের তুলনায়, চীন ২০২৪ সালে ২.৬১% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যেখানে পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া যথাক্রমে ১২.৪১% ও ২০.৭৩% উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ২০২৪ সালে ইইউতে চীনের পোশাক রপ্তানির পরিমাণ ছিল ২৬.০৭ বিলিয়ন ডলার, যা ২০২৩ সালে ছিল ২৫.৪০ বিলিয়ন ডলার। অন্যদিকে, তুরস্ক থেকে ইইউতে পোশাক আমদানি ৬.৬৪% হ্রাস পেয়েছে, যা ২০২৪ সালে ১০.০৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে, যেখানে ভিয়েতনাম ৪.২১% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা রপ্তানিতে ৪.৩০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছেছে। পাকিস্তান ও কম্বোডিয়া ২০২৪ সালে ইইউ পোশাক বাজার থেকে ৩.৭৯ বিলিয়ন ডলার এবং ৪.২২ বিলিয়ন ডলার অর্জন করেছে। ২০২৪ সালে, ইইউ ভারত থেকে ৪.৫২ বিলিয়ন ডলার মূল্যের পোশাক আমদানি করেছে, যা ২০২৩ সালের আয়ের তুলনায় ১.৯৭% বেশি। প্রাক্তন পরিচালক, ব্র্যান্ড বিজিএমইএ ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাংলাদেশ অ্যাপারেল এক্সচেঞ্জ লিমিটেড, এএমডি, ডেনিম এক্সপার্ট লিমিটেড মহিউদ্দিন রুবেল বলেছেন, 'অন্যদিকে, বাংলাদেশ রপ্তানির পরিমাণ ও মূল্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা দেখিয়েছে। তাই, ভবিষ্যতের প্রবৃদ্ধির জন্য কৌশলগত পরিবর্তন জরুরি। তিনি আরও বলেন, বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতির ধারাবাহিক মূল্যস্ফীতির মুখে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা নিশ্চিত করতে এবং মুনাফা মার্জিন রক্ষা করার জন্য মূল্য সংযোজন ও বাজার বৈচিত্র্য আনয়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশে ঢুকে পড়া দুই ভারতীয়কে ফেরত দিয়েছে বিজিবি

স্টাফ রিপোর্টার : অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে দুই ভারতীয় নাগরিক আটক করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন। পরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) অনুরোধে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের ফেরত দেওয়া হয়। গতকাল বুধবার দুপুরে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আটক ভারতীয়রা হলেন- ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলাঙ্গী থানার বিশ্বাসপাড়া গ্রামের মৃত ইমাম বক্সের ছেলে আবু সাঈদ (৫৫) ও একই এলাকার মৃত শরৎ হালদারের ছেলে কানু হালদার (৫৫)। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭ বিজিবি) কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মুর্শেদ রহমান জানান, গত মঙ্গলবার দেড়টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের আওতাধীন দৌলতপুর উপজেলার চিলমারী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ৮৫/১৩-এস থেকে আনুমানিক ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে আলিমডোবা মাঠ নামক স্থান থেকে দুই ভারতীয় নাগরিককে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে আটক করা হয়। বিজিবি অধিনায়ক আরও জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা ভুলবশত সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে। পরে বিষয়টি গভীরভাবে যাচাই-বাছাই করা হয় এবং বিএসএফের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের সার্বিক দিকনির্দেশনায় মানবিক বিবেচনায় দুই দেশে সীমান্তরক্ষীদের পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের নিজ দেশে ফেরত দেওয়া হয়।

রাঙামাটিতে টিসিবির কার্ড ছাড়া পণ্য পাচ্ছেন সাধারণ মানুষ

স্টাফ রিপোর্টার : রমজান উপলক্ষে টিসিবির কার্ড বা এনআইডি কার্ড ছাড়াই চার ধরনের পণ্য ট্রাক সেল থেকে কিনতে পারছেন সাধারণ মানুষ। গতকাল বুধবার সকাল থেকে রাঙামাটি শহরের পাঁচটি পয়েন্টে প্রতি প্যাকেজ ৪৫০ টাকা হারে পণ্য বিক্রয় করা হচ্ছে। এতে একজন ভোক্তা দুই কেজি মসুর ডাল, দুই লিটার সয়াবিন তেল, এক কেজি চিনি ও এক কেজি ছোলা পাচ্ছেন। জেলা প্রশাসন সূত্র থেকে জানা গেছে, প্রতিটি পয়েন্টে প্রথম ৪০০ জন ভোক্তা পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত আগামী ২২ মার্চ পর্যন্ত এ ট্রাক সেল কার্যক্রম চলমান থাকবে। প্রতিদিন পাঁচটি করে জেলা শহরের সর্বমোট ১৫টি পয়েন্টে এই বিক্রয় কার্যক্রম চলবে। এসব কার্যক্রম পরিদর্শন করেন রাঙামাটি সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রিফাত আসমা। তিনি জানান, অনেক নিম্ন আয়ের মানুষের টিসিবি কার্ড নেই, তারা ছাড়াও সকলে প্রথম ৪০০ জন ভোক্তা পণ্য ক্রয় করতে পারবেন। সুষ্ঠুভাবে এই কার্যক্রম প্রথম দিন শেষ হয়েছে। শৃঙ্খলা না থাকায় পণ্য পেতে ভোগান্তি অভিযোগ পণ্য কিনতে আসা সাধারণ মানুষের। দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর পণ্য পেয়ে উচ্ছ্বাস সাধারণ মানুষের মাঝে।

নোয়াখালীতে হাসপাতালের সামনে ইয়াবা বিক্রির সময় স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর সদর উপজেলায় হাসপাতালের সামনে ইয়াবা বিক্রির সময় স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি)। গ্রেপ্তার দম্পতি দীর্ঘদিন ধরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত বলে ডিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১০টার দিকে জেলা শহরের হাউজিং বালুর মাঠের ডা. রেজাউল করিম বারী ডায়াবেটিস হাসপাতালের সামনে থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে দুই হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। গ্রেপ্তাররা হলেন- নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার ছয়ানী ইউনিয়নের ভবানী জীবনপুর গ্রামের মৃত আহম্মদ উল্লাহর মেয়ে নাজমা আক্তার (৩৯) ও তার স্বামী এরশাদ উল্লাহ (২৮)। জেলা গোয়েন্দা শাখা সূত্রে জানা গেছে, ইয়াবা বিক্রির খবর পেয়ে গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে জেলা শহরের হাউজিং এলাকার ওই হাসপাতালের সামনে অভিযান চালিয়ে দম্পতিকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় দুই হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, তারা পেশাদার মাদক কারবারি। তাদের বিরুদ্ধে আগেও বিভিন্ন জেলায় একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে মাদক ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত। জেলা গোয়েন্দা শাখার ওসি মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, তাদের বিরুদ্ধে সুধারাম মডেল থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। তারপর চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে সোপর্দ করা হয়। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

কিশোর গ্যাং 'ভইরা দে গ্রুপের' রাব্বি গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর পল্লবী এলাকা থেকে আলোচিত কিশোর গ্যাং 'ভইরা দে গ্রুপের' সদস্য মো. রাব্বি ওরফে কানা রাব্বিকে (২১) গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার রাতে রাজধানীর পল্লবী এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করে র‌্যাব-৪। গতকাল বুধবার র‌্যাবের লিগ্যাল অ্যান্ড মিডিয়া উইংয়ের পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আশিকুর রহমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গ্রেপ্তার রাব্বিকে জিজ্ঞাসাবাদের বরাতে র‌্যাব জানায়, রাজধানীর পল্লবী থানা এলাকায় বেশ কিছু কিশোর গ্যাং গ্রুপ সক্রিয় রয়েছে। যার মধ্যে 'ভইরা দে গ্রুপ'র সক্রিয় সদস্য রয়েছে ২০-২৫ জন। এই গ্রুপের সদস্যরা পল্লবী থানার কালশীসহ আশপাশের এলাকায় চাঁদাবাজি, ছিনতাই, মারামারি, মাদক সেবন ও ইভটিজিংসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। চিহ্নিত এসব বেপরোয়া ও মাদকসেবী কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যদের অত্যাচারে স্থানীয় লোকজন অতিষ্ঠ ও অসহায় হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়া ও সংবাদমাধ্যমে গ্রুপটির বিরুদ্ধে বেশ কিছু খবর প্রকাশিত হয় বলেও জানায় র‌্যাব।

আশুলিয়া থানার ওসির বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানোর অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার সাভার উপজেলার আশুলিয়া থানার নতুন ওসি মোহাম্মদ মনিরুল হক ডাবলুর নিয়োগ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। একপক্ষ বলছে, ছাত্রজীবনে তিনি ছাত্রলীগ করতেন। আরেকপক্ষ বলছে, ছাত্রদল করতেন। ছাত্রদলের সাবেক কয়েকজন নেতা জানিয়েছেন, ছাত্রজীবনে ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ডাবলু। ছাত্রদল করার কারণে তাকে হল থেকে বের করে দিয়েছিল তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ। ডাবলু কোনোদিন ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। চাকরিকালীন সময়ে তাকে বিএনপি ঘরনার হিসেবে চিহ্নিত করে কম গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় পোস্টিং দিয়ে রাখা হয়েছিল। ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুসহ কয়েকজন নেতা বলেছেন, ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ডাবলু। পুলিশ জানায়, ওসি ডাবলু সম্প্রতি বাংলাদেশ পুলিশ সার্ভিসের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ জন্য তিনি একটি পক্ষের প্রতিহিংসার শিকার হয়েছেন। সামাজিক মাধ্যমে গুজব ছড়িয়ে তাকে সাবেক ছাত্রলীগ বলে প্রচার এবং আওয়ামী এমপি নজরুল ইসলামের প্রত্যয়নের ঘটনাটি চাকরি রক্ষার কৌশল বলে জানিয়েছেন ডাবলুর সাবেক সহপাঠীরা। এ ছাড়া পুলিশ সার্ভিসে ডাবলু বিএনপি ঘরনার লোক বলেই পরিচিত। গত ২ মার্চ ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার আনিসুজ্জামান স্বাক্ষরিত একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুলিশ পরিদর্শক (নিরস্ত্র) মোহাম্মদ মনিরুল হক ডাবলুকে আশুলিয়া থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওসি মোহাম্মদ মনিরুল হক বলেন, একটি পক্ষ ষড়যন্ত্র করে পরিকল্পিতভাবে ফেসবুকে আমার বিরুদ্ধে গুজব ছড়াচ্ছে। আমি ছাত্রলীগের রাজনীতি করিনি।

সাবেক এমপি সোলাইমান সেলিমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর লালবাগ থানার মামলায় হাজী মোহাম্মদ সেলিমের ছেলে ঢাকা-৭ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সোলাইমান সেলিমকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গতকাল বুধবার সকাল ১০টা ৬ মিনিটে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মনিরুল ইসলামের আদালতে তোলা হয় সোলাইমান সেলিমসহ সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, শাহজাহান খান, কামাল আহমেদ মজুমদার, সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম ও অন্য আসামিদের। এ সময় হেলমেট, বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট ও পেছনে হাত রেখে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে হাজতখানা থেকে বের করে এজলাসে তোলা হয় তাদের। আসামিদের আইনজীবীরাও কাছে চলে আসেন। আসামিরা ওকালতনামায় সইসহ আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরই এজলাসে আসেন বিচারক। এ সময় এজলাসে থাকা সাংবাদিকদের উদ্দেশ করে সোলাইমান সেলিম বলেন, অনেক সাংবাদিক ভুয়া নিউজ করে। তারা লিখেছে শাহজাহান খানসহ অনেকে নাকি কারাগারে ভালো খাবার খাচ্ছে। এসব ভুয়া নিউজ করে আমাদের ১২টা বাজিয়ে দিচ্ছে। এ সময় কাঠগড়ার পাশে থাকা পুলিশ সদস্যরা তাকে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কথা বলতে বারণ করেন। তখন সোলাইমান সেলিম পুলিশ সদস্যদের উদ্দেশে বলেন, জবাই তো দেবেন। একটু সময় দেন। এরপরই ক্ষোভ প্রকাশ করে সোলাইমান সেলিম বলেন, যেকোনো সময় ফাঁসির আদেশ আসতে পারে। এতে আমি অবাক হবো না। বঙ্গবন্ধুর বাড়ির যেভাবে ভাঙা হয়েছে, বোঝা শেষ। তারপর হাজতখানায় নিয়ে যাওয়ার সময় সোলাইমান সেলিমকে তার বক্তব্য 'যেকোনো সময় ফাঁসির আদেশ' এর বিষয়ে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, তড়িঘড়ি করে বিচার হয় না।

কাঠগড়ায় বিমর্ষ সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার

স্টাফ রিপোর্টার : মিরপুর মডেল থানার মামলায় সাবেক শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদারকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। গতকাল বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলামের আদালত তাকে গ্রেপ্তার দেখান। এ মামলার গ্রেপ্তার শুনানি চলাকালে কাঠগড়ায় থাকা অবস্থায় বুকে হাত বেঁধে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি। এসময় বিমর্ষ দেখা যায় তাকে। এদিন সকালে তাকে আদালতে কারাগার থেকে আদালতে তোলা হয়। এরপর ১০টা ২০ মিনিটে দুজন পুলিশ কনস্টেবল তাকে দুই পাশে ধরে কাঠগড়ায় তোলেন। পরে তিনি কাঠগড়ায় পেছনে গিয়ে দেয়াল পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তখন হাবিবুল্লাহ নামের একজন কনস্টেবল তার হাত ধরে রাখেন। তারপর ১০টা ২৮ মিনিটে তিনি কাঠগড়ার সামনে আসেন। তখন আইনজীবীকে ডেকে কিছুক্ষণ কথা বলেন তিনি। পরে তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়। গ্রেপ্তার দেখানো শেষে দুই পুলিশ কনস্টেবল আবারও তাকে ধরে হাজতখানায় নিয়ে যান। নেওয়ার পথে কামাল আহমেদ মজুমদার বলেন, 'আমি অনেক অসুস্থ।' এর আগে গত ১৮ অক্টোবর রাতে রাজধানীর গুলশান এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর একাধিক মামলায় তাকে রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। বর্তমানে কারাগারে আটক রয়েছেন।

দেশে না থাকলেও শেখ হাসিনার বিচার হবে: প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে না থাকলেও আইন অনুযায়ী তার বিচার হবে বলে দাবি করেছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি এ কথা বলেছেন। গত ৫ আগস্ট দেশত্যাগের পর থেকে ভারতে অবস্থান করছেন শেখ হাসিনা। এ অবস্থায় তাকে বিচারের সম্মুখীন করা যাবে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, শেখ হাসিনা দেশে উপস্থিত না থাকলেও তার বিচার হবে। পাশাপাশি তার অপরাধের সঙ্গে জড়িত পরিবারের সদস্য ও অন্যান্য সহযোগীদেরও বিচারের আওতায় আনা হবে। ইতোমধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে শেখ হাসিনাকে হস্তান্তরের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ করা হয়েছে। তবে ভারতের পক্ষ থেকে এখনও আনুষ্ঠানিক জবাব পাওয়া যায়নি মন্তব্য করে ড. ইউনূস বলেছেন, তিনি ইতিবাচক কোনো সাড়া পাবেন বলেই আশা করেন। যদি আইনে থাকে, তবে শেখ হাসিনাকে দেশে নিয়ে আসতে কোনো বাধা থাকবে বলে মনে করেন না তিনি। সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে উঠে আসে বহুল আলোচিত আয়নাঘর প্রসঙ্গ। তদন্তকারী কর্মকর্তারা সম্প্রতি শতাধিক আয়নাঘরের অস্তিত্ব খুজে পাওয়ার দাবি করেছেন। কিন্তু এ স্থানগুলো এখনও প্রকাশ্যে না আনার কারণ জানতে চাইলে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, আয়নাঘরগুলো স্থাপন করা হয়েছিল সামরিক বাহিনীর আওতাধীন এলাকায়।

সম্পাদকীয়

সরকারি কেনাকাটায় অনিয়ম
স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে

সরকারি কেনাকাটায় অনিয়ম-দুর্নীতি থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে ২০১১ সালে সরকারি ই-প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) ব্যবস্থা চালু করা হয়, কিন্তু তাতেও সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা যায়নি। ই-জিপি ব্যবস্থায় বাজার দখল, ঠিকাদারদের যোগসাজশ এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান থাকার বিষয়টি উঠে এসেছে বেসরকারি সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) এক গবেষণা প্রতিবেদনে। পর্যবেক্ষণে তারা বলেছে, সরকারি ক্রয় খাত এখনো জিম্মি অবস্থায় রয়েছে। এই অবস্থায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে গবেষণা প্রতিবেদনে পাঁচ দফা সুপারিশ করা হয়েছে। সরকারি কেনাকাটায় দুর্নীতির চেষ্টা কমবেশি সব দেশেই আছে। বেশির ভাগ দেশ, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো নানা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির সেসব প্রচেষ্টা রোধ করে। অন্য দেশগুলোতে দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে দুর্নীতি লাগামহীন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ২০১২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পাঁচ লাখ ৯৬ হাজার ৯৯১ কোটি টাকার কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে শীর্ষ ১০ মন্ত্রণালয় প্রায় ৯২ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে। এই ১০টি মন্ত্রণালয়ের গড়ে ৬১ শতাংশ কার্যাদেশই চলে গেছে মাত্র ৫ শতাংশ ঠিকাদারের হাতে। তিনি জানান, ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যৌথ মালিকানা ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী প্রকল্পগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিচ্ছে। ফলে প্রতিযোগিতার সুযোগ কমে যাচ্ছে, যা সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা হ্রাস করছে। সরকারি ই-প্রকিউরমেন্ট ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতে টিআইবি যেসব সুপারিশ করেছে তার মধ্যে রয়েছে, যুগ্ম উদ্যোগ (জেভি) বা যৌথ মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যক্রম কঠোরভাবে পর্যালোচনা করা এবং এ জন্য স্বাধীন পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা। যে ঠিকাদার এককভাবে বড় প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে সক্ষম, তাকে জেভি গঠনের অনুমতি না দেওয়া। ঠিকাদারদের জন্য বাজার শেয়ারের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা পাশাপাশি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা। সরকারি ক্রয়ব্যবস্থায় আন্তর্জাতিক মানের নিয়ম-নীতি ও প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা। এ ছাড়া পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রুলস সংশোধন করে সব কোম্পানি ও জেভির প্রকৃত মালিকানা তথ্য উন্মুক্ত করতে হবে। ই-জিপি প্ল্যাটফরমের বাইরে থাকা উচ্চমূল্যের প্রকল্পগুলোকেও ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসতে হবে। আমরা আশা করি, সরকারি কেনাকাটায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকার সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দেখাবে। এ ক্ষেত্রে টিআইবির গবেষণা প্রতিবেদনের সুপারিশগুলো গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

> সরকারি কেনাকাটায় দুর্নীতির চেষ্টা কমবেশি সব দেশেই আছে। বেশির ভাগ দেশ, বিশেষ করে উন্নত দেশগুলো নানা প্রক্রিয়ায় দুর্নীতির সেসব প্রচেষ্টা রোধ করে। অন্য দেশগুলোতে দুর্বল নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কারণে দুর্নীতি লাগামহীন হয়ে পড়ে। সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন তুলে ধরে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ২০১২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে পাঁচ লাখ ৯৬ হাজার ৯৯১ কোটি টাকার কার্যাদেশ দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে শীর্ষ ১০ মন্ত্রণালয় প্রায় ৯২ শতাংশ অর্থ ব্যয় করেছে

অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিন

তেলের দাম কোনোভাবেই সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে থাকছে না। ছয়-সাতটি কোম্পানির সিন্ডিকেট এবং পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীদের কারসাজিতে পণ্যটির দাম ক্রমেই বাড়ছে। সিন্ডিকেট কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ভোক্তাদের জিম্মি করে হাজার হাজার কোটি টাকা পকেটে ভরে নিচ্ছে। অথচ আন্তর্জাতিক বাজারে সয়াবিন তেলের দাম নিম্নমুখী। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গত অক্টোবর থেকে চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে ৫ লাখ ৯৮ হাজার ২৫২ মেট্রিক টন সয়াবিন তেল আমদানি হয়েছে, যা আগের অর্থ বছরের একই সময়ের তুলনায় ৩৪ শতাংশেরও বেশি। তাহলে সয়াবিন তেলের দাম বাড়বে কেন? এর পেছনে যে, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট কাজ করছে, তাতে সন্দেহ নেই। ক্ষমতার পালাবদলের পর স্থানীয় বাজারে ভোজ্য তেলের দর স্থিতিশীল রাখতে ভ্যাট ছাড়ের পাশাপাশি সরবরাহ সংকট কাটাতে দাম বাড়ানো হয়েছিল; তারপরও রমজানের আগে আরেক দফা সয়াবিন তেলের দাম বাড়াতে সরকারের কাছে প্রস্তাব দিয়ে কৌশলী বিপণনের পথ ধরেছে উৎপাদনকারী ও বাজারজাতকারীরা। খুচরা পর্যায়ে কমিশন কমিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি বাকিতে তেল দেওয়া বন্ধ করা হয়েছে মিলার ও ডিলার পর্যায়ে। যার প্রভাবে পাড়ায় মহল্লার দোকানগুলোতে কমেছে বোতলজাত তেলের সরবরাহ। তবে নিয়মিত সরকারি তদারকির আওতায় থাকা কারওয়ান বাজার, শান্তিনগর, কমলাপুর টিঅ্যান্ডটি কলোনি, মহাখালীর কাঁচাবাজারগুলোতে তেলের যথেষ্ট সরবরাহ দেখা গেছে। বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনের গবেষণা তথ্য অনুযায়ী, দেশে বছরে ভোজ্যতেলের চাহিদা ২৩ থেকে ২৪ লাখ টন। এর মধ্যে রমজান মাসে চাহিদা ৩ লাখ টন। দেশে ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আমদানি হয়েছে ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫৪৮ টন। এছাড়া দেশে উৎপাদিত হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার টন। এছাড়া আমদানি পর্যায়ে পাইপলাইনে রয়েছে ৮ লাখ ১২ হাজার ৫৬৫ টন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেলের মূল্য নিম্নমুখী। এ তথ্য থেকেই বোঝা যায়, দেশে ভোজ্যতেলের সংকটের কোনো কারণ নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভোজ্যতেলের সংকটের মূলে রয়েছে কিছু প্রতিষ্ঠানের কারসাজি। কারা কোন পর্যায়ে কারসাজি করছে, তা চিহ্নিত করে তাদের দ্রুত আইনের আওতায় আনতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব পাওয়ার পরপর বাজার সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছিল। সিন্ডিকেট ভেঙে ফেলা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছিল। বাস্তবে এসব হুঁশিয়ারি 'আষাঢ়ে তর্জনগর্জন সার' পরিণত হয়েছে। পণ্যমূল্য আরও বেড়েছে। তারা সরকারের হুঁশিয়ারিকে তোয়াক্কা করেনি। নিত্যপণ্যের উর্ধ্বগতিতে নাভিশ্বাস ওঠা মানুষের স্বস্তি ফিরেনি।

> দেশে ২০২৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চলতি বছরের ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত আমদানি হয়েছে ১৮ লাখ ৫৭ হাজার ৫৪৮ টন। এছাড়া দেশে উৎপাদিত হয়েছে ২ লাখ ৫০ হাজার টন। এছাড়া আমদানি পর্যায়ে পাইপলাইনে রয়েছে ৮ লাখ ১২ হাজার ৫৬৫ টন। বর্তমানে আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্যতেলের মূল্য নিম্নমুখী। এ তথ্য থেকেই বোঝা যায়, দেশে ভোজ্যতেলের সংকটের কোনো কারণ নেই

অনিয়ন্ত্রিত কর্মীদের নিয়ন্ত্রণ জরুরি

সালাহউদ্দিন বাবর

অতীত ও বর্তমান সময়ের বিবর্তনের এ মুহূর্তে এমন এক আলোচনার যৌক্তিকতা নিয়ে কেউ হয়তো দ্বিমত করবেন না। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের অনিয়ন্ত্রিত কর্মিবাহিনী, দল, সমাজ ও রাষ্ট্রের কতটা সম্পদ আর কখন সেটি বোঝা হয়ে ওঠে; বিশেষ করে অতীত ও বর্তমানের দু'টি বড় দলের কর্মীদের আচার-আচরণ, ভাব-ভঙ্গিমা। সেটি দল, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য সম্পদ না বোঝা ছিল বা ভবিষ্যতে পরিণতি কী হয়ে উঠতে পারে, তা বিবেচনায় নেয়া এখন জরুরি বৈকি। জামায়াত অবশ্যই একটি বড় দল; কিন্তু এ আলোচনায় দলটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর কারণ, এই দলে অনিয়ন্ত্রিত কর্মী নেই বললে চলে। থাকলেও মাইক্রোস্কোপিক। তারপরও স্বস্তিবোধের কোনো অবকাশ নেই। কারণ জামায়াতের নিয়ন্ত্রিত কর্মীরা দল, দেশ ও দশের সম্পদ। প্রতিপক্ষ যারা তাদের নিশানা হতে পারে, আপনারা 'চব্বিশের আগস্ট অভ্যুত্থানের পর নতুন দিনের চেতনায় স্নাত তরুণরা, রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার যে স্বপ্ন দেখছেন। তাদেরও কাছে অতীতের প্রত্যাখ্যাত রাজনৈতিক দলের অনিয়ন্ত্রিত কর্মীদের আচার এবং নেতাদের ভাব-ভাষা-ভঙ্গি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখা জরুরি। সেই সাথে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা ততধিক গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ভূমিকা নখদর্পণে রাখতে হবে। বাংলাদেশের রাজনীতির পথ খুব পিচ্ছিল, সে অভিজ্ঞতা আপনাদের না থাকারই কথা। শুধু অতীত নয়, চলমান সময়ে অনেক বিষয় আপনাদের নথিভুক্ত করতে হবে। যাতে অতীত ও বর্তমান সামনে-পেছনে রেখে নিয়ন্ত্রিত হয়ে দশ ও দেশকে সাথে নিয়ে সম্মুখে চলতে পারে। যাতে তাদের পথ চলা মসৃণ হতে পারে। এমন মন্তব্যে ভুল বোঝার কোনো কারণ নেই যে, আমরা তরুণদের ইমম্যাচুউড হিসেবে ধরে নিয়েছি। একই সাথে এটাও দেখা যায়, সমাজে জ্ঞানপাপীরাও থাকেন। এ বিষয়টি সবার মনে রাখতে হবে। সে জন্য ভবিষ্যৎ স্বচ্ছ করতে সতর্ক থাকার কোনো বিকল্প নেই। পেছনের অন্ধকারেও আলো ফেলা দরকার। প্রত্যাখ্যাত লীগ দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময়কালে, কত শত শ্রেণিপেশার মাঝে তাদের অনিয়ন্ত্রিত কর্মীদের দিয়ে শাখা-প্রশাখার বিস্তার-বিস্তৃত করেছিল; তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ছিল দেড় দশকে লীগ নেত্রীর যত খুন-খারাবির অপকর্ম। তার বড় একটা অংশের আমলনামা জাতিসঙ্ঘের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জাতির কাছে অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। তা ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সম্পদের লুটপাট, পাচার-আত্মসাৎ শেখ হাসিনার রাজত্বকালে হয়েছে, তিনি ও তার অনিয়ন্ত্রিত চেলা-চামুণ্ডাদের দ্বারা। তারও একটা পরিপত্র বহু আগেই দেবপ্রিয় ভট্টচার্যের প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। কেউ কেউ আবার এমন হিসাব এখনই ক্লোজ করার পক্ষপাতী নন। কেননা তাদের ধারণা, আরো অনেক অপচয় -অবচয়ের কাহিনী অবশিষ্ট থাকা বিচিত্র নয়। এটা সত্য তার ওই পরিপত্রে সম্প্রতি তিনি উল্লেখ করেছেন। শেখ হাসিনার রাজত্বকালে দেশে চোরতন্ত্র কায়েম হয়েছিল। অথচ এর কিছুকাল আগে দেবপ্রিয় বাবু এমন এক সাফাই সার্টিফিকেট জাতির কাছে পেশ করেছিলেন, হাসিনা সরকার যদি ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা দেয়, তাহলে এ বাবদ যে আয় হবে, তাতে বাংলাদেশ খুব সহজে সিঙ্গাপুরে রূপান্তরিত হবে। দেবপ্রিয় বাবু অঙ্কে 'কাঁচা' এমন ধৃষ্টতাপূর্ণ কথা কখনোই বলব না। তবে কেউ কেউ একে তার ভারতপ্রীতির নজির বলে অভিহিত করেছেন। এমন দুর্মুখদের মুখ বন্ধ করবেন কিভাবে। হাসিনা রেজিমের পক্ষ হয়ে মানুষকে অর্থহীন এমন সব খোয়াবে মশগুল রাখার চেষ্টা কি কোনো সৎগুণের পরিচায়ক, না ভিন্ন কিছু। সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার আগে সবার এসব কথা রোমন্থন থেকে বিরত না থাকলে ভুল করবেন না। বিশেষ করে আগামীতে যারা বা যে দলের ক্ষমতার কনটেন্ডার হওয়ার ভাবনা আছে। প্রথমে তাদের নিয়ন্ত্রিত কর্মীদের এ শব্দাবলি অনুশীলন করাতে হবে, যাতে তারা প্রশিক্ষিত হতে পারেন। এর পরিণতি সম্পর্কেও ইতিহাসের পাঠ গ্রহণ অনিবার্য। কারণ এ শব্দাবলীর সাথে ব্যক্তি ও দলের উত্থান-পতনের একটা সংযোগ খুব গভীর। বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণকে ক্ষমতা হিসেবে ধরে নেয়া হয়। এ কারণে সরকারে গেলে দাপটের শেষ থাকে না। চব্বিশের আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর দেশের রাজনীতি চর্চায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। এর একটা অনুসঙ্গ হচ্ছে, প্রায় সব কর্মিসংখ্যা নিঃসন্দেহে বেড়ে চলছে। বিশেষ করে যাদের আচার-আচরণে, ভাব-ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে 'ক্ষমতার' উষ্ণ হাওয়া তাদের শরীরে লাগতে শুরু করেছে। এমন দলের কর্মিস্ফীতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট দলের তো বটেই, সব দলের সুখবোধ করা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে কর্মীদের এমন স্ফীতি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ঔৎসুক্য, জিজ্ঞাস্যত্ত আছে। ঔৎসুক্যটা এমন এই নতুন কর্মীদের সবাই কি সত্যি নবীন, না এরা ভিন্ন কোথাও থেকে কোনো ইনটেনশন নিয়ে 'মাইগ্রেসন' করছে। জিজ্ঞাস্যটা এমন, এই নবীনরা নতুন দলের নীতি, বিশ্বাস ও আদর্শের সাথে এডজাস্ট করতে পারবে কি? নাকি তাদের ভেতরে ভিন্ন কোনো মোটিভেশন বিদ্যমান, যা নিয়ে ভবিষতে অগ্রসর হবে। এদের নতুন দলে প্রবেশ, না অনুপ্রবেশ ঘটছে। এসব নিয়ে সংশ্লিষ্টরা ভাবছেন কি না! অনিয়ন্ত্রিত কর্মী দল-সংগঠনের কতটা বোঝা হয়ে ওঠে; সে অভিজ্ঞতা সবাই অর্জন করেছেন। এসব মূল্যায়নে দু'টো মত আছে যেমন প্রচুর শরবতে দু-এক ফোঁটা হলাহলে তেমন কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া হয় না। আবার পাল্টা কথাও আছে যে, ১০ মণ দুধে এক ফোঁটা গো চোনাই যথেষ্ট। দুধ আর পানযোগ্য থাকে না। একটা বহুল প্রচলিত কথা আছে, লোভ-লালসা ভয়ঙ্কর এক সংক্রামক ব্যাধির মতো। পতিত লীগের প্রত্যেক কর্মী এমন সংক্রমণ নিয়ে বিচরণ করে। তাদের সংস্পর্শে এলে নির্ঘাত সংক্রমিত হতে হবে। তার আলামত তখন দিব্যি দৃশ্যমান। হাটে-ঘাটে মাঠে অন্তরীক্ষে সর্বত্র সেটি দীপ্তমান। সেটি কি শুধু কর্মীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। নিচ থেকে উপরে কি আর উঠবে না এমন কোনো নিশ্চয়তা কোথায়? এমন ব্যাধি যদি ব্যাপকভাবে হয়ে ওঠে তখন 'এন্টিবডি' কোথায় পাওয়া যাবে। ভয় কিন্তু আরো আছে, লোভ-লালসায় সংক্রমিত কর্মীদের বিচরণ যত বিস্তৃত হবে, ভয়-ভীতি তত নিকটবর্তী হবে। অভিজ্ঞতা বলে যেকোনো নেতাকর্মীর গুণাগুণ দলে সমর্থকদের (ভোটারদের) 'লাভ রেসপেক্ট' ওঠানামা করে। পতিত হাসিনার আমলে কোনো ভোট ছিল না, রেওয়াজ ছিল সিলেকশনের। তৎকালীন গণভবন থেকে সিলেকশনের যে তালিকা নির্বাচন কমিশনে যেত তারাই ইলেকটেড হতেন। শেখ হাসিনাও যদি তার দলকে সত্যিকার অর্থে কোনো ইলেকশনের মোকাবেলা করাতেন; তা হলেও তাদের ভোটের বাক্সে ব্যালট পেপার নয়, মানুষ কালো কালো কলসের ভাঙা চারা ফেলে আসত। আগামীতে ইলেকশনের পর্বে সব দলকে মনে রাখতে হবে দলের অনিয়ন্ত্রিত কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনার। তা না হলে সমর্থকদের (ভোটার) মধ্যে খরা সৃষ্টি হতে পারে। এখনো কোনো কোনো কর্মীর কর্মকাণ্ড থেকে, নিকট অতীতের ছায়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে পতিত শেখ হাসিনার অপছায়া এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে। এমন অভিযোগ শুধু ধারনা নয়। গোয়েন্দারা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ দেখেছেন। এখন ভুয়া ও ভূঁইফোড় সব সংগঠনের নানা অনুশীলনের পেছনে রয়েছে পতিত লীগের আর্থিক-নৈতিক সহায়তা। পেছন থেকে সুতার টানে এরা নেচে যাচ্ছে। এখন যারা এসব দেখে চোখ বন্ধ করে আছেন, তাদের জন্য পরবর্তী অনেক ন্যায্য বড় বড় উত্তেজনা অপেক্ষা করছে। অধ্যাপক ইউনূসের সরকারের বিব্রত হওয়া নিয়ে কেউ কেউ পুলকিত হচ্ছেন। ওপারেও একই সাথে এমন এমন সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আর এমন ইকোয়েশন কি নিছক কাকতলীয়। সবাই একটু ভাবলে এর ভেদটা বুঝতে সহজ হবে। আগে বলেছি, দিন পাল্টেছে। এখন সবার বোধ-বিবেচনা পাল্টাতে হবে। এ জন্য আমাদের দলগুলো কতটা প্রস্তুত আর প্রস্তুতি আছে; সে খবরও আমরা জানি না। অগ্রসর দেশগুলোতে রাজনীতিকরা রাজনীতি করেন বটে; কিন্তু দলের নীতিটা হবে যেটা তারা ভাবেন না। নীতি-কৌশল নেপথ্যে থেকে প্রণয়ন করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা প্রকাশ্য নায়ক না হলেও দলের অন্দরমহলে তারাই প্রকৃত নায়ক। দলের হার-জিতের কলকাঠি তাদের হাতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের সম্মুখ সারির নেতারা সর্বেসর্বা। এটা সেকেলে ধারণা। রাজনীতি আসলে বিশাল একটা ক্যানভাস। যেখানে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি আরো বহু নীতির সমাহার। এসব নিয়ে দলকে ইক্যুয়িভড থাকতে হয়, যা রাজনীতিকদের জন্য কখনোই সম্ভব নয়। এ নিয়ে নেপথ্য নায়কদের তথা থিংক ট্যাংকের সদস্যদের ভূমিকা রাখতে হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের দ্রুত এসব আত্মস্থ করতে হবে।

লেখক : সালাহউদ্দিন বাবর

> ভয় কিন্তু আরো আছে, লোভ-লালসায় সংক্রমিত কর্মীদের বিচরণ যত বিস্তৃত হবে, ভয়-ভীতি তত নিকটবর্তী হবে। অভিজ্ঞতা বলে যেকোনো নেতাকর্মীর গুণাগুণ দলে সমর্থকদের (ভোটারদের) 'লাভ রেসপেক্ট' ওঠানামা করে। পতিত হাসিনার আমলে কোনো ভোট ছিল না, রেওয়াজ ছিল সিলেকশনের। তৎকালীন গণভবন থেকে সিলেকশনের যে তালিকা নির্বাচন কমিশনে যেত তারাই ইলেকটেড হতেন। শেখ হাসিনাও যদি তার দলকে সত্যিকার অর্থে কোনো ইলেকশনের মোকাবেলা করাতেন; তা হলেও তাদের ভোটের বাক্সে ব্যালট পেপার নয়, মানুষ কালো কালো কলসের ভাঙা চারা ফেলে আসত। আগামীতে ইলেকশনের পর্বে সব দলকে মনে রাখতে হবে দলের অনিয়ন্ত্রিত কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে আনার। তা না হলে সমর্থকদের (ভোটার) মধ্যে খরা সৃষ্টি হতে পারে। এখনো কোনো কোনো কর্মীর কর্মকাণ্ড থেকে, নিকট অতীতের ছায়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ইতোমধ্যে পতিত শেখ হাসিনার অপছায়া এখানে-ওখানে দেখা যাচ্ছে। এমন অভিযোগ শুধু ধারনা নয়। গোয়েন্দারা কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ দেখেছেন। এখন ভুয়া ও ভূঁইফোড় সব সংগঠনের নানা অনুশীলনের পেছনে রয়েছে পতিত লীগের আর্থিক-নৈতিক সহায়তা। পেছন থেকে সুতার টানে এরা নেচে যাচ্ছে। এখন যারা এসব দেখে চোখ বন্ধ করে আছেন, তাদের জন্য পরবর্তী অনেক ন্যায্য বড় বড় উত্তেজনা অপেক্ষা করছে। অধ্যাপক ইউনূসের সরকারের বিব্রত হওয়া নিয়ে কেউ কেউ পুলকিত হচ্ছেন। ওপারেও একই সাথে এমন এমন সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে। আর এমন ইকোয়েশন কি নিছক কাকতলীয়। সবাই একটু ভাবলে এর ভেদটা বুঝতে সহজ হবে। আগে বলেছি, দিন পাল্টেছে। এখন সবার বোধ-বিবেচনা পাল্টাতে হবে। এ জন্য আমাদের দলগুলো কতটা প্রস্তুত আর প্রস্তুতি আছে; সে খবরও আমরা জানি না। অগ্রসর দেশগুলোতে রাজনীতিকরা রাজনীতি করেন বটে; কিন্তু দলের নীতিটা হবে যেটা তারা ভাবেন না। নীতি-কৌশল নেপথ্যে থেকে প্রণয়ন করেন বিশেষজ্ঞরা। তারা প্রকাশ্য নায়ক না হলেও দলের অন্দরমহলে তারাই প্রকৃত নায়ক। দলের হার-জিতের কলকাঠি তাদের হাতে। বাংলাদেশের বিভিন্ন দলের সম্মুখ সারির নেতারা সর্বেসর্বা। এটা সেকেলে ধারণা। রাজনীতি আসলে বিশাল একটা ক্যানভাস। যেখানে রাজনীতি, পররাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, সমাজনীতি, সমরনীতি আরো বহু নীতির সমাহার। এসব নিয়ে দলকে ইক্যুয়িভড থাকতে হয়, যা রাজনীতিকদের জন্য কখনোই সম্ভব নয়। এ নিয়ে নেপথ্য নায়কদের তথা থিংক ট্যাংকের সদস্যদের ভূমিকা রাখতে হয়। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের দ্রুত এসব আত্মস্থ করতে হবে

আদিবাসীদের কাঁটাতারে বন্দি জীবন

মিথুশিলাক মুরমু

আদিবাসীদের কাঁটাতারে বন্দি জীবনের কথা একবিংশ শতাব্দীতে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। ঘটনাটি ঘটেছে– নওগাঁ জেলার নিয়মিতপুর উপজেলার ৮ নং বাহাদুরপুর ইউনিয়নের খড়িবাড়ি শ্যামপুর আদিবাসী পাড়ায়। সেখানে ২৭টি আদিবাসী পরিবারকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী এক ব্যক্তি ক্ষমতার দাপটে দেখিয়ে সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে আদিবাসীদের চতুর্দিকে কাঁটাতারের বেড়ায় বন্দি করেছে। ২৫ জানুয়ারি শনিবার রাজনৈতিক পরিচয়ধারীরা দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিরীহ ও প্রান্তিক আদিবাসীদের ভয়ভীতি দেখিয়ে, পুরো পাড়ায় তাদের বসতবাড়ি ঘেঁষে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘরবন্দি করে। দুর্বত্তরা প্রতিনিয়ত খুন-জখমের হুমকি দিয়েই চলেছে। জানা গেছে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে আদিবাসীদের বসতবাড়ির জায়গায় চোখ পড়ে দুর্বৃত্তদের। বসতভিটা দখলের লক্ষ্যে একাধিকবার আদিবাসীদের মারপিট করেছে, হুমকি-ধামকি দিয়েছে; এমনকি ক্ষমতা দাপট দেখিয়ে উৎখাত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। আদিবাসীরা বংশপরম্পরায় এখানেই বসবাস করে আসছে। একদা নিচু থাকা বসত জায়গাটি আদিবাসীরা মাটি দিয়ে ভরাট করে উঁচু এবং নিজেদের ঘরবাড়ি পুনঃনির্মাণ করেছে। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আদিবাসীরা স্থানীয় চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন জানালে তিনি নোটিস করেন। স্থানীয় চেয়ারম্যান দেখতে চাইলে, সংশ্লিষ্টরা কোনো কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে চেয়ারম্যান আদিবাসীদের বসতবাড়ির দিকে কুনজর না দেয়ার জন্য পরামর্শ দেন এবং আদিবাসীদের নির্ভয়ে বসবাসের জন্য সাহস জোগান। ঘটনার পরবর্তীকালে টেলিভিশনের সাক্ষাৎকারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্যে বোঝা গেছে, তিনি তার পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার্থে কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে; আর এতেই আদিবাসীরা নিজেদের ঘরবাড়ি থেকে বেরুতে পারছেন না। এখন প্রশ্ন করতে পারেন, আদিবাসীরা কেন এমন জায়গায় ঘরবাড়ি উঠিয়েছেন? এটি চরম সত্যি কথা যে, নিরক্ষর ও ভূমিহীন আদিবাসীরা যেখানে সরকারি খাস জমি পেয়েছেন– সেটি হোক পুকুরপাড়, উঁচু ডাঙ্গা, পাথুরে জমিতেও স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয় গড়ে তুলেছেন। অনেক আদিবাসী গ্রাম দেখেছি, যেখানে শুধু হেঁটেই যাওয়া যায়, কোনো ভ্যান বা গরুর গাড়িও যেতে পারে না। তবে এটি ঠিক যে, খড়িবাড়ি শ্যামপুরের আদিবাসীরা পরিত্যক্ত জায়গাকে মূল্যমানে পরিণত করেছে। নিকট ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই হয়তো ক্ষমতাশালী ব্যক্তির দৃষ্টি পড়েছে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গ্রামের আদিবাসীরা নিরন্তরভাবে কাজ করেছে। মাঠে-ঘাটে উদয়স্ত হস্তে কাজ করতে আদিবাসীরা সিদ্ধহস্ত, সেক্ষেত্রে প্রভাবশালী ব্যক্তির জমি-জিরাতে নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে কাজ করেছে। আদিবাসীদের শ্রমেই তারা ফুলেফেঁপে উঠেছেন। প্রভাবশালীরা নিশ্চিত হয়েছেন, আদিবাসীদের বসতভিটা দখলে কোনো প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে না; যে কোনো পরিস্থিতিকে টেকেল দিতে সক্ষম হবেন। ৫ আগস্ট সরকার পরিবর্তনের পরবর্তীকালে ক্ষমতাবানরা, রাজনৈতিক প্রভাবশালীরা বেছে বেছে আদিবাসীদের বসতভিটা দখলে নেমেছেন। যে সমস্ত আদিবাসী গ্রামগুলো খাসজমিতে দ-ায়মান, সেসব জায়গার প্রতি লোলুপ দৃষ্টি থেকেই উচ্ছেদের নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। আদিবাসীদের চাষ আবাদ জমির চলমান মামলা আদালতে বিচারাধীন থাকলেও পেশিশক্তির দাপটে দখলের পাঁয়তারা উৎসবে পরিণত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ঠাকুরগাঁও থেকে চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত সর্বত্রই আদিবাসীরা তটস্থ হয়ে আছেন। ২৫ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. ঢাকায় অনুষ্ঠিত এক গোলটেবিল বৈঠকে জাতীয় আদিবাসী পরিষদ নাটোর শাখার প্রেডিসেন্ট নরেশ উঁরাও বলেছেন, 'আমরা সমতলের আদিবাসীরা জমির রেকর্ড থাকার পরও আমাদের জমি বিক্রি করতে পারি না। জমি বিক্রি করতে গেলে জেলা প্রশাসকের অনুমতির প্রয়োজন হয়, যা পেতে আমাদের অনেক ঝাক্কিঝামেলার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। এরকম অনেক জমি আছে। আমরা আদিবাসীরা এ জমি ফেরত চাই। এ বিষয়ে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনো ভূমিকা নেই। স্বাধীনতার অর্ধশতক পার হলেও আমরা জমিসংক্রান্ত সমস্যাগুলোর কোনো সমাধান পাইনি, খড়িবাড়ি শ্যামপুরের আদিবাসীদের সামনে এখন অনিশ্চয়তা জীবনের হাতছানি। কাঁটাতারের বেড়ার অপরদিক থেকে তোলা ছবিতে আদিবাসী নারী-পুরুষ, শিশু পৌঢ়দের মলিন অবয়ব কি আমাদের বিবেককে সামান্যতম নাড়া দিতে পারেনি? প্রাচীনতম আদিবাসীরা প্রকৃতি ও ভূমির যত্ন নিয়েছে কিন্তু কখনোই ভূমিকে করায়ত্ব করেনি। হতে পারে নিরক্ষতা অথবা দূরদর্শিতার অভাব, তবে তাদের মধ্যে সারল্যতা, মাটির প্রতি মমতা; প্রতিবেশীর প্রতি প্রগাঢ় আস্থার কমতি ছিল না। রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ের মতোই সব সময় রাজনৈতিক ক্ষমতাশালী, প্রভাবশালীদের দৌরাত্ম্য কিংবা ভূমিদস্যুদের নগ্ন হস্তক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে; অর্থাৎ আদিবাসীদের জীবন সংগ্রাম কখনোই মসৃণ ছিল না। অবশ্য এটির ব্যতিক্রমও লক্ষণীয়, যুগ-যুগান্ত থেকে পাশাপাশি বাপ-দাদাদের সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্কের খাতিরে প্রতিবেশীরা আদিবাসীদের সুখে-দুঃখে বৃহত্তর সম্প্রদায়ের লোকজন পাশে দাঁড়িয়েছেন। সময়ের বির্বতনে সম্প্রীতির মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পরিধি যেন সীমিত হয়ে আসছে। এজন্য প্রয়োজন প্রতিবেশী জাতিগোষ্ঠী, ধর্ম ও বর্ণের লোকদের সম্পর্কে অধিক মনোযোগী এবং দায়িত্বশীল আচরণ করা। প্রান্তিক আদিবাসীদের সুরক্ষা করার নৈতিক দায়িত্ব বৃহত্তরদের; বৃহত্তরদের উদার চিন্তা-চেতনা ব্যতীত ক্ষুদ্ররা টিকে থাকতে পারে না। স্থানীয় প্রশাসনকে বৈচিত্র্যময় বাংলাদেশ গড়তে আদিবাসীদের রক্ষার্থে প্রো-অ্যাকটিভ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে। একটি মানবিক রাষ্ট্রের আদিবাসী আমরা, আমাদের প্রতি ন্যায্য আচরণ প্রত্যাশা করি।

[লেখক : কলামিস্ট]

ডোনাল্ড ট্রাম্প: বিশ্বে দেখা দুর্বলতম শক্তিশালী ব্যক্তি!

জোনাথন ফ্রিডল্যান্ড

ইউক্রেনের জন্য পুতিনের কাছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আত্মসমর্পণ একটি নমুনাই প্রকাশ করে। যা থেকে তাকে চিত্রিত করা যায় সবচেয়ে লোভী হিসাবে, যিনি সবকিছু ত্যাগ করে বিনিময়ে খুব সামান্যই অর্জন করেন! তিনি একজন শক্তিশালী ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রচার করেন বটে, কিন্তু বাস্তবে তিনি দুর্বল, দুর্বল এবং দুর্বল। আমেরিকার প্রতিপক্ষদের সামনে ডোনাল্ড ট্রাম্প নেহায়েৎই লোভী ও বিবেচনাহীন বাতিকগ্রস্ত। বলা যায়, তিনি কেবল একজন মানুষের দরজার সামনে পরাজিত। এই সপ্তাহে ভ্লাদিমির পুতিনকে তিনি যে উপহার দিয়েছেন তা একবার বিবেচনা করা যেতে পারে। ২০২২ সালে মস্কোর ইউক্রেন আক্রমণের পর তিন বছরে একঘরে থাকার পর যুদ্ধের বর্ষপূর্তির প্রাক্কালে তিনি রাশিয়াকে কূটনৈতিক শীতলতা থেকে বের করে এনেছেন। পুতিনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল; তিনি আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছেন। তবুও, এই সপ্তাহে রিয়াদে তিনি তথাকথিত শান্তি আলোচনায় ট্রাম্পের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সাথে দেখা করেছেন। এই বৈঠকের ঘটনা পুতিনের দীর্ঘদিনের আকাঙ্খাকে পূর্ণতা দিয়েছে, তা হচ্ছে আমেরিকার সাথে সমতা। এটি ইঙ্গিত দেয় যে ওয়াশিংটন মস্কোকে তার সমান বলে মনে করে। এটি এও প্রমাণ করে যে রাশিয়া একটি বিবেকহীন আগ্রাসী রাষ্ট্র নয়, বরং একটি সহযোগী বৃহৎ পরাশক্তি যা তার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখে। সৌদি আরবে যাই হোক না কেন, পুতিন এটিকে জয় হিসাবেই গ্রহণ করবেন। কিন্তু ট্রাম্পের উদারতা এখানেই শেষ হয়নি। রিয়াদের বৈঠকে কে ছিল না? উত্তর: ইউক্রেনীয়রা। মনে রাখবেন, এই আলোচনাগুলি ইউক্রেনের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনার জন্য ছিল; ইউক্রেন আক্রমণের পর দেশটিতে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য। তাদের নিজস্ব ভবিষ্যত নির্ধারণের জন্য আলোচনা থেকে ইউক্রেনীয়দের বাদ দেওয়া স্পষ্টতই পুতিনের জন্য একটি বিশাল ছাড়: এটি নিশ্চিত করে যে তিনি তার শর্তে যুদ্ধ শেষ করেন। তবে এটি তাদের আরও বড় অর্জন হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে। এটি পুতিনের দাবিকে পরোক্ষভাবে সমর্থন করে যে, ইউক্রেন একটি বাস্তবসম্মত দেশ নয়; এটি কেবল মহান রাশিয়ান মাতৃভূমির একটি প্রদেশ ছিল, যার নিজস্ব কোনও সার্বভৌমত্ব নেই। সৌদি আরবে অন্য অংশীজনদের অগ্রাহ্য করা হয়েছিল এবং তাদের বাদ দেওয়া রাশিয়ান স্বৈরশাসকের প্রতি আরেকটি ঔদার্য হিসাবেই বিবেচিত হতে পারে। ইউরোপের দেশগুলোকে এই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের অংশ করা হয়নি যদিও তাদের পূর্ব সীমান্তে যা ঘটে তাতে তাদের সরাসরি ভূমিকা রয়েছে। নিশ্চিতভাবেই তারা কিয়েভের মিত্র ছিল এবং ইউক্রেনের প্রতিরক্ষায় সহায়তাও দিয়েছিল এবং তাদের উপস্থিতি রাশিয়ানদের কাছে খুব অপ্রীতিকর বলে মনে করা হতো হয়ত-তাই তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তবে এই উপেক্ষার মধ্যে আরও একটি বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল। পুতিনের কৌশলগত লক্ষ্য কী, যা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তার কর্মকাণ্ডের অনেক ব্যাখ্যা দেয়, যার মধ্যে বিদেশী নির্বাচনে হস্তক্ষেপও অন্তর্ভুক্ত? এটি হল পশ্চিমা জোটের ভাঙন। তিনি ব্রেক্সিটকে ভালোবাসতেন, ইউরোপে অতি ডানপন্থীদের উত্থানে উল্লাস করেছিলেন এবং ট্রাম্পকে সমর্থন করেছিলেন কারণ তিনি তার বিরুদ্ধে দৃঢ়?ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা পশ্চিমা ব্লকের ভেঙে পড়া দেখতে চাইতেন। একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির জন্য এই স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করা, আমেরিকার সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী মিত্রদের বিচ্ছিন্ন করা, ক্রেমলিনের জন্য একটি বিশাল জয়। বিশেষ করে মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের মিউনিখ ভ্রমণের ঠিক পরেই - যে শহরটির নাম চিরকাল স্বৈরশাসকদের তোষণের সাথে যুক্ত থাকবে ইউরোপের গণতন্ত্রকে তিরস্কার করার জন্য। বাকস্বাধীনতা ও রাশিয়ার সমস্ত ভিন্নমত দমনের কোনও উল্লেখ না করে পুতিনের অভ্যন্তরীণ সমালোচকদের মৃত্যুর দুর্ভাগ্যজনক প্রবণতাকেও সচেতনভাবে তুলে ধরে এটি। ট্রাম্পের অযোগ্য প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এর আগে ইউক্রেনকে সতর্ক করেছিলেন যে রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত ভূমি তারা কখনই পুনরুদ্ধার করতে পারবে না এবং ন্যাটোতে যোগদানের সমস্ত স্বপ্ন ত্যাগ করা উচিত। কিন্তু তদুপরি ট্রাম্প সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ জানিয়ে যে পোস্ট করেছিলেন তা পুতিনের প্রিয় আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। ট্রাম্প লিখেছেন, ভলোদিমির জেলেনস্কি হলেন 'অনির্বাচিত একজন স্বৈরশাসক', যিনি তার নিজের জনগণের কাছে ব্যাপকভাবে অজনপ্রিয়। যিনি দুর্নীতির মাধ্যমে ইউক্রেনের কোটি কোটি ডলার গ্রাস করেছেন। ট্রাম্প এও বলেন যে, 'আপনার কখনই এ যুদ্ধ শুরু করা উচিত ছিল না।' যেন তিন বছর আগে রাশিয়ায় আক্রমণকারী ইউক্রেনই ছিল! গত সপ্তাহে ট্রাম্প পুতিনকে বিষয়ে যে অবস্থান তুলে ধরেছেন তা এই ধারণাই প্রকট করে। আর বিনিময়ে ট্রাম্প কী পেয়েছেন? তোষামোদ এবং মস্কোর সাথে লাভজনক জ্বালানি চুক্তির ঝুলন্ত প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে, তিনি বিনিময়ে কিছুই চাননি। বলা বাহুল্য যে, কথিত শক্তিশালী এই ব্যক্তি হাঁটু গেড়ে রাশিয়ান স্বৈরশাসকের পায়ে চুম্বন করেছিলেন তারা আলোচনা কক্ষে প্রবেশ করার আগেই। অবাক হওয়ার কিছু নেই, ২০১৯ সালে ইউক্রেনের বিষয়ে ট্রাম্পের পয়েন্ট ম্যান হিসেবে পদত্যাগকারী কার্ট ভলকার, সর্বশেষ পলিটিক্স উইকলি আমেরিকা পডকাস্টে আমাকে বলেছিলেন যে প্রেসিডেন্টের 'পুতিনের প্রতি অন্ধ সমর্থন' রয়েছে। এমন বাস্তবতায় ট্রাম্পের পক্ষে 'যুদ্ধের অবসানের জন্য সফলভাবে আলোচনা' করার দাবি করা হাস্যকর বললেও অত্যুক্তি হবে না, যা কেবল তিনিই করতে পারেন। যদি আপনি এক পক্ষকে তারা যা চায় তা দেন, যা তারা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করে এবং অন্য পক্ষকে তাদের যা প্রয়োজন অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করে। তবে এটি একটি শান্তি চুক্তি নয়, একে জোরপূর্বক আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। এটি মোটেও কোনও অর্জন নয়। এবং এই ক্ষেত্রে ট্রাম্পের ক্ষেত্রে বলাবাহুল্য যে, চুক্তির কথিত কর্তা বারবার সবকিছু ত্যাগ করে বিনিময়ে কিছুই অর্জন করতে পারেন না। ২০১৮ সালে কিম জং-উনের সাথে তার বৈঠকের কথা মনে করা যেতে পারে। উত্তর কোরিয়ার অত্যাচারী এবং দাস রাষ্ট্রের শাসক একজন মার্কিন রাষ্ট্রপতির সাথে শীর্ষ সম্মেলনের বৈধতা এবং তার প্রবল প্রশংসার পুরষ্কার পেয়েছিলেন। কিম কোরীয় উপদ্বীপে মার্কিন সামরিক মহড়া স্থগিত করার মাধ্যমেও জয়লাভ করেছিলেন। এগুলি মূল্যবান অর্জনই বটে! বিনিময়ে, কিম পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন বিশ্বের জন্য কিছু অস্পষ্ট আকাঙ্ক্ষা ছাড়া আর কিছুই স্বীকার করেননি। তিনি ট্রাম্পকে একটি স্লট মেশিনের মতো খেলেছেন। স্পষ্ট করে বলতে গেলে, রাষ্ট্রপতির দুর্বলতা এখানে সবচেয়ে গুরুতর পাপ নয়। আরও গুরুতর হল একজন স্বৈরশাসকের কাছে আত্মসমর্পণ, আক্রমণে সম্মতি এবং এর স্থায়ী নজির স্থাপন। জীবনের জন্য লড়াই করা একটি মিত্রকে পরিত্যাগ করা এবং আট দশক ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সহ পশ্চিমে আপেক্ষিক শান্তি ও সমৃদ্ধি এনে দেওয়া একটি জোট ভেঙে ফেলার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত। ট্রাম্প নিয়ে ব্যাখ্যাকারীরা বলছেন যে, তিনি এটি একটি কঠোর কারণে এসব করছেন। এমনকি তার নিজস্ব শর্তে বিচার করলেও, এই পদক্ষেপ ব্যর্থতার ইঙ্গিতবাহী। কারণ একটি ভঙ্গুর পশ্চিমের ভবিষ্যতে চীনের আধিপত্যকে আরও বেশি প্রবল করে তোলে। ব্রিটেন সহ বাকি পশ্চিমাদের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এবং তা স্পষ্টতার সঙ্গে আবির্ভূত নতুন বিশ্বকে কীভাবে পরিচালনা করা যায়। যুদ্ধোত্তর যুগ শেষ হয়ে গেছে। ১৯৪৫ সালে নির্মিত বৈশ্বিক স্থাপত্য ট্রাম্পের দ্বারা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপীয়দের এমন একটি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করা এবং বিনিয়োগ করা দরকার যেখানে তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াই নিজেদের রক্ষা করা যাবে। সেই ভবিষ্যৎ খুব বেশি দূরে নয়। এটি ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। আপাতত, একটি রাজনৈতিক কাজ করা যেতে পারে। এটি হল ট্রাম্প যে ভাবমূর্তি গড়ে তোলার জন্য অনেক কিছু করেছেন এবং যার উপর তিনি দেশে এবং বিদেশে অন্যদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন। ডেমোক্র্যাটিক সিনেটর রিচার্ড ব্লুমেন্থাল এই সপ্তাহে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রপতির আত্মসমর্পণ করুণ এবং দুর্বল।' এটিই সঠিক উপমা। ট্রাম্প সর্বশ্রেষ্ঠ প্রচারসর্বস্ব ব্যক্তিত্ব হতে পারেন, কিন্তু তিনি বিশ্বের দেখা সবচেয়ে দুর্বলতম শক্তিশালী ব্যক্তি।

ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তপ্ত বৈঠকের পরও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা জেলেনস্কির

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে উত্তপ্ত বৈঠকের পরও একাধিক পোস্টে দেশটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। একইসঙ্গে বলেছেন, আমেরিকার জনগণ আমাদের জনগণকে বাঁচাতে সহায়তা করেছে। তার মতে, ইউক্রেন শুধু শক্তিশালী সম্পর্ক চায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। জেলেনস্কি আরও বলেছেন, দুই দেশের বন্ধুত্বের ইতিহাস তুলে ধরে, আমি চাই যুক্তরাষ্ট্র আরও শক্তভাবে আমাদের পাশে দাঁড়াক। এটি শুধু আমাদের দুই দেশের যুদ্ধ নয়; রাশিয়া এই যুদ্ধ আমাদের ভূখণ্ডে এবং আমাদের বাড়িতে নিয়ে এসেছে। তারা ভুল, কারণ তারা আমাদের আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে অপমান করেছে।ট্রাম্প ইতোমধ্যে ইউক্রেনের সঙ্গে সমঝোতা আলোচনা থেকে বেরিয়ে আসার এবং সহায়তা বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিলেন। এ নিয়ে জেলেনস্কি বলেন, মার্কিন সহায়তা ছাড়া এটা কঠিন হবে। তবে আমরা আমাদের ইচ্ছা, স্বাধীনতা বা জনগণ হারাতে পারি না।তিনি ঘোষণা করেন, ইউক্রেন তাদের মিত্রদের কাছ থেকে নিরাপত্তা গ্যারান্টির স্পষ্ট কাঠামো চায় এবং শান্তি তখনই আসবে যখন আমরা জানব যে আমাদের নিরাপত্তা গ্যারান্টি রয়েছে, আমাদের সেনাবাহিনী শক্তিশালী, এবং আমাদের সঙ্গীরা আমাদের পাশে রয়েছে।জেলেনস্কি আরও উল্লেখ করেন, কিয়েভ এখনও খনিজ সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষর করতে প্রস্তুত, যা হবে নিরাপত্তা গ্যারান্টির প্রথম পদক্ষেপ, কিন্তু এটা একমাত্র সমাধান নয়। রাশিয়া বারবার যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভেঙে ফেলেছে এবং তাদের ওপর বিশ্বাস রাখা যায় না বলে মন্তব্য করেছেন জেলেনস্কি। জেলেনস্কি তার পোস্টে আরও বলেছেন, পুতিনের সাথে যুদ্ধবিরতি কাজ করবে না। সে গত ১০ বছরে ২৫ বার যুদ্ধবিরতি ভেঙেছে। আসল শান্তিই একমাত্র সমাধান।জেলেনস্কির প্রত্যাশা, দুই জাতিড়আমেরিকা এবং ইউক্রেনড়একসাথে তাদের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করার জন্য একটি সৎ এবং সরাসরি সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে।বিশ্ব মিডিয়ার সামনে ট্রাম্প এবং ভ্যান্স জেলেনস্কিকে অপমান করেন, একইসঙ্গে তাকে কৃতজ্ঞ না থাকার জন্য অভিযুক্ত করেছেন। দ্রুত যুদ্ধ বন্ধে রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তি গ্রহণের জন্য চাপ দেন তারা।

আল-আকসায় তারাবি আদায়

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :আল-আকসা মসজিদে তারাবির নামাজ আদায় করেছেন হাজারও ফিলিস্তিনি। ইসরাইলি বাহিনীর কঠোর বিধিনিষেধ এবং কড়াকড়ি ব্যবস্থার মধ্যেও শুক্রবার সন্ধ্যায় পবিত্র রমজান মাসের প্রথম তারাবি আদায় করেছেন তারা। আলজাজিরা।

সাফা নিউজ এজেন্সির বেশকিছু ফুটেজে দেখা গেছে, ইসরাইলি বাহিনী শিশুদের হয়রানি করছে এবং ভয় দেখাচ্ছে, তল্লাশি চালাচ্ছে এবং মুসল্লিদের নামাজের জন্য মসজিদে প্রবেশে বাধা দিচ্ছে। ৫৫ বছরের কম বয়সি পুরুষ এবং ৫০ বছরের কম বয়সি নারীদের মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এর আগে অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমে আল-আকসা মসজিদের চারপাশে অতিরিক্ত বিধি-নিষেধ আরোপ করে ইসরাইল। রমজানের শুরুতেই এই বিধিনিষেধ জারি করা হয়। পবিত্র রমজান মাসে যেন ফিলিস্তিনিরা সেখানে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যই এই বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ৫৫ বছরের বেশি বয়সি পুরুষ এবং ৫০ বছরের বেশি বয়সি নারীরাই আল-আকসা মসজিদে প্রবেশের অনুমতি পাবেন। তবে সাম্প্রতিক সময়ে ইসরাইলি কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনি বন্দিরা রমজানের সময় আল-আকসা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতে পারবেন না।

হামাসের বিবৃতি, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে হবে

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরাইল ও হামাসের মধ্যকার ৪২ দিনের যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্যায় শেষ হয়েছে শনিবার। হামাস জানিয়েছে, স্থিতিশীলতা ও বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করতে স্থায়ী যুদ্ধবিরতির পূর্ণ বাস্তবায়ন দেখতে চায় তারা। এজন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের ওপর জোর দিচ্ছে গোষ্ঠীটি।

হামাস নেতা মাহমুদ মারদাওই এক বিবৃতিতে বলেন, এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা ও বন্দিদের মুক্তি নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হলো চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন, যা দ্বিতীয় পর্যায়ের বাস্তবায়ন দিয়ে শুরু হবে।তিনি আরও বলেন, ইসরাইলের সঙ্গে প্রাথমিক যুদ্ধবিরতির চুক্তির পর হামাস চায় পুরো চুক্তি বাস্তবায়িত হোক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতেই বন্দি বিনিময় প্রক্রিয়া চলুক। সেজন্য, হামাসের পক্ষ থেকে যুদ্ধবিরতির পরবর্তী পর্যায় বাস্তবায়নের দাবি জোরালো করা হয়েছে।এদিকে যদিও ইসরাইল প্রথম পর্যায়ের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। তবে হামাস স্পষ্টভাবে তাদের অবস্থান জানিয়ে দিয়েছে, তারা কেবল তখনই শান্তি প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে যদি দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনাগুলো শুরু হয় এবং সম্মতি দেওয়া হয়।হামাসের দাবি, প্রথম পর্যায়ে ইসরাইল চুক্তির শর্তাবলী পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেনি। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের শর্তগুলো যথাযথভাবে পূর্ণ না হলে চুক্তি স্থিতিশীল হবে না এবং বন্দি মুক্তির প্রক্রিয়া সামনে আসবে না।যুদ্ধবিরতি ও বন্দি বিনিময়ের বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে আলোচনার গতি অনেকটা ধীর। হামাসের সামরিক শাখা আল-কাসাম ব্রিগেড, শনিবার গাজায় আটক ইসরাইলি জিম্মিদের নিয়ে একটি নতুন ভিডিও প্রকাশ করেছে। এমন সময়ে গোষ্ঠীটি জিম্মিদের ভিডিও সামনে এনেছে, যখন ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রথম পর্ব শেষ হতে যাচ্ছে এবং পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।রোববার টাইমস অব ইসরাইল জানিয়েছে, ৪২ দিনের প্রথম যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইল নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফ সাময়িক যুদ্ধবিরতির এ প্রস্তাব দিয়েছেন।উইটকফের প্রস্তাব অনুযায়ী, রমজান এবং ইহুদিদের বসন্তকালীন উৎসবের (পাসওভার নামে পরিচিত) মধ্য দিয়ে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্য। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি আরও এক মাস বাড়ানোর মাধ্যমে, সব বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। তবে প্রতিবেদনটির দাবি, হামাস এখনও এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, এবং তাদের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকলে যুদ্ধ পুনরায় শুরুর আশঙ্কা রয়েছে।

জেলেনস্কিকে ক্ষমা চাইতে বললেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী

আন্তর্জাতিক ডেস্ক :মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বৈঠকে সাংবাদিকদের সামনেই তর্কে জড়ান। এ নিয়ে বিশ্ব তোলপাড়। যুক্তরাষ্ট্রেও বইছে সমালোচনার ঝড়। বিশেষ করে বিরোধী দল ডেমোক্র্যাটরা ট্রাম্পকেই দোষারোপ করছেন।

তবে উল্টো জেলেনস্কিকেই ক্ষমা চাইতে বলছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। রাশিয়ার সঙ্গে ইউক্রেনের যুদ্ধে জেলেনস্কি আসলেই শান্তি চান কি না সে প্রশ্নও তুলেছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।সিএনএনকে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে রুবিও দাবি করেন, পুরো বিষয়টি ব্যর্থ করে তুলেছেন জেলেনস্কি। তাই তার ক্ষমা চাওয়া উচিত। হোয়াইট হাউসের ওই বৈঠকে ট্রাম্প ও তার ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স এবং জেলেনস্কির মধ্যে ত্রিমুখী বাগ্?বিতণ্ডা হয়।জেলেনস্কি আগ্রাসীভাবে কথা বলছিলেন বলেও দাবি করেন রুবিও। জেলেনস্কি যে শান্তি চান না তার কর্মকাণ্ডে সেটাই ফুটে উঠেছে।ট্রাম্প-জেলেনস্কির বৈঠকে সাংবাদিকদের সঙ্গে ঘটল অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাচলতি সপ্তাহে

রমজানে গাজায় যুদ্ধবিরতি বাড়াতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে ইসরাইলের সমর্থন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজার পরিস্থিতি এখন এক অত্যন্ত স্পর্শকাতর সময়ে পৌঁছেছে, যেখানে যুদ্ধবিরতির পরবর্তী ধাপ নিয়ে ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। তবে আশার কথা, পবিত্র রমজান মাসে যুদ্ধবিরতি বাড়ানোর প্রস্তাবে ইসরাইল সমর্থন দিয়েছে।

রোববার টাইমস অব ইসরাইল জানিয়েছে, প্রথম ৪২ দিনের যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইল নতুন যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক দূত স্টিভ উইটকফ সাময়িক যুদ্ধবিরতির এ প্রস্তাব দিয়েছেন।

উইটকফের প্রস্তাব অনুযায়ী, রমজান এবং ইহুদিদের বসন্তকালীন উৎসবের (পাসওভার নামে পরিচিত) সময় একটি দীর্ঘস্থায়ী শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠা করা। এই প্রস্তাব অনুযায়ী, যুদ্ধবিরতি আরও এক মাস বাড়ানোর মাধ্যমে, সব বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে। তবে প্রতিবেদনটির দাবি, হামাস এখনও এই প্রস্তাব গ্রহণ করেনি, এবং তাদের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকলে যুদ্ধ পুনরায় শুরুর আশঙ্কা রয়েছে। হামাস বারবার বলে এসেছে, তারা স্থায়ী যুদ্ধবিরতি চায়।গত শুক্রবার রাত থেকে মধ্যপ্রাচ্যে রমাজন শুরু হয়েছে, ২৯ মার্চ পর্যন্ত চলবে। আর এ বছর ইহুদিদের বসন্তকালীন উৎসব শুরু হবে আগামী ১২ এপ্রিল, চলবে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত। এই সময়ে, ইসরাইল সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, যুদ্ধবিরতির প্রথম দিনেই জীবিত এবং মৃত বন্দিদের অর্ধেক মুক্তি দেওয়া হবে। এরপর, একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতি সাপেক্ষে বাকি বন্দিরাও মুক্তি পাবে।ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব সমর্থন করছি, এবং আমাদের লক্ষ্য হল হামাসের সঙ্গে একটি স্থায়ী যুদ্ধবিরতির চুক্তি করা। যদি হামাস তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে, আমরা অবিলম্বে আলোচনায় বসতে প্রস্তুত।

তবে ইসরাইল আরও সতর্ক করে দিয়েছে, যদি চুক্তি কার্যকর না হয়, তাহলে ১ মার্চের পর যেকোনো সময় যুদ্ধ পুনরায় শুরু করা হতে পারে।

ইসরাইলের দাবি, হামাস বারবার চুক্তি লঙ্ঘন করেছে, এবং এখন পর্যন্ত কোনো পরবর্তী পর্যায়ের আলোচনা শুরু হয়নি। যদিও চুক্তির শর্ত অনুযায়ী দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা প্রথম ধাপের প্রথম ১৬ দিনের মধ্যে শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা হয়নি। আলোচনার জন্য প্রতিনিধিদল পাঠাতে বিলম্ব করে ইসরাইল। শেষ পর্যন্ত ইসরাইল গত বৃহস্পতিবার মিসরের কায়রোয় নিজেদের প্রতিনিধিদল পাঠায়।

প্রতিবেদন বলা হয়েছে, ইসরাইলের একটি পক্ষ মনে করছে, হামাস এখনও সংকট সমাধানে প্রস্তুত নয়, যা যুদ্ধ ফের শুরু হওয়ার সম্ভাবনাকে উস্কে দিতে পারে।অন্যদিকে হামাসের দাবি, স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ছাড়া গাজায় শান্তিস্থাপন সম্ভব হবে না। ক্ষণস্থায়ী যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য।

এদিকে, শনিবার গাজা সীমান্তে ফিলাডেলফি করিডোর থেকে ইসরাইলের বাহিনী প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তা না হওয়ায় উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায়। এলাকা নিরাপত্তা বিষয়ক মন্ত্রী ইসরাইল কাটজ এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা এই আলোচনায় অংশ নেন, ইসরাইলের আলোচক দলও এর মধ্যে উপস্থিত ছিল।

একদিকে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেখানো হচ্ছে, তবে অন্যদিকে, চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে আবারও যুদ্ধের চেহারা পরিবর্তন হতে পারে, যা পরিস্থিতি আরও জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলবে।

না ৪০ বছর পর তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা পিকেকের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : টানা ৪০ বছর যুদ্ধের পর শান্তির পথে হাঁটল তুরস্কের কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলের বিদ্রোহী গোষ্ঠী কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে)।

শনিবার এক বিবৃতিতে আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র বিরতিতে সম্মত হয়েছে সংগঠনটি। এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তুরস্কে ৪০ বছরের বেশি সময় ধরে চলা এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অবসান হলো। এএফপি।

পিকেকে জানিয়েছে, কারাবন্দি নেতা আবদুল্লাহ ওজালানের আহ্বানের ভিত্তিতে একটি কংগ্রেস ডাকার জন্য প্রস্তুত, তবে এর জন্য 'উপযুক্ত ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করতে হবে' এবং কংগ্রেস সফল করার জন্য ওজালানকে 'ব্যক্তিগতভাবে এটি পরিচালনা ও নেতৃত্ব দিতে হবে।'

গোষ্ঠীটি আরও জানিয়েছে, ওজালানের কারাগারের পরিস্থিতির উন্নতি করতে হবে এবং তিনি যেন 'শারীরিকভাবে স্বাধীনভাবে বসবাস ও কাজ করতে পারেন এবং তার বন্ধুদেরসহ যে কারও সঙ্গে বাধাহীন যোগাযোগ রাখতে পারেন' সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

গার্ডিয়ানের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তুরস্কের বির্নুদ্ধে যুদ্ধরত নিষিদ্ধঘোষিত কুর্দি বিদ্রোহী গোষ্ঠী পিকেকে তাদের ঐতিহাসিক নেতা ওজালানের আহ্বানের পর অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করেছে। ওজালান এ সপ্তাহে গোষ্ঠীটির বিলুপ্তি চেয়ে তাদের অস্ত্র সমর্পণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। ওজালানের আহ্বানের পর এই প্রথম গোষ্ঠীটি ভেঙে দেওয়ার বিষয়ে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করল। পিকেকের নির্বাহী কমিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, 'নেতা আপোর (ওজালান) শান্তি ও গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার আহ্বান বাস্তবায়নের পথ সুগম করতে আমরা আজ থেকে কার্যকর অস্ত্রবিরতি ঘোষণা করছি।' গ্রহণ করছি এবং এটিকে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন করব। আমাদের কোনো বাহিনী আক্রমণের শিকার না হলে তারা সশস্ত্র কোনো পদক্ষেপ নেবে না।' তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে তালিকাভুক্ত পিকেকে ১৯৮৪ সাল থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহ চালিয়ে আসছে, যার লক্ষ্য ছিল কুর্দিদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাতৃভূমি প্রতিষ্ঠা করা। তুরস্কের ৮ কোটি ৫০ লাখ জনগণের প্রায় ২০ শতাংশ কুর্দি।

এর আগে ১৯৯৯ সালে ওজালান কারাবন্দি হওয়ার পর বহুবার সংঘাতের অবসান ঘটানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ওজালানের সঙ্গে একাধিক বৈঠকের পর বৃহস্পতিবার কুর্দিপন্থি ডিইএম পার্টি একটি বার্তা প্রচার করে। এই বার্তায় বলা হয়, ওজালান পিকেকের অস্ত্র সমর্পণের পাশাপাশি একটি কংগ্রেস আহ্বানের মাধ্যমে সংগঠনের বিলুপ্তি ঘোষণার কথা বলেছেন।বিশ্লেষকরা বলেন, পিকেকের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি প্রতিষ্ঠা তুরস্ক ও সিরিয়ার জন্য উপকারী হবে। শুক্রবার এরদোগান বলেন, ওজালানের আহ্বান একটি 'ঐতিহাসিক সুযোগ'। তিনি আরও বলেন, তুরস্ক বিদ্রোহের অবসান ঘটানোর বিষয়ে আলোচনাটির সফল সমাপ্তিতে পৌঁছাতে ঘনিষ্ঠভাবে নজর রাখবে।ইরাক ওজালানের আহ্বানকে স্বাগত জানায় এবং বলে, এটি অঞ্চলটিতে স্থিতিশীলতা অর্জনের দিকে একটি ইতিবাচক এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।ইরাকে পিকেকের উপস্থিতি বাগদাদ এবং আংকারার মধ্যে নিয়মিতভাবে একটি উত্তেজনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিনোদন

আমি ডুবেছি মায়ায়: নুসরাত ফারিয়া

বিনোদন ডেস্ক : ঢালিউড সিনেমা ইন্ডাস্ট্রির জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া বাংলাদেশ-ভারত যৌথ প্রযোজনার 'আশিকী' চলচ্চিত্র দিয়ে বড়পর্দায় অভিষেক। সেই সঙ্গে তিনি এ সিনেমায় শ্রেষ্ঠ নবীন অভিনয়শিল্পী বিভাগে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার অর্জন করেছেন।নুসরাত ফারিয়া অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও বেশ সরব থাকেন। মাঝে মধ্যেই তিনি তার নানান বিষয় ভক্ত-অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করে নেন। সম্প্রতি অভিনেত্রী এমনই একটি ছবি পোস্ট করেছেন, যা নিয়ে নেটিজেনদের মাঝে চলছে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা। তারা মনে করছেন ফারিয়া প্রেমে জড়িয়েছেন।

সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা ছবিতে দেখা গেছে, এক মায়াবী মিষ্টি হাসিতে ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে ধরা দিয়েছেন তিনি। ছবিটি শেয়ার করে ক্যাপশনে নুসরাত ফারিয়া লিখেছেনড় 'আমি ডুবেছি মায়ায়, আহা কি যে করি হাই।'

উল্লেখ্য, যৌথ প্রযোজনার সিনেমা 'আশিকী' ছাড়াও 'হিরো ৪২০' ও 'বাদশা দ্য ডন' শিরোনামে আরও দুটি সিনেমায় অভিনয় করেছেন নুসরাত ফারিয়া।

সাইকো কিলার রূপে ধরা দেবেন মিষ্টি জান্নাত

বিনোদন ডেস্ক :'সবকিছু বরবাদ হয়ে যাচ্ছে', শাকিবের নতুন সিনেমার টিজার দেখে বুবলী

ঢাকাই সিনেমার উদীয়মান নায়িকা মিষ্টি জান্নাত। অভিনয়ের পাশাপাশি ব্যক্তি জীবন নিয়েও বেশ আলোচনায় থাকেন তিনি। দীর্ঘদিন পর এবার কাজের খবরে এলেএ নায়িকা, ফিরেছেন শুটিংয়ে। তবে বড় পর্দার সিনেমা নয়, নতুন একটি ওটিটি কনটেন্টের কাজ শুরু করেছেন এ অভিনেত্রী। 'সাইকো' শিরোনামের একটি ওয়েব ফিল্মের শুটিং নিয়েই এখন ব্যস্ত রয়েছেন মিষ্টি। এতে তাকে একজন সাইকো কিলারের চরিত্রে দেখা যাবে।

টিজারেই 'বরবাদ', ঈদে শুভ মুক্তি

বিনোদন ডেস্ক :যেন ঢালিউডের প্রেক্ষাগৃহ লন্ডভন্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছে। ঢাকাই সিনেমার আকাশে দেখা দিয়েছে নতুন ঝড়ের আভাস! জনপ্রিয় মেগাস্টার শাকিব খানের বহুল প্রতীক্ষিত 'বরবাদ' সিনেমার টিজার অবশেষে প্রকাশ্যে এসেছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মাত্র ১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ডের এই টিজারই কাঁপিয়ে দিয়েছে শাকিব-অনুরাগীদের হৃদয়। টিজারের শুরুতেই একটি নারী কণ্ঠ বিদ্রোহী সুরে বলে ওঠে, 'আমামা হয়ে লজ্জা হয়।' চোখ ধাঁধানো আলিশান বাড়ি, দামি গাড়ি - এই বিলাসিতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা অন্ধকারের সন্ধান মেলে যখন একজন অ্যাডভোকেট উচ্চারণ করেন, 'উনি একজন ড্রাগ এডিক্টেড' আরেক নারী কণ্ঠ যোগ করে, 'উনি একজন রেপিস্ট।'পরবর্তীতে দেখা যায় বিদ্রোহের ভয়ানক আগুন, উত্তপ্ত জনতা, চলছে ভাঙচুর, অরাজকতা। হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ চমকের মতো আবির্ভূত হন মেগাস্টার শাকিব খান। রক্তাক্ত শরীরে, একটি গাড়ির বনেটে বসে আঙুলের ইশারায় কাউকে চুপ করতে বলছেন এবং তারপর, সমস্ত সিনেমা হলকে হিম করে দেওয়া কণ্ঠে উচ্চারণ করেন একটি শব্দ 'সাইলেন্স।'নির্মাতা মেহেদী হাসান হৃদয়ের পরিচালনায় এই সিনেমায় ধুম ধারাকা একশনের সঙ্গে মিশেছে রোমান্স। কলকাতার অভিনেত্রী ইধিকা পাল 'নিতু' চরিত্রে শাকিবের প্রেমিকা হিসেবে দেখা দিয়েছেন। ধারালো তরবারি হাতে, রক্তে ভেজা মুখে এবং বিদ্রোহের আগুনের মাঝে প্রেমের ছোঁয়া। এই নায়ক বুঝিয়ে দিয়েছেন, এবার তিনি আসলেই সব সীমা ছাড়িয়ে যেতে চলেছেন।এদিকে শাকিবের সঙ্গে এই সিনেমায় অভিনয় করেছেন যিশু সেনগুপ্ত, মানব সচদেব, মিশা সওদাগরসহ অনেকে। একটি আইটেম গানে পারফর্ম করেছেন কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী নুসরাত জাহান।প্রসঙ্গত, আসন্ন ঈদুল ফিতরে বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে 'বরবাদ'। এর আগে 'প্রিয়তমা', 'তুফান', রাজকুমার দিয়ে দর্শকদের ভালোবাসা পেয়েছেন শাকিব খান। এবার 'বরবাদ' দিয়ে তিনি ঢাকাই সিনেমার ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচনা করতে প্রস্তুত। টিজার দেখে ইতোমধ্যে ভক্তরা একবাক্যে বলছেন, শাকিব বরবাদ করে দিতে চলেছেন সিনেমার সব রেকর্ড।

রমজানে রোজা রাখা প্রসঙ্গে যা বললেন শাহরুখ খান

বিনোদন ডেস্ক : শুরু হয়েছে পবিত্র মাহে রমজান। রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের বার্তা নিয়ে মুমিনের দরজায় পা রেখেছে রমজান। এই মাস আল্লাহতায়ালার পক্ষ থেকে অসীম রহমত ও বরকত নিয়ে আসে। রমজান মানেই আত্মার পরিশুদ্ধি ও তাকওয়া অর্জনের মাস। বিশ্বজুড়ে মুসলিমরা ইবাদত বন্দেগিতে এ মাসটি কাটিয়ে থাকেনড় শেষ রাতে জেগে সেহরি খাওয়া, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও অন্যান্য নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকা, সূর্য অস্ত যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইফতারি করা এবং রাতে তারাবি নামাজ পড়া।এ মাসের অন্যতম প্রধান ইবাদত হলো রোজা রাখা। বিনোদন জগতের বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খানও রমজানে রোজা রাখার চেষ্টা করেন। এর আগে এক সাক্ষাৎকারে কিং খান নিজেই সে কথা জানিয়েছিলেন।

২০১৩ সালে ঈদে চেন্নাই এক্সপ্রেস মুক্তির পর ভক্তদের মুখোমুখি হন শাহরুখ খান। সেই সময় এক ভক্ত তাকে প্রশ্ন করেনড় রমজান মাসে রোজা রাখা হয় কিনা?এমন প্রশ্নের উত্তরে শাহরুখ খান বলেন, হ্যাঁ রোজা রাখা হয়। তবে দুই-চারটা রোজা ছুটে যায়। কারণ আমাকে ব্যথার ওষুধ নিতে হয়। তিনি বলেন, যখন পিঠের ব্যথা শুরু হয়, তখন ওষুধ নিতে হয়। যে কারণে দুই-চারটা রোজা ছুটে যায়। তবে মাশাআল্লাহ অধিকাংশ রোজাই রাখা হয়।বিভিন্ন সময় ধর্ম নিয়ে কটাক্ষের মুখে পড়লেও বরাবরই নিজের অবস্থান ঠিক রাখেন বলি বাদশাহ। কোনো ঝামেলা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করেন তিনি। আর রমজানে বিভিন্ন ইফতার পার্টিতেও দেখা যায় কিং খানকে। আর ঈদের দিনেও ভক্তদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে দেখা যায় শাহরুখ খানকে।

আরেকটি মুকুটের অপেক্ষায় মার্কিন গায়িকা বিলি আইলিশ

বিনোদন ডেস্ক :আজই ঘোষিত হচ্ছে ব্রিটিশ মিউজিকের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন অ্যাওয়ার্ড 'ব্রিট' ২০২৫ জয়ীদের নাম। ব্রিটিশ ফোনোগ্রাফিক ইন্ডাস্ট্রি আয়োজিত এ অ্যাওয়ার্ডের ৪৫তম আসর বসছে লন্ডনে। নাচে আর গানে জম্পেশ সময় কাটাবেন পাশ্চাত্য সংগীত তারকারা। ৩৬ বছর বয়সি ব্রিটিশ অভিনেতা কমিডিয়ান জ্যাক হোয়াইটহল-এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানটিতে একে একে ঘোষিত হবে সংগীতের বিভিন্ন শাখায় পুরস্কার জয়ীদের নাম। এ আসরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ইভেন্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার। এ ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে সম্ভাব্য বিজয়ী আমেরিকান গায়িকা বিলি আইলিশ। এর আগে ২০২০, ২০২১ ও ২০২২ ব্রিট অ্যাওয়ার্ড আসরে ইন্টারন্যাশনাল ফিমেল সোলো আর্টিস্ট (প্রথম দুবার) এবং ইন্টারন্যাশনাল অ্যালবাম অব দ্য ইয়ার পুরস্কার জিতেছিলেন। 'হিট মি হার্ড অ্যান্ড সফ্‌ট' অ্যালবামটি তাকে ব্রিট-এর আরেকটি মুকুট পরার সুযোগ এনে দিয়েছে। শুধু এ ক্যাটাগরিতেই নয়, ইন্টারন্যাশনাল আর্টিস্ট অব দ্য ইয়ার ক্যাটাগরিতেও এ মুকুটের দাবিদার হয়েছেন বিলি আইলিশ। যদিও এবার শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে হবে বিলিকে। কারণ, তার সঙ্গে এ ক্যাটাগরিতে মনোনয়ন পেয়েছেন- বিয়ন্সে, সাবরিনা কার্পেন্টার, টেলর সুইফ্‌ট, আদ্রিয়ানা লেক্সার, আসাকি, বেনসন বুন, চ্যাপেল রোয়ান, কেনড্রিক ল্যামার প্রমুখ। মাত্র দশ বছরের নাতিদীর্ঘ সংগীত ক্যারিয়ারে এত পুরস্কার পেয়েছেন বিলি আইলিশ-আমেরিকান ভক্তরা তার নাম দিয়েছেন 'অ্যাওয়ার্ড লেডি'। গুরুত্বপূর্ণ অ্যাওয়ার্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে-দুটি একাডেমি, দুটি আমেরিকান মিউজিক অ্যাওয়ার্ড, তিনটি এএমএফটি, অ্যাপ্ল মিউজিক পাঁচটি, বিলবোর্ড মিউজিক তিনটি, গাফা (সুইডেন ও ডেনমার্ক) অ্যাওয়ার্ড আটটি, গোল্ডেন গ্লোব দুটি, গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড ৯টি ইত্যাদি। আজ অনুষ্ঠেয় ব্রিট অ্যাওয়ার্ডে কমপক্ষে দুটি পুরস্কার হাতছানি দিয়ে ডাকছে বিলিকে। ব্রিট-এর আজকের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করবেন-জেইড, মাইল্‌স স্মিথ, সাবরিনা কার্পেন্টার, টেডি সুইম্‌স প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি থেকে প্রাপ্য অর্থ ব্রিট ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে দাতব্য কাজে ব্যয় হবে বলে জানিয়েছে ব্রিটিশ ফোনোগ্রাফিক ইন্ডাস্ট্রি (বিপিআই)।

জাভেদের কথা শুনে ভয়ে কাঁপছিলেন কঙ্গনা

বিনোদন ডেস্ক :বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাউত ও বর্ষীয়ান লেখক-চিত্রনাট্যকার জাভেদ আখতারের সমীকরণ সবারই জানা। তাদের মধ্যে কখনই মধুর সম্পর্ক ছিল না। রাজনৈতিক মতাদর্শেও দুজনে বিপরীতমুখী। কিন্তু এবার ছন্দপতন নয়। একই ছবিতে ধরা দিলেন কঙ্গনা ও জাভেদ। সেই ছবি আবার নিজেই সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নেন অভিনেত্রী। সেই ছবিতে দেখা যায়, কঙ্গনা ও জাভেদের মুখে হাসি। অথচ একটা সময় জাভেদ-কঙ্গনার সম্পর্ক তিক্ততা তৈরি হয়।

২০২০ সালে এক সাক্ষাৎকারে জাভেদ আখতার সম্পর্কে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছিলেন কঙ্গনা রানাউত। তিনি বলেন, জাভেদ আখতার আমাকে তার বাড়িতে ডেকে পাঠান ও বলেনড় রাকেশ রোশন এবং ওর পরিবার খুব প্রভাবশালী। তুমি যদি ওদের কাছে ক্ষমা না চাও তা হলে তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা থাকবে না। এখানেই শেষ নয়; কঙ্গনা বলেন, জাভেদ আমাকে বলেছিলেনড় তোমাকে জেল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে এবং ধ্বংস হয়ে যাবে তুমি। আত্মহত্যা করতে বাধ্য হবে। তিনি বলেন, আমার ওপর চিৎকার করেছিলেন লাগাতার, ধমকও দিয়েছিলেন। আমি তো ওর ঘরে কাঁপছিলাম বসে বসে।কঙ্গনার এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতেই তার বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করেছিলেন জাভেদ। তারপর থেকে দুজনের মধ্যে আইনি লড়াই জারি ছিল। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মধ্যস্থতায় রাজি হন দুজনেই। অবশেষে শুক্রবার সেই আইনি লড়াইয়ে ইতি টানলেন কঙ্গনা ও জাভেদ।ঘটনা ২০১৬ সাল। খবরের শিরোনামে বারবার উঠে আসছিলেন অভিনেতা হৃতিক রোশন ও কঙ্গনা। সেই সময় পরিস্থিতি সামাল দিতে নিজের বাড়িতেই কঙ্গনা ও হৃতিকের মুখোমুখি কথা বলার ব্যবস্থা করেছিলেন জাভেদ। রোশন পরিবারের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণেই এ বিষয়ে উদ্যোগী হন গীতিকার।

জাভেদ আখতার জানিয়েছেন, কঙ্গনা ক্ষমা চেয়েছেন বলেই মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আদালতে অভিনেত্রী বলেছিলেনড় আমার কারণে জাভেদ আখতার মহাশয়কে যে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।

কার প্রেমে ৩০ বসন্ত মগ্ন ছিলেন সোনালি

বিনোদন ডেস্ক : হবু চাচাশ্বশুর বাল ঠাকরে বাধা না দিলে এতদিনে রাজ ঠাকরের ঘরনি থাকতেন। সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। তাই বলে নীরবে ভালোবাসতে পারবেন নাড় এমন কথা কোথায় লেখা আছে? কাউকে জানতে না দিয়ে গত ৩০ বছর ধরে এভাবেই দূর থেকে ভালোবেসে গেলেন বলিউড অভিনেত্রী সোনালি বেন্দ্রে! যদিও শেষরক্ষা হলো না।

সম্প্রতি তার চোখের ভাষা নাকি পড়ে ফেলেছেন ফটোসাংবাদিকরা। একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে প্রবল অধিকার বোধেই নাকি সোনালি কাছে ডেকে নিয়েছেন পুরোনো বন্ধুকে। অভিনেত্রীর চোখের ভাষা নিমেষে ক্যামেরাবন্দি করতে দেরিও করেননি ফটোসাংবাদিকরা। তার পরে সেই ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছেড়ে দিতেই ভাইরাল!

বর্তমান মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা দলের নেতা রাজ ঠাকরে। ২০০৬ সালে শিবসেনা ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। জানা যায়, একসময় তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিল বলিউড অভিনেত্রীর। দিন দুয়েক আগে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত 'মারাঠি ভাষা দিবস' অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন সোনালি। সেখানে আমন্ত্রিত ছিলেন রাজও। সোনালি সেদিন সবুজ পোশাকে ঝকঝকে। মারাঠি সাজ মেনে খোঁপায় ফুল জড়ানো। রাজ বেছেছিলেন নীল পাঞ্জাবি। মঞ্চে ওঠার আমন্ত্রণ পেতেই এগিয়ে যান অভিনেত্রী। হঠাৎ পেছনে নজর তার। চোখের ইশারায় ডেকে নেন কাকে যেন! এর পরেই সোনালির সঙ্গে মঞ্চে উঠতে দেখা যায় রাজকে। পাশাপাশিই বসেন তারা। উভয়ের মুখে খুশির হাসি।

ঘটনা ১৯৯৪ সাল। সোনালি পা রেখেছেন বিনোদন জগতে। সেই সময় চার চোখ এক হয়েছিল। প্রেমে পড়েছিলেন রাজ-সোনালি। কিন্তু রাজের চাচা বাল ঠাকরে ভীষণ কড়া। তার কানে এ সম্পর্কের খবর পৌঁছাতেই ভাইপোকে রীতিমতো শাসিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন এতে রাজনীতিতে প্রভাব পড়বে। পারিবারিক সমস্যা তৈরি হবে। সব মিলিয়ে রাজ অসম্মানিত হবেন। চাচার দাপটের কাছে সেদিন হার মেনেছিলেন রাজ। দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন সোনালিকে। বিয়ে করেন শর্মিলা ঠাকরেকে। এতকিছুর পরও কি পরস্পরকে ভুলতে পারেননি তারা? অন্তত তেমনই সাক্ষ্য দিল 'মারাঠি ভাষা দিবস'।

ধনেপাতার খেতে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছেন কামরুজ্জামান মিয়া। এবার তিনি ১৬ শতাংশ জমিতে ধনের আবাদ করেছেন।

বরিশালে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ক্যাপসিকাম চাষ

বরিশাল প্রতিনিধি: বরিশালে দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ক্যাপসিকাম বা মিষ্টি মরিচ চাষ। কম খরচে বেশি লাভ হওয়ায় কৃষকদের মাঝে আগ্রহ বাড়ছে এ সবজি চাষে। জেলার বিভিন্ন স্থানের বিস্তৃত চরে বাণিজ্যিকভাবে চাষ হচ্ছে এ সবজি। আশানুরূপ ফলনও পাচ্ছেন কৃষক। তারা বলছেন, সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেলে ক্যাপসিকাম চাষে কৃষি অর্থনীতির সোনালি ইতিহাস হতে পারে দক্ষিণাঞ্চল। বরিশাল সদর উপজেলার লড়াইপুর চর ঘুরে দেখা গেছে, শীতকালীন সবজি, তরমুজ, ফুট বা বাঙ্গির পাশাপাশি কয়েক একর জমিজুড়ে ক্যাপসিকামের চাষ হয়েছে। আবাদের সময় অনুসারে দুইবার ফলন সংগ্রহও করা হয়েছে প্রতিটি গাছ থেকে। আরও কয়েক থোকা ক্যাপসিকাম বড় হচ্ছে গাছে। বরিশালে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে ক্যাপসিকাম চাষ, ক্যাপসিকাম চাষি মো. ইব্রাহিম বলেন, 'লড়াইপুরে প্রায় ৩ বিঘা জমিতে ক্যাপসিকাম চাষ করেছি। যা থেকে এখন পর্যন্ত দুইবার ফলন তুলেছি। আরও ২-৩ বার ফলন উত্তোলন করা যাবে।' তিনি বলেন, 'প্রায় ১২ বছর ধরে ক্যাপসিকাম চাষ করছি। চাষের উপযোগী স্থান চরের জমি। চরে রোদ বেশি পাওয়ায় খুব ভালো ফলন দেয়। প্রচুর পানিও দিতে হয়। চরে রোদ আর নিকটবর্তী খাল থেকে পানি সহজেই সরবারহ করা যায়। তাই ভালো ফলন পাওয়া যায়।' চাষি মুনছুর মিয়া বলেন, 'ক্যাপসিকাম চাষ খুবই ব্যয়বহুল। ১ কেজি বীজ কিনতে ২ লাখ ৮০ হাজার থেকে ৩ লাখ টাকা লাগে। প্রতি বিঘা জমিতে চাষ করতে ৬-৭ লাখ টাকা খরচ হয়। বাজারে যে দাম আছে; সে অনুসারে কৃষক দাম পান না। প্রতি কেজি ৮০-৯০ টাকা দরে আড়তে দিয়ে আসি। বাজারে প্রতি কেজি ১৫০-২২০ টাকা বিক্রি হয়।

হোসেনপুরে দুই শতাধিক মেধাবী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি : কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে দুই শতাধিক কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দিয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। উপজেলা সদরের আসাদুজ্জামান খান অডিটোরিয়ামে এ সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। ইসলামী ছাত্রশিবির হোসেনপুর উপজেলা শাখার সভাপতি আশিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি রাকিবুল ইসলামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ইশা খাঁ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর প্রতিষ্ঠাতা ও কিশোরগঞ্জ-১ (সদর-হোসেনপুর) আনের জামায়াতে ইসলামীর সম্ভাব্য প্রার্থী অধ্যাপক মোসাদ্দেক হোসেন ভূঁইয়া, জামায়াতে ইসলামী হোসেনপুর উপজেলার আমির আমিনুল হক, ইসলামী ছাত্রশিবির ডুয়েট শাখার সাবেক সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার জামিল মাহমুদ, ইসলামী ছাত্রশিবির বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয় শাখার সভাপতি ফখরুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্রশিবির কিশোরগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি হাসান আল মামুন, ইসলামী ব্যাংক হোসেনপুর শাখার ম্যানেজার মো: মুবীনুল ইসলাম নাবিল, হয়বতনগর এ ইউ কামিল মাদ্রাসার লেকচারার জুবায়ের ইবনে আব্দুল হাই। অনুষ্ঠানে উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন কিশোরগঞ্জের ধুমকেতু শিল্পীগোষ্ঠীর শিল্পীবৃন্দ।

কমলগঞ্জে সাংবাদিক ও শিক্ষকের স্মরণ সভা

কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জে বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রবাসী লেখক-সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ মরহুম ইসহাক কাজল এর ৫ম মৃত্যুবার্ষিকী ও বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবক ও শিক্ষক সত্যেন্দ্র মোহন দেব এর মৃত্যুতে এক স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলার শহীদনগর বাজার পতনউষারে গ্রাম বাংলা সমাজকল্যাণ পরিষদের আয়োজনে এ স্মরণ সভা হয়।

কাউখালী প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটি গঠন

কাউখালী, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ঐতিহ্যবাহী কাউখালী প্রেসক্লাবের ২০২৫ সালের কার্যকরী কমিটি গঠণ করা হয়েছে। প্রেসক্লাব কার্যালয়ে প্রেস ক্লাবের সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ সিকদারের সভাপতিত্বে বার্ষিক সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রেসক্লাবের সকলের সর্বসম্মতিক্রমে আগামী এক বছরের জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কাউখালী প্রেসক্লাবের কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। কার্য নির্বাহী কমিটির সদস্যরা হলেন, সভাপতি রিয়াদ মাহমুদ সিকদার (দৈনিক নয়াদিগন্ত),সহ-সভাপতি ওমর ফারুক (নয়া শতাব্দী), সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম রফিক (দৈনিক আমার দেশ), যুগ্ম সাধারন সম্পাদক মোঃ মাছুম বিল্লাহ (দৈনিক ইনকিলাব), কোষাধ্যক্ষ ছায়ফুল্লাহ মনির (দৈনিক দিনকাল), প্রচার ও সাহিত্য সম্পাদক হোসাইন আল শাহরিয়ার (দৈনিক মতবাদ), নির্বাহী সদস্য মোঃ তারিকুল ইসলাম।

ছানাদের নিয়ে সাবধানে সড়ক পার হচ্ছে মা রাজহাঁস। দেবীতলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

গোমস্তাপুরে তারন্য উৎসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে তারন্য উৎসব ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সমাপণী খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। আহম্মদী বেগম সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সমাপণী খেলা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার নিশাত আনজুম অনন্যা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন পার্বতীপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোয়াজ্জেম হোসেন, চৌডালা ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম কিবরিয়া হাবিব, রহনপুর ইউপি চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান সোহরাব, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মো: পারভেজ, সমাজসেবা কর্মকর্তা নুরুল ইসলাম,উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি আতিকুল ইসলাম আজমসহ অন্যরা। প্রতিযোগিতার ক্রিকেট খেলায় রহনপুর পৌরসভা চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সআপ হয়েছেন পার্বতীপুর ইউনিয়ন, ব্যাডমিন্টনে রাধানগর ইউনিয়ন চ্যাম্পিয়ন ও রহনপুর পৌরস-ভা রানার্সআপ হয়েছেন। এছাড়া ফুটবল খেলায় চৌডালা ইউনিয়ন ১-০ গোলে রহনপুর ইউনিয়নকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। পরে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অতিথিরা।

দৌলতপুরে পুলিশ সদস্যের বাড়িতে লুটপাট, ভাংচুর

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া প্রতিনিধি : কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার দৌলতখালী কুরমি পাড়া গ্রামের পুলিশ সদস্য মোঃ সজিবুর রহমানের বাড়িতে সম্প্রতি এলাকার চিহ্নিত জিয়াউর রহমান জিহার নেতৃত্বে সশস্ত্র অবস্থায় আওয়ামী লীগ নেতা সাইফুল, শরিফুল, জল্লাদ, কাবের, ফেরদৌস, মিজান, মিলন, রাজু, আরজেল, সুজন, সম্রাট সহ ২০/২৫ সশস্ত্র সন্ত্রাসী তার বাড়িতে প্রবেশ করে বাড়ির দরজা জানলা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করে বাড়ির মালিক সজিবুর ও তার স্ত্রী সামিয়া খাতুন সহ অন্যান্য সদস্যদের বেধড়ক মারপিট করে দশটি গরু ছাগলসহ অন্যান্য মালা মাল মিলে প্রায় ২০ লক্ষ টাকার মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। ওইসব সন্ত্রাসীরা বাড়ির লোকজনকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। এ ছাড়াও গত বুধবার রাতে দৌলতখালী গোডাউন বাজার সংলগ্ন বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হান্নানের পুত্র শরিফুল ইসলাম এর বাড়িতেও অনুরূপ ভাঙচুরা লুটপাট চালায় এ এ ঘটনার খবর পেয়ে দৌলতপুর থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ব্যাপারে অভিযোগ থামায় দায়ের করা হয়েছে।

পীরগাছার বালিকা বিদ্যালয়ে বার্ষিক ক্রীড়া ও তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠিত

পীরগাছা, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুরের পীরগাছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও তারুণ্যের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে দিনব্যাপী বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ সুজা মিয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে জাতীয় ও ক্রীড়া পতাকা উত্তোলন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় বিদ্যালয় গান ও ড্রিল পরিবেশন শেষে অতিথিবৃন্দ তারুণ্যের উৎসবে আয়োজিত বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন। এসময় শিক্ষক বেলাল হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় অতিথিবৃন্দকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এতে বক্তব্য দেন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সৈয়দ সুজা মিয়া, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা আব্দুর রহিম মিয়া, আইটিসি কর্মকর্তা আফসানা রহমান, তথ্যসেবা কর্মকর্তা প্রিয়াংকা ব্যানার্জী, পীরগাছা সদর ইউপি চেয়ারম্যান মোস্তাফিজার রহমান রেজা, স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হামিদ সরদার, ছাত্র প্রতিনিধি সোহেল তানভীর। অনুষ্ঠানে ১৯ ধরনের খেলাধুলায় বিজয়ী শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-কর্মচারীগণের মাঝে ৮৯টি পুরষ্কার বিতরণ করা হয়। পরে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

সুজানগরে মাঠ দিবসে নজর কাড়ে ২ কেজির বেশি ওজনের বেগুন

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরে মালচিং পদ্ধতিতে সবজি প্রদর্শনীর উপর এক মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুজানগর উপজেলা কৃষি অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চরাঞ্চলে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় উপজেলার ভবানীপুর এলাকায় ওই মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন সুজানগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মীর রাশেদুজ্জামান রাশেদ। উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ রাফিউল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাঠ দিবসে আরো বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ মোঃ ফারুক হোসেন চৌধুরী, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা মোঃ সাইদুল ইসলাম ও পার্থ প্রতিম রায়। মাঠ দিবসে বাড়ি বারো জাতের ২ কেজি ২৭০ গ্রাম ওজনের একটি বেগুন উপস্থিত কৃষকদের নজড় কাড়ে।

দিঘলিয়ায় শিশু অপহরণ ভিকটিমসহ পাঁচ আসামী গ্রেফতার

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : দিঘলিয়ার বারাকপুর ইউনিয়নের লাখোহাটি গ্রাম থেকে মাহবুবুর রহমানের পুত্র মোঃ অলিদ (৯) অপহরণের পর উদ্ধার হয়েছে। অপহরণ ঘটনার সাথে জড়িত থাকার ঘটনায় একই এলাকার ৫ জনকে গ্রেফতার করেছে। এ সময় তাদের কাছ থেকে নম্বরবিহীন ২টা মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক সাড়ে ৭ টার সময় ভিকটিম মোঃ অলিদ (৯) পিতা মোঃ মাহাবুবুর সাং লাখোহাটি থানা - দিঘলিয়া জেলা-খুলনাকে অপহরণকারী (১)নাহিদ (১৮) পিতা তরিকুল (২) ফয়সাল (১৮) পিতা হাফিজুর রহমান (৩)আহাদ (১৮) পিতা মৃত হামিদ (৪) হাসিব (১৮) পিতা সোলায়মান (৫) বায়েজিদ (১৮) পিতা ফিরোজ শেখ সর্ব সাং-লাখোহাটি থানা- দিঘলিয়া জেলা-খুলনাগণ দুইটি মোটরসাইকেল নিয়ে এসে ভিকটিমকে জোর পূর্বক অপহরণ করে আড়ুয়া ফাঁকা মাঠে নিয়ে আটক করে রাখে এবং মোবাইল নাম্বার ০১৭২১৯৩৫৩২৫ হতে ভিকটিমের চাচার মোবাইল নাম্বার ০১৭২৭-২৭৯৮৬৮ তে বিশ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবি করে। দিঘলিয়া থানা অফিসার ইনচার্জ এইচ এম শাহীন সংবাদ পেয়ে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে যান এবং দিঘলিয়ার থানা এলাকার সমস্ত খেয়াঘাটে পুলিশ মোতায়েন করেন।

বাকৃবির গবেষকদলের ইউরোপিয়ান স্যাভয় ক্যাবেজ উৎপাদন

কৃষি ও প্রকৃতি : দেশীয় আবহাওয়ায় ইউরোপিয়ান স্যাভয় ক্যাবেজ উৎপাদন করলেন ময়মনসিংহের বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. মো. হারুন অর রশিদ এবং তার গবেষকদল। অধ্যাপক হারুনের এই গবেষণা দলে সহযোগী হিসেবে আছেন বাকৃবির মাস্টার্সের শিক্ষার্থী সাদিয়া রহমান মাইশা। অধ্যাপক হারুন বলেন, 'স্যাভয় ক্যাবেজ বাংলাদেশে একদম নতুন একটি শীতকালীন সবজি। এটি বাঁধাকপির একটি জাত। যার বিশেষ গুণ হলো- এটি খুব মচমচে ও ভিন্ন ধরনের। সাধারণ বাঁধাকপি যেমন পরিপক্ক হলে শক্ত হয় কিন্তু স্যাভয় ক্যাবেজের পাতাগুলো মচমচে হওয়ায় রান্না করে খাওয়ার পাশাপাশি কাঁচা অবস্থায় ও স্যুপ করে খেলেও অত্যন্ত সুস্বাদু লাগে। বিভিন্ন ফাস্ট ফুড, যেমন- বার্গার, স্যান্ডউইচ ইত্যাদির সঙ্গে খাওয়া যায়।' তিনি বলেন, 'জৈব মালচিং পদ্ধতিতে আমরা এই স্যাভয় ক্যাবেজ চাষ করেছি। এটি আমরা ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে এসেছি। এর নামটি এসেছে ফ্রান্সের একটি জায়গার নাম থেকে। ইতালিতে একে মিলান ক্যাবেজ বলা হয়।' বাকৃবির গবেষকদলের ইউরোপিয়ান স্যাভয় ক্যাবেজ উৎপাদন, ফলন সম্পর্কে অধ্যাপক বলেন, 'স্যাভয় ক্যাবেজের আরেকটি বিশেষত্ব হলো এর মাথার ওজনই দেড় থেকে দুই কেজি এবং পাতাসহ ওজন প্রায় তিন কেজি।' পুষ্টিগুণ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ভিটামিন সির পাশাপাশি এতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন কে থাকে, যা মানুষের স্বাভাবিক হার্টবিট বজায় রাখতে এবং কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজ ও স্ট্রোক কমাতে সাহায্য করে। এতে বিদ্যমান ফোলেট ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড বাচ্চাদের মস্তিষ্ক গঠনে সাহায্য করে।' এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন কে, সি, ফলেট ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। ফলেট থাকায় এটি হৃদরোগ কমাতে সাহায্য করে। ওমেগা-৩ বাচ্চাদের হাড় গঠন, শরীর বৃদ্ধি ও বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করে। তাছাড়া এতে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ন্যাচারাল অ্যান্টিহিস্টামিন আছে, যা অ্যালার্জি প্রতিরোধে সহায়তা করে। গবেষণায় দেখা গেছে, স্যাভয় ক্যাবেজে আইসোথায়োসায়ানাইড থাকে। যেটি ফুসফুসের ক্যান্সার ৩৮ শতাংশ পর্যন্ত কমায়। তাছাড়া ওয়েটলস ড্রিংকস হিসেবে খাওয়া যায়। যা শরীরের ওজন কমাতে সাহায্য করে। এটি একই সাথে ডায়াবেটিক রোগীদের জন্যও সহায়ক। বিদ্যমান ভিটামিন সম্পর্কে অধ্যাপক বলেন, 'সাধারণত সবুজ শাক-সবজিতে বিটা ক্যারোটিন থাকে কিন্তু স্যাভয় ক্যাবেজে প্রচুর বিটা ক্যারোটিন থাকে এবং এটি ভিটামিন-এ'র অন্যতম উৎস।' শিক্ষার্থী সাদিয়া রহমান মাইশা বলেন, 'এর চাষাবাদ পদ্ধতি অন্য ক্যাবেজের মতোই।

কৃষকের কাছ থেকে প্রতিটি ফুলকপি ৩ টাকা দরে কিনে ঢাকার কারওয়ান বাজারে পাঠাচ্ছেন পাইকার।

মাধবপুরে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা প্রদান শুরু

মাধবপুর, হবিগঞ্জ প্রতিনিধি : হবিগঞ্জের মাধবপুরে সায়হাম গ্রুপের উদ্যোগে এবং মৌলভীবাজার অন্ধ কল্যাণ সমিতির ৩ হাজারের বেশি রোগীকে বিনামূল্যে চোখের চিকিৎসা সেবা শুরু হয়েছে। নোয়াপাড়া সৈয়দ সঈদ উদ্দিন হাই স্কুল এন্ড কলেজ মাঠে সকালে এই চিকিৎসা ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন সায়হাম গ্রুপের পরিচালক সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ শাহজাহান। এ উপলক্ষে কলেজ মাঠে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন, মাধবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ,জাহিদ বিন কাশেম, মাধবপুর উপজেলা ,স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাঃ মোহাম্মদ ইমরুল হাসান,সায়হাম গ্রুপের পরিচালক সৈয়দ একেএম সেলিম, নোয়াপাড়া ইউপি চেয়ারম্যান সৈয়দ আতাউল মোস্তাফা সোহেল, ইউপি চেয়ারম্যান মাহবুর রহমান সোহাগ,,অধ্যক্ষ আমির হোসেন,শিক্ষক আজগর আলী,সাবেক মেয়র হাবিবুর রহমান মানিক,সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল আজিজ,মাধবপুর পৌর বিএনপি সভাপতি হাজী গোলাপ খান, সেক্রেটারি সাংবাদিক আলা উদ্দিন আল রনি প্রমুখ।

দাকোপের সম্মান বৃদ্ধি করেছে রাইসা বাবুল পিউ

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : দাকোপ উপজেলার চালনা পৌরসভার চিলড্রেন পার্ক প্রি-ক্যাডেট স্কুলের ৫ম শ্রেণির শিক্ষার্থী রাইসা বাবুল পিউ ২০২৪ সালে বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত দেশব্যাপী স্কলারশিপ বৃত্তি পরীক্ষায় ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করে পরিবার ও দাকোপের সম্মান বৃদ্ধি করেছে। এর আগেও ২০২৩ সালে ৪র্থ শ্রেণিতে দেশসেরা ১ম স্থান অধিকার করে সবাইকে চমকে দিয়েছিল এই মেধাবী শিক্ষার্থী। রাইসা বাবুল পিউর পিতা বাবুল হোসেন একজন প্রবাসী ও প্যারামেডিকেল ডাক্তার, এবং মাতা রুমানা খাতুন একজন বেসরকারি চাকরিজীবী। ছোটবেলা থেকেই মেধা ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সে একের পর এক সাফল্য অর্জন করে চলেছে। এই স্কুল থেকে ২০২৪ সালে মোট ২২ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বৃত্তি পেয়েছে। রাইসার এই অসাধারণ সাফল্যে স্কুলের পরিচালক, শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবক ও এলাকাবাসী গর্বিত।

নাগেশ্বরীতে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে বিনামূল্যে রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। নাগেশ্বরী ব্লাড ব্যাংকের আয়োজনে কলেজ মোড়স্থ আল-কাওছার মেরিট মাদরাসায় গতকাল সোমবার সকাল ১০টায় এ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মাদরাসার পরিচালক মো. জোনায়েদ আহমেদ। দিনব্যাপী রক্তের গ্রুপ নির্ণয় কর্মসূচিতে ৩ শতাধিক মাদরাসা শিক্ষার্থীর রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা করেন স্বেচ্ছাসেবী এই সংগঠনটি। এতে উপস্থিত ছিলেন নাগেশ্বরী ব্লাড ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক রবিউল ইসলাম, সভাপতি রাশেদ আহমেদ, সহ-সভাপতি ইসমাইল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক লিটু মিয়া, কোষাধ্যক্ষ শিহাবুল ইসলাম, মহিলা বিষয়ক সম্পাদক উম্মে কুলছুম, সহ-প্রচার সম্পাদক সোহেল রানা, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক বেলাল, ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আরিফুল ইসলাম প্রমুখ।

সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ঘোড়াঘাট ডাকবাংলো

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর প্রতিনিধি : রক্ষনাবেক্ষন ও সংস্কারের অভাবে ব্রিটিশ আমলে চুন সুড়কির গাথুনি ও ছাদ ঢালাই করে নির্মিত দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট ডাকবাংলোটি যুগের পর যুগ ধরে অবহেলা আর অযত্নে এখন এটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। সরকারী ডাকবাংলোটি যে কোন মুহূর্তে ধ্বসে পড়ে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে।এলাকাবাসীর অভিযোগ ডাকবাংলোটি অব্যবহৃত ও পরিত্যাক্ত থাকায় প্রায় নষ্ট হওয়ার পথে। ঘরের ইট খুলে পড়ছে ও দেয়ালের বিভিন্নস্থানে আগাছা জন্ম নিয়েছে। ।ঘোড়াঘাট থানার উত্তর পার্শ্বে ১শ গজের মধ্যে এই বাংলোটির অবস্থান। প্রায় ৩বিঘা জমির উপর দুই কক্ষ বিশিষ্ট বাংলোটি দিনাজপুর জেলা পরিষদের অধিনে থাকলেও এর কোন প্রকার সংস্কার বা পুনঃনির্মান করা হয়নি। বিগত সরকারের আমলে এটি ভেঙ্গে নির্মান করার জন্য অর্থ বরাদ্দ হলেও অজানা কারনে এর নির্মান কাজ স্থগিত করা হয়। পতিত সরকারের দোসর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নবাবগঞ্জ উপজেলা জাতীয় পার্টির সভাপতি দেলোয়ার হোসেন ক্ষমতায় থাকাকালে ঘোড়াঘাটের বাংলোটি ভেঙ্গে নতুন ভবনের টাকা বরাদ্দ হলেও অজানা কারনে আর ভবনটি আশার আলো দেখতে পারেনি। ঘোড়াঘাট উপজেলা নির্বাহী অফিসার রফিকুল ইসলাম আমার দেশকে জানান, অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বাংলোটি সংস্কার করে বসবাসের উপযোগী করা হবে। ঘোড়াঘাটে পাশ্ববর্তি হাকিমপুর,নবাবগঞ্জ ও ফুলবাড়ীতে নতুন ভবন হলেও ঘোড়াঘাটের ভবনটি আজো অবহেলা ও পরিত্যাক্ত অবস্থায় আছে। এই ভবনে বিভিন্ন সময় সরকারী,এন,জি,ও,ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন স্তরের লোকজন রাত্রী যাপন করত।

পুরোনো টায়ার নিয়ে আপনমনে খেলছে এক শিশু। কাতিয়ানাংলা, বটিয়াঘাটা, খুলনা।

ইংল্যান্ড ও বেলজিয়ামের ফুটবলে রমজানে বিশেষ উদ্যোগ

স্পোর্টস ডেস্ক : চলছে মুসলিম সম্প্রদায়ের পবিত্রতম মাহে রমজান মাস। সারা বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের বহুল প্রতিক্ষীত এই মাস শুরু হয়েছে চলতি সপ্তাহের শুরুতেই। আরব বিশ্ব এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এরইমাঝে রমজান শুরু হয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্য অনেক প্রান্তেই আজ থেকে পালিত হচ্ছে প্রথম রোজা। মুসলিম বিশ্বের বাকি অনেকের মতোই রমজানের প্রভাব পড়তে শুরু করেছে খেলার দুনিয়াতেও। রমজান মাসে ধর্মীয় বিধিনিষেধ মেনেই পানাহার থেকে দূরে থাকছেন ইসলাম ধর্মের অনুসারী ফুটবলাররাও। আর তাদের ধর্মীয় মূল্যবোধকে সম্মান জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে বেলজিয়ান প্রো লিগ এবং ইংলিশ ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা এফএ। রমজানে সূর্যাস্তের সময়ে চলমান এফএ কাপের সব ম্যাচেই বিশেষ বিরতির নিয়ম চালু করেছে এফএ। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্তের কথা জানা না গেলেও, এফএ কাপের ম্যাচগুলোতে থাকবে বিশেষ 'রামাদান ব্রেক।' মুসলমান খেলোয়াড়দের ইফতারের সময় করে দিতেই এই বিশেষ বিরতির কথা জানানো হয়েছে। চলতি রমজানে এফএ কাপের সূচিতে পঞ্চম রাউন্ডের দুটি করে ম্যাচে থাকছে এই নিয়ম। একইরকম বিশেষ 'রামাদান ব্রেক' আসছে বেলজিয়ান প্রো-লিগে। মাত্র ৫ শতাংশ মুসলমানের দেশটিতেও সূর্যাস্তের সময়ে ম্যাচগুলোতে বিরতি থাকছে। লিগের ১৪তম স্থানের দল সেইন্ট ট্রুইডেন্স এবং কে. ভি. কোর্টরিটজের মধ্যেকার ম্যাচে ছিল বিশেষ 'রামাদান ব্রেক' এর ব্যবস্থা। ম্যাচের ১২ মিনিটের মাথায় ছিল সেই বিরতি। ম্যাচটি সেইন্ট ট্রুইডেন্স জিতে নেয় ৪-২ গোলে। এছাড়া প্রতিবছরের মতো এবারেও অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ ফুটবল লিগ 'এ'-লিগে আছে ইফতার ব্রেকের ব্যবস্থা। বিগত কয়েক বছর ধরেই চলছে অস্ট্রেলিয়ার ফুটবলে এই বিশেষ উদ্যোগ। জেএ

অঘটনের শিকার হয়ে আরও পিছিয়ে রিয়াল মাদ্রিদ

স্পোর্টস ডেস্ক : শীর্ষে থেকে শিরোপার দিকে বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে যাচ্ছিলো রিয়াল মাদ্রিদ; কিন্তু কি যে হলো তাদের! হঠাৎই এস্পানিওলের কাছে হার দিয়ে শুরু। এরপর ২, ২ করে ৪ পয়েন্ট অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ এবং ওসাসুনার সঙ্গে ড্র করে। যার ফলে বার্সেলোনার পেছনে পড়তে হয় লজ ব্লাঙ্কোজদের। গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকলেও পয়েন্ট ছিল সমান। এবার রিয়াল মাদ্রিদ আরও পিছিয়ে গেলো। রিয়াল বেটিসের মাঠে গিয়ে শিকার হলো অঘটনের। ২-১ গোলের হারে শিরোপা দৌড়ে আরও পিছিয়ে পড়লো কার্লো আনচেলত্তির শিষ্যরা। এই পরাজয়ের ফলে ২৬ ম্যাচ শেষে রিয়ালের অর্জন থাকলো ৫৪ পয়েন্টই থাকলো। এমনিতেই ছিল ২য় নম্বরে। এবার অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ (৫৬ পয়েন্ট) শীর্ষে উঠে যাওয়ায় রিয়াল মাদ্রিদ চলে গেলো তিন নম্বরে। ঘরের ছেলের কাছেই মূলত হারতে হয়েছে রিয়াল। লজ ব্লাঙ্কোজদের সাবেক মিডফিল্ডার ইসকো পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়াল বেটিসের ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করেন। রিয়ালকে হারানোর পর ইসকো বলেন, 'আমি একেবারেই ক্লান্ত-শ্রান্ত। রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে জেতা চাট্টিখানি কথা নয়। যাদের কাছে রয়েছে মিলিয়ন্স অব রিসোর্স। এটা খুবই কঠিন। বর্তমান সময়ের সবচেয়ে সেরা ক্লাবের বিপক্ষে জয় পেয়েছি, তাতেই আমি মহাখুশি। আশা করছি, এ বছরটা আমরা দারুণভাবে শেষ করতে পারবো।' বেনিতো ভিয়ামারিনে শুরু থেকেই রিয়াল মাদ্রিদ প্রভাব বিস্তার করে খেলে আসছিলো। যার ফলশ্রুতিতে ১০ মিনিটেই এগিয়ে যায় রিয়াল মাদ্রিদ। ব্রাহিম দিয়াজ করেন গোলটি। ৩৪ মিনিটে গোলটি পরিশোধ করে দেন জনি কারদোসো। এরপর ৫৪তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে রিয়ালের জয় নিশ্চিত করেন ইসকো। রিয়াল-মাদ্রিদলা-লিগার, পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।

মেসি নেই, এটাই দুশ্চিন্তার কারণ প্রতিপক্ষের!

স্পোর্টস ডেস্ক : ইন্টার মায়ামির পরবর্তী ম্যাচে যে প্রধান তারকা লিওনেল মেসি খেলবেন না সেটি আগেই জানিয়েছিলেন কোচ হাভিয়ের মাশেরানো। একইসঙ্গে আর্জেন্টাইন অধিনায়কের কোনো চোট নেই বলেও তিনি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে, মেসির না খেলার বিষয়টি জানাজানি হলে, দর্শকখরার শঙ্কা করছে মায়ামির আসন্ন ম্যাচের প্রতিপক্ষ হিউস্টন ডায়নামো। সে কারণে তারা সমর্থকদের জন্য লোভনীয় প্রস্তাব প্রস্তুত করেছে। ১০ দিনের মাঝে ৩টি ম্যাচ খেলেছে ইন্টার মায়ামি। ২০২৫ মৌসুমের শুরুতেই তারা কনকাকাফের দুটি লেগ এবং এমএলএসে একটি ম্যাচ খেলে। তাদের পরবর্তী কয়েকটি ম্যাচের সূচিও বেশ আঁটসাঁট। ফলে মেসিকে এই মুহূর্তে বিশ্রাম দেওয়াকে প্রাধান্য দিচ্ছেন কোচ মাশেরানো। তবে আগামী শুক্রবার কনকাকাফের শেষ ১৬'র ম্যাচ রয়েছে মায়ামির, সেই ম্যাচ দিয়েই হয়তো এই আর্জেন্টাইনকে মাঠে ফেরানো হবে। জ্যামাইকার ক্যাভালিয়ের এফসির বিপক্ষে ঘরের মাঠ চেজ স্টেডিয়ামে খেলবে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। অন্যদিকে, মেসি যে খেলবেন না সেটি জানার পরই পরিস্থিতি আঁচ করতে পেরে তাদের কালকের ম্যাচের প্রতিপক্ষ হিউস্টন একটি বিবৃতি দিয়েছে। দর্শকদের উদ্দেশ্যে টেক্সাসের ক্লাবটি বলছে, 'শেল এনার্জি স্টেডিয়ামে রোববার (বাংলাদেশ সময় অনুযায়ী সোমবার) ইন্টার মায়ামির বিপক্ষে ম্যাচ আয়োজন নিয়ে হিউস্টন ডায়নামো কর্তৃপক্ষ বেশ রোমাঞ্চিত। তবে সম্প্রতি তাদের খেলোয়াড়দের প্রকাশিত তালিকায় ফরোয়ার্ড মেসি নেই। তিনি যে হিউস্টন সফরেও দলের সঙ্গে আসবেন না তা আগেই জানা গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিপক্ষ দলে কারা খেলবেন, সেই বিষয়ে আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই।'

কলকাতার পারফরম্যান্স শিলংয়ে চান জামাল ভূইয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ফুটবল দলের অন্যতম সেরা ম্যাচের একটি কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে স্বাগতিক ভারতের বিপক্ষে ১-১ গোলে ড্র। অর্ধ লক্ষের বেশি ভারতীয় দর্শকের বিপক্ষে বাংলাদেশ ঐ ম্যাচে দুর্দান্ত খেলেছিল। আবার বছর পাঁচেক পর বাংলাদেশ ভারতে খেলতে যাচ্ছে। ২৫ মার্চ শিলংয়ে এশিয়া কাপ বাছাইয়ে সেই কলকাতার পারফরম্যান্সই চান বাংলাদেশ দলের নিয়মিত অধিনায়ক জামাল ভূইয়া। আজ জাতীয় দলের প্রথম অনুশীলনের দিন তিনি বলেন,? 'সবাই ভারতের বিপক্ষে ম্যাচ চায়, এই ম্যাচ খেলতে চায়। আমি মনে করি, যারা এই দলে নাই, তারাও এই ম্যাচ খেলতে চায়। (ভারতে গিয়ে) আমরা সবশেষ ম্যাচ ভারতের বিপক্ষে খেলছি ২০১৯ সালে, আমি সেই একই খেলা চাই, কিন্তু এবার তিন পয়েন্ট নিতে চায়।' জাতীয় দলের সিনিয়র ফুটবলার ডিফেন্ডার রহমত মিয়াও ভারত ম্যাচ নিয়ে রোমাঞ্চিত। তার মন্তব্য, 'আমরা (ভারতের মাঠে) সল্টলেকে সবশেষ ম্যাচ খেলেছিলাম, ওটা হয়েছিল ২০১৯ সালে, সেই ম্যাচের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, অন্যান্য যে দলের বিপক্ষে খেলি না কেন, ভারত যতই এগিয়ে যাক না কেন, অবশ্যই আমাদের থেকে এগিয়ে, অবশ্যই ভালো দল, কিন্তু যখন ভারতে বিপক্ষে ম্যাচ খেলা হয়, তখন আমাদের মধ্যে আলাদা একটা স্পিরিট কাজ করে। সবসময় ওদের বিপক্ষে ম্যাচে আমাদের মধ্যে একটা স্পিরিট থাকে, ভালো করার তাড়না থাকে।' জাতীয় দলের হেড কোচ স্প্যানিশ হ্যাভিয়ের ক্যাবরেরা বলেন, 'আমরা শারীরিক এবং মানসিকভাবে ভারত ম্যাচের জন্য প্রস্তুত। আগেও বলেছি উত্তেজনাপূর্ণ ম্যাচ হবে, ছেলেরা ম্যাচটি নিয়ে দারুণ অনুপ্রাণিত। আমি মনে করি, পর্যাপ্ত সময় পাচ্ছি, আমরা যথেষ্ট প্রস্তুত নিতে পারব এবং ভারতের বিপক্ষে দারুণ কিছু পাওয়ার সুযোগ থাকবে আমাদের।' পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত বাংলাদেশের চেয়ে ফুটবল র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে। মুখোমুখি লড়াইয়ে তারা অগ্রগণ্য এরপরও জামাল আশাবাদী, 'অবশ্যই আমরা ভালো কিছু আশা করি। যদি হেড টু হেড হিসাব করি তাহলে আমি মনে করি, তাদের সাথে আমাদের অনেক বড় পার্থক্য আছে। তবে, আমরা প্রত্যাশা করি, একটা ইতিবাচক ফল। অবশ্যই আমরা তিন পয়েন্ট নিতে চাই।' ভারত ম্যাচে খেলার কথা রয়েছে হামজা চৌধুরির। তাকে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা খেলোয়াড় হিসেবে আখ্যায়িত করে জামাল বলেন, 'আমি মনে করি, এই দলে হামজা সেরা প্লেয়ার এবং সম্ভবত এই সাউথ এশিয়াতেও সেরা খেলোয়াড়। হামজা এলে সেটা সম্ভবত টিমের জন্য সেরা বুস্ট আপ হবে।' হামজা ১৮ মার্চ বাংলাদেশ দলে যোগ দেয়ার কথা। ম্যাচের আগে এই এক সপ্তাহ সময় যথার্থ বলছেন তিনি, '৭-৮ দিনের মতো পাবে সে দলের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। তার সাথেও যোগাযোগ হয়েছে। আমার বিশ্বাস সে আমাদের সাথে মানিয়ে নিতে পারবে।'

লিলেকে উড়িয়ে ১৬ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করলো পিএসজি

স্পোর্টস ডেস্ক : ঘরের মাঠে লিলেকে পেয়ে গোল উৎসবে মেতে উঠেছিলো পিএসজি। হারিয়েছে ৪-১ গোলের ব্যবধানে। অবশ্য গোল চারটিই হয়েছে প্রথমার্ধে। পঞ্চম স্থানে থাকা লিলের বিপক্ষে এই জয়ে ফ্রেঞ্চ লিগ ওয়ানে দ্বিতীয় স্থানে থাকা মার্শেইয়ের সঙ্গে ১৬ পয়েন্টের ব্যবধান তৈরি করলো প্যারিসের ক্লাবটি। ২৪ ম্যাচ শেষে পিএসজির পয়েন্ট ৬২। ২৩ ম্যাচে মার্শেইয়ের পয়েন্ট ৪৬ এবং নিসেরও ২৪ ম্যাচে পয়েন্ট ৪৬। পঞ্চম স্থানে থাকা লিলের পয়েন্ট ২৪ ম্যাচে ৪১। পার্ক ডি প্রিন্সেসে ম্যাচের শুরু থেকে লিলে গোলরক্ষক লুকাস শেভালিয়ের কাছে আক্রমণের বন্যা বয়ে যায়। অনেকগুলো নিশ্চিত গোল বাঁচিয়ে দেন তিনি। ব্র্যাডলি বারকোলা ৬ষ্ঠ মিনিটে গোলের সূচনা করেন। ২২ মিনিটে ব্রাজিলিয়ান তারকা মার্কুইনহোস ব্যবধান বাড়ান। ২৮ মিনিটে তৃতীয় গোল করেন ওসমান ডেম্বেলে এবং ৩৭তম মিনিটে গোল করেন ডিজায়ার দুয়ে। দ্বিতীয়ার্ধে দুই দলই অনেকগুলো গোলের সুযোগ তৈরি করে। তবে সফল হয় লিলে। ৮০ মিনিটে একটি গোল পরিশোধ করেন লিলের জোনাথন ডেভিড।

প্রযুক্তি

ত্বকের শুষ্কতা কমাতে যা করণীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : ত্বকের শুষ্কতা একটি সাধারণ সমস্যা। এ সময় ঠান্ডা আবহাওয়া ত্বক থেকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা শুষে নেয়। ফলে ত্বক শুষ্ক, খসখসে ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এজন্য এ সময় ত্বকের ধরন বুঝে সঠিক ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা জরুরি। না হলে ত্বক আরও শুষ্ক হয়ে উজ্জ্বলতা হারাবে ও খসখসে হয়ে যাবে। তাই এ সময় ত্বককে আর্দ্র, কোমল ও হাইড্রেটেড রাখার জন্য এমন ময়েশ্চারাইজার প্রয়োজন, যা ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে ত্বককে ময়েশ্চারাইজ করবে ও শুষ্কতা থেকে রক্ষা করবে। শীতে কোন ধরনের ময়েশ্চারাইজার আপনার ত্বকের শুষ্কতা কমানোর জন্য উপযুক্ত হতে পারে, চলুন জেনে নেওয়া যাক- **শিয়া বাটার বা গ্লিসারিন সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার,** শীতকালে শিয়া বাটার এবং গ্লিসারিনের মতো হাইড্রেটিং উপাদানগুলি ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখতে সহায়ক। শিয়া বাটার ত্বককে গভীরভাবে ময়েশ্চারাইজ করে এবং গ্লিসারিন ত্বকের শুষ্কতা কমাতে সহায়তা করে। ময়েশ্চারাইজারটি অবশ্যই ঘন এবং হালকা না হওয়া উচিত, যাতে এটি শুষ্ক ত্বকে প্রয়োজনীয় আর্দ্রতা প্রদান করতে পারে। শিয়া বাটার, গ্লিসারিন, সেরামাইড বা হাইলুরোনিক অ্যাসিড যুক্ত ময়েশ্চারাইজার বেছে নিন। যেমন- ১. সিরাভে ময়েশ্চারাইজিং ক্রিম, এটি শিয়া বাটার ও সেরামাইড সমৃদ্ধ, যা ত্বককে গভীরভাবে ময়েশ্চারাইজ করে। এমনকি শুষ্কতা দূর করতেও সাহায্য করে। ২. নিওট্রোজেনা হাইড্রো বুস্ট ওয়াটার জেল, এটি হাইলুরোনিক অ্যাসিডে সমৃদ্ধ, যা ত্বককে দ্রুত আর্দ্রতা সরবরাহ করে। **হাইলুরোনিক অ্যাসিড ভিত্তিক ময়েশ্চারাইজার,** হাইলুরোনিক অ্যাসিড একটি শক্তিশালী ময়েশ্চারাইজার, যা ত্বকের শুষ্কতা কমাতে অত্যন্ত কার্যকর। এটি ত্বকে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া শুষ্ক ত্বককে কোমল ও সুস্থ রাখে।

হাইলুরোনিক অ্যাসিডের উপস্থিতি ত্বকে আর্দ্রতা বাড়াতে সাহায্য করে। এটি ত্বকের শুষ্কতা ও খসখসে ভাব কমাতে সহায়তা করে। যেমন- ১. দ্য অর্ডিনারি হাইলোরনিক অ্যাসিড ২%+বি৫, এটি হাইলুরোনিক অ্যাসিড ও ভিটামিন বি৫ সমৃদ্ধ। যা ত্বককে গভীরভাবে আর্দ্র ও মসৃণ রাখে। ২. ভিচে মিনারেল ৮৯ হাইলুরোনিক অ্যাসিড ফেস সিরাম, এটি ত্বককে সুস্থ ও আর্দ্র রাখে। **অলিভ অয়েল বা অ্যাভোকাডো তেল সমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার,** অলিভ অয়েল ও অ্যাভোকাডো তেল ত্বকের জন্য অত্যন্ত পুষ্টিকর ও হাইড্রেটিং উপাদান। এই উপাদানগুলোত্বকের শুষ্কতা কমাতে ও ত্বককে কোমল রাখতে সাহায্য করে। শীতে ত্বককে গভীরভাবে ময়েশ্চারাইজ করতে এ ধরনের তেলসমৃদ্ধ ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। এগুলো ত্বককে আর্দ্র রাখার পাশাপাশি ত্বকের স্বাভাবিক তেল ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

কাজে মন ফেরাতে করনীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : কাজে ভীষণ অনীহা কাজ করছে? চাকরি জীবন খুবই যন্ত্রণাদায়ক হয়ে যাচ্ছে। ছেড়ে দিলেই বাঁচবেন। যতই প্রয়োজন হোক অনেকেই এমন কাজ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের জীবনে নানা সমস্যা নেমে আসে। চাকরিহীন জীবনে আরও বিষাদ ফিরে আসে। কাজে অনীহা থেকে কাজে মনোযোগ ফেরানোর কোনো উপায় আছে কি? অবশ্যই আছে। শুধু এই কটি বিষয় একটু খেয়াল করুন: প্রথমে ভেবে দেখুন কি কি কারণে এমন অনীহা কাজ করছে। কারণ শনাক্ত করে কাউন্সেলিং এর সাহায্য নিন। বাড়িতে অসুস্থ কেউ থাকলে কাজে মন বসে না। সেজন্য ছুটির দরখাস্ত করুন এবং অফিসে বিষয়টি বোঝান। কাজ হওয়ার কথা। নাহয় পরিচিত কাউকে দায়িত্ব দিন। দীর্ঘদিন কেউ অসুস্থ থাকলে একজন দেখভালের লোক নিতে পারেন। স্ট্রেস থাকলে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের কোনো ক্লাসে ভর্তি হতে পারেন। কাজের চাপ মাত্রাতিরিক্ত হলে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করুন। পরিস্থিতি তাকে বোঝান এবং আপনার সক্ষমতার জায়গাগুলো নিশ্চিত করুন। ওয়ার্কলোড এবং কাজের সামঞ্জস্য না পেলে স্কিলস ট্রেনিং প্রোগ্রামের সদ্ব্যবহার করুন। ভালো কাজ করার পর প্রশংসা না পেলে হতাশ না হয়ে নিজের কাজ স্বাভাবিকভাবে করুন এবং ভালো করার চেষ্টা করুন। অফিসেই সব কাজ শেষ করার চেষ্টা করুন। অফিস বাসায় নিয়ে আসবেন না। মানসিক অবসাদ কাজ করলে অবসাদ দূর করার পথ খুঁজুন। চাকরিকেই অবসাদের কারণ হিসেবে দেখবেন না। অফিসে কোনো কলিগের সঙ্গে বাজে সম্পর্ক হলে যতদূর সম্ভব তা স্বাভাবিক পর্যায়ে আনার চেষ্টা করুন। সপ্তাহান্তে নিজেকে সময় দিলে আলস্যের মাধ্যমে তা পার করবেন না। বই পড়া, ঘুরাঘুরি করতে পারেন। একেক সপ্তাহে একেক পরিকল্পনা করুন। কিছুটা বৈচিত্র্য আনুন। প্রতিদিন একই রুটিন মেনে চলবেন না। আপনার যতটুকু সময়ই অফিসের বাইরে আছে তার সদ্ব্যবহার করুন।

পেঁয়াজ পাতার কিছু স্বাস্থ্য গুণ

লাইফস্টাইল ডেস্ক : শীতের সময় পেঁয়াজকলি কিংবা পেঁয়াজপাতা বেশ জনপ্রিয়। খেতে সুস্বাদু এই সবজির বেশ কিছু স্বাস্থ্যগত গুণাগুণ আছে। সেগুলো কি? আসুন জেনে নেই। **প্রচুর ভিটামিনের উৎস,** এই মৌসুমি সবজিতে ক্যালোরি ও ফ্যাটের পরিমাণ বেশ সামান্য। এই সবজিতে ভিটামিন সি, বি১২, থিয়ামিন খুব বেশি মাত্রায় রয়েছে। রয়েছে ভিটামিন এ, ভিটামিন কে। মানবদেহের প্রয়োজনীয় পটাশিয়াম-ক্রোমিয়াম-ম্যাগনেশিয়াম-ফসফরাস এবং ফাইবার পাওয়া যাবে এই পেঁয়াজকলিকে খাদ্যতালিকায় রাখলেই। **হার্টের ঝুঁকি কমাতে,** পেঁয়াজের পাতায় থাকা সালফার রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। তাছাড়া পেঁয়াজে আছে পর্যাপ্ত ক্রোমিয়াম যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ রাখতে সাহায্য করে। ফলে ডায়াবেটিসের সমস্যাও কমায়। **চোখের স্বাস্থ্যের উপকারে,** পেয়াজের পাতায় থাকা ভিটামিন এ চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। এমনকি দৃষ্টিজনিত সমস্যাও দূর করতে সাহায্য করে।
অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, শীতে সর্দি কাশি লাগাটাই স্বাভাবিক। পেয়াজ পাতায় থাকা অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান জ্বর-ঠাণ্ডা লাগাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া এই মৌসুমি সবজিতে থাকা ভিটামিন-সি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। **কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে** এই সবজিতে থাকা সালফার ও ফ্ল্যাভোনয়েড কোলন ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় বলে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিক্ষিত।

সম্পর্ক সুস্থ সুন্দর রাখতে করনীয়

লাইফস্টাইল ডেস্ক : সম্পর্কে থাকলে সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজটি হলো, অন্যকে ভালোবাসার নিজস্ব ক্ষমতা বাড়ানো এবং কী করলে সম্পর্ক ভালো থাকবে তার ওপর কাজ করা। কিন্তু সেই কাজটা মনে হয় আমরা কম করি। সফল দম্পতিদের সম্পর্কে আমাদের ভুল ধারণার প্রবণতা রয়েছে। আমরা ভেবে নিই তাদের সম্পর্ক চমৎকার। কারণ, উভয়ই একটি ভালো পরিবার থেকে এসেছে অথবা তারা ভাগ্যবান, কারণ প্রেম করার জন্য একজন ভালো মানুষকে খুঁজে পেয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে তেমন না। সম্পর্কের সাফল্য ২টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল। চাইলে আপনার সম্পর্কও সুন্দর করতে পারবেন। যেমন- ১. সফল দম্পতিরা একে অপরের প্রতি উদার থাকার চেষ্টা করে, এককথায় বলতে গেলে উদার থাকার অর্থ হলো- ** উভয়ই উভয়ের পাশে আছি। অর্থাৎ 'আমি তোমার পাশে আছি' এবং 'আমি তোমার পিছেই আছি। ** রাগে মন খারাপ হলেও পাশে আছি। থাকব। ** একে অপরের ভালো দিকটাই দেখার চেষ্টা করব। সম্পর্কে সমস্যা আসবেই। সমস্যা সমাধানের জন্য সচেতন থাকতে হবে এবং ক্রমাগত চেষ্টা করে যেতে হবে। অবশ্যই এই প্রচেষ্টা দুজনের মধ্যেই থাকতে হবে। এর কারণ, দুজনকেই দুজনের মনের অবস্থা এবং সম্পর্কের অবস্থা জানতে হবে। এর ফলে উদারতার বিষয়টা চলে আসবে। একে অপরকে বুঝতে পারবেন, ভালোবাসতে পারবেন এবং সম্মান দিতে পারবেন। উদারতার বিষয়টা নিজের মধ্যে থাকলে যেটা হবে, সমস্যা হলে সমাধানের চেষ্টায় আসবেন সহজেই। রাগের মাথায় আমরা অনেক কিছু বলে ফেলি। মাথা খারাপ হয়ে যায়। ওই অবস্থায় মাথা খারাপ না করে সঙ্গীকে সময় দিতে পারবেন। বোঝাতে

পারবেন। সঙ্গীর মধ্যেও এই বিষয়টা থাকলে ব্যাপারটা আরো সহজ হয়ে যাবে। ঝগড়া বা রাগ হলেও আমরা কাছাকাছি যেতে পারি, সংযোগ সেতু তৈরি করতে পারি এবং একে অপরের সঙ্গে একটি সুস্থ সম্পর্ক ধরে রাখতে পারি। ২. নিজের দিকটা নিজেই আগে ভেবে দেখা, তারপর কথা বলা, সম্পর্কে একটা বিষয়ে দুইজনের ভিন্নমত চলে এলো। এ ক্ষেত্রে নিজেকে আগে জিজ্ঞেস করা, আমি ঠিক করছি কি না? অথবা রাগ হয়ে খারাপ ব্যবহার করে ফেলছি কি না? কেউ কাউকে অপমান না করে তর্কটা এগিয়ে নিচ্ছি কি না?

খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটার উপকারিতা

লাইফস্টাইল ডেস্ক : আগে সকাল হলেই মানুষ বেরিয়ে পড়তেন খালি পায়ে। ঘাসের উপর হেঁটে বেড়াতেন। এখন আর সেই চল নেই। এখন জুতা পরেই সবাই হাঁটেন ঘাসের উপর। খালি পায়ে হাঁটার কথা কারও ভাবনাতেও আসে না। কিন্তু স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঘাসের উপর খালি পায়ে হাঁটার নানা উপকারিতা রয়েছে। যেমন-দৃষ্টিশক্তি : খালি পায়ে ঘাসের উপর হাঁটলে বাড়ে দৃষ্টিশক্তি। শরীরের অনেক অংশের সঙ্গে সংযোগ থাকে পায়ের। পায়ের নীচে চাপ পড়লে সেই অংশগুলি প্রভাবিত হয়। চোখের সঙ্গে যোগ রয়েছে পায়ের। খালি পায়ে হাঁটলে চোখের নির্দিষ্ট বিন্দুতে চাপ পড়ে। এতে বাড়ে দৃষ্টিশক্তি। এলার্জির চিকিৎসায় : সকালে শিশিরভেজা ঘাসের উপর হাঁটা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী। এটাকে গ্রিন থেরাপিও বলেন অনেকে। এটি পায়ের নিচে কোমল কোষের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ুকে সক্রিয় করে। সেই সংকেত পাঠায় মস্তিষ্কে। ফলে অ্যালার্জির মতো সমস্যা দূর করে। পায়ের ম্যাসাজ: পায়ের উপর সারাদিন চাপ পড়ে। পায়ের ম্যাসাজ দরকার তাই। ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটাহাঁটি করলে ফুট ম্যাসাজের কাজ হয়।

ঘরোয়া উপকরনে বয়সের ছাপ কমান

লাইফস্টাইল ডেস্ক : নরম, কোমল ও উজ্জ্বল ত্বক কে না চায়। কিন্তু যত্নের অভাবে অনেকের মুখে বয়সের ছাপ পড়ে যায়। তবে দুশ্চিন্তা না করে হাতের কাছের উপকরণ দিয়ে ত্বকের যত্ন নিতে পারেন। এই যেমন ডিম। ত্বক ও চুলের যত্নে ডিমের ভূমিকা অনেক। শুধু খাওয়া নয়, ডিমের ব্যবহার অনেক। প্রোটিন, ফ্যাটসহ প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুণে ভরপুর ডিম। ভারতের জীবনধারা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক ওয়েবসাইট বোল্ডস্কাইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী আজ আমরা বয়সের ছাপ কমাতে ডিমের ব্যবহার সম্পর্কে জানব। তারুণ্য ধরে রাখতে ডিমের ভূমিকা অনেক। অন্যদিকে, গাজরে রয়েছে বিটা-ক্যারোটিন ও লাইকোপিন নামক উপাদান, যা বয়সের ছাপের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সূর্যের ক্ষতির রশ্মি থেকে ত্বককে সুরক্ষা দেয়। আর ত্বকের মৃত কোষ দূর করে প্রাণবন্ত ও সজীব রাখে দুধ। **উপাদান ১.** একটি ডিমের সাদা অংশ, ২. দুই টেবিল চামচ গাজরকুচি, ৩. এক টেবিল চামচ কাঁচা দুধ, **ব্যবহারের পদ্ধতি, ১.** ডিমের সাদা অংশ একটি বাটিতে নিন, ২. এর সঙ্গে গাজর ও দুধ ভালোভাবে মেশান, ৩. এবার মিশ্রণটি আপনার ত্বকে ভালোভাবে লাগান, ৪. মিশ্রণটি শুকানোর জন্য ২০ মিনিট রাখুন, ৫. কুসুম গরম পানি দিয়ে মিশ্রণ তুলে ফেলুন, ৬. সপ্তাহে একবার মিশ্রণটি ত্বকে লাগান।